১৮৫৩'র গ্রীষ্মের এক উষ্ণ দিনে দুই যুবক মস্কো নদীর তীরে, এক দীর্ঘ লাইম গাছের ছায়ায় শুয়েছিলো। জায়গাটা কুন্‌ৎসভো থেকে দূরে নয়। তাদের একজন লম্বা, গায়ের রং গাঢ়, বয়স প্রায় তেইশ। নাকটা তীক্ষ্ণ, সামান্য বাঁকা। প্রশস্ত কপাল। চিৎ হয়ে শুয়ে দূরের দিকে সে তাকিয়েছিলো চিন্তিতভাবে। ছোটো-ছোটো ধূসর চোখ দুটো সামান্য কোঁচকানো, পুরু ঠোঁটে চাপা হাসি। অন্যজন শুয়েছিলো উপুড় হয়ে। প্রথমজনের মতো সেও দূরের দিকে তাকিয়ে। তার মাথায় কোঁকড়া

সোনালী চুল। হাত দুটোর উপর নিজের মাথাটা ভর দিয়ে রেখেছিলো। বন্ধুর চেয়ে সে তিন বছরের বড়, কিন্তু দেখতে অনেক ছোটো। ঠোঁটে অল্প অল্প গোঁফের রেখা, চিবুকে পাতলা রোঁয়া-রোঁয়া দাড়ি। তার তাজা গোল মুখের ক্ষুদ্রাবয়ব, মিষ্টি কটা চোখ, সুগঠিত ফোলা-ফোলা ঠোঁট আর শাদা ছোট হাতের মধ্যে একটা মনোহর ছেলেমানুষী ভাব আর কমনীয়তা। সর্বাঙ্গ দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সুন্দর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য আর যৌবনের যাদু -- নিরুদ্বেগ, আত্মপ্রত্যয় আর অতি প্রশ্রয় পাবার ভাব। অলসভাবে এদিক-ওদিক সে তাকাচ্ছে, মৃদু-মৃদু হাসছে বা হাতের উপর এমন ছেলেমানুষের মতো রাখছে মাথাটা যেন জানে লোকেরা তার দিকে তাকাতে ভালোবাসে। তার পরনে একটা ঢিলে শাদা ডাস্ট-কোট, সরু গলায় একটা নীল রুমাল জড়ানো। কাছেই ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে একটা দোমড়ানো স্ট্র হ্যাট।

তার পাশে তার বন্ধুকে দেখাচ্ছে বুড়ো। তার বেঢপ চেহারার মধ্যে এমন কোনো আভাস নেই যাতে বোঝা যায় সেও মনে-মনে আনন্দ পাচ্ছে, সেও খুসি। একটা অসুবিধাজনক ভঙ্গীতে সে শুয়ে। তার বিরাট মাথার উপর দিকটা চওড়া, নীচের দিকে সরু, একটা লম্বা গলার উপর বিশ্রীভাবে বসানো। এই কুৎসিত ভাবটা আরও বেড়ে গেছে তার হাত দুটোর অবস্থান, আঁটসাঁট খাটো কালো ফ্রককোট-পরা শরীরটা আর তার কাঠিকাঠি পা দুটোর জন্য। হাঁটু দুটো উপর দিকে ওঠানো, ফড়িঙের পিছনকার পা দুটোর মতো। এসব সত্ত্বেও কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় সে সুশিক্ষিত লোক; একটা কৌলিন্যের ভাব লক্ষ্য করা যায় তার সমগ্র শ্রীহীন অবয়বে। মুখটা সাধারণ, বলতে গেলে হাস্যকর ধরনের। সে মুখ দেখে বোঝা যায় মানুষটি সদয়, ভাবুক স্বভাবের। তার নাম আন্দ্রেই পেত্রভিচ বেরসেনেভ। সোনালী-চুল তার তরুণ বন্ধুর নাম পাভেল য়াকভলেভিচ শুবিন।

'আমার মতো উপুড় হয়ে শুয়ে দ্যাখো না কেন?' শুবিন বলতে শুরু করলো, 'এটা অনেক ভালো। বিশেষ করে যখন তুমি পা দুটো তুলে গোড়ালি ঠোকো — এই রকম করে। ঘাসগুলো একেবারে নাকের

ডগার কাছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকাতে তাকাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঘাসের ওপর পেটমোটা কোনো গুবরেপোকাকে ধীরে ধীরে যেতে দেখা যায় বা দেখা যায় সদা-ব্যস্ত পিঁপড়েকে। সত্যি বলছি তোমার মিথ্যে-ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গীর চেয়ে এটা ভালো। তোমাকে দেখে বাস্তবিকই মনে হয় যেন কোনো ব্যালে নাচিয়ে পিচবোর্ডের পাহাড়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজেকে একবার শুধু বলো এখন তোমার বিশ্রাম নেবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে ... থার্ড হওয়া বাস্তবিকই চাট্টিখানি কথা নয়! বিশ্রাম, বিশ্রাম নিন স্যার। আর খাটবেন না - - হাত পা ছড়ান!'

শুবিন কথাগুলো বললো নাকি স্বরে, আধো-অলস, আধো-ঠাট্টা ভরা সুরে। (যেন কোনো পারিবারিক বন্ধু লজেন্স নিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে কথা কইছে আদুরে ছেলে।) কোনো উত্তর না পেয়ে সে বলে চললো:

'পিঁপড়ে, গুবরেপোকা আর পোকামাকড় জাতের অন্য সব ভদ্রলোকদের মধ্যে আমার সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে তাদের আশ্চর্য গাম্ভীর্য। ব্যস্তসমস্তভাবে যাতায়াত করে এমন একটা গম্ভীর-গম্ভীর ভাব নিয়ে যেন বাস্তবিকই তাদের জীবনেরও দাম আছে। এই যে এখানে একটা মানুষ রয়েছে, জগতের যে প্রভু, উঁচু জাতের জীব সে তাকাচ্ছে তাদের দিকে, আর তাদের কিনা ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা মশাও এই জগতের প্রভুর নাকে বসে কামড় বসাতে পারে। এটা অপমানজনক। কিন্তু তবু ভাবতে গেলে কেনই বা তাদের জীবন আমাদের চেয়ে খারাপ? আমরা নাক উঁচু করে চললে তারাই বা চলবে না কেন? শোনো হে, দার্শনিক, আমার এই সমস্যাটার সমাধান করে দাও। আরে, উত্তর দিচ্ছো না কেন? শুনছো?'

'কী বললে?' নড়েচড়ে উঠে বের্‌সেনেভ বললো।

'কী বললাম!' শুবিন কথাগুলোর প্রতিধ্বনি করলো। 'তোমার বন্ধু সুগভীর সব কথা বলে চলেছে আর তুমি সেগুলোকে কানেই তুলছো না।'

'দৃশ্যটা আমার ভারি ভালো লাগছিলো। দেখো ঐ মাঠগুলো রোদে

কী রকম ঝকমক করছে।' (কথা বলার সময় বেরসেনেভের উচ্চারণটা কেমন জড়িয়ে যায়।)

'বাস্তবিকই চমৎকার রঙ,' শুবিন বললো। 'সেরা সাজে সেজে উঠেছে প্রকৃতি।'

বেরসেনেভ মাথা নাড়লো।

'এ সব জিনিস আমার চেয়ে তোমারই বেশী করে তারিফ করার কথা। এটা তো তোমারই পেশার মধ্যে পড়ে। তুমি শিল্পী।'

'না হে, পড়ে না,' টুপিটা মাথার পিছন দিকে পরে শুবিন উত্তর দিলো। 'রক্তমাংস নিয়ে আমার কারবার। আমার কাজ কাঁধ, পা, হাত গড়া। এর কোনো গঠনই নেই, এটা সম্পূর্ণ নয় -- সব জায়গায় ছড়ানো একে ধরা-ছোঁয়া যায় না।'

'কিন্তু এর মধ্যেও সৌন্দর্য আছে,' বেরসেনেভ মন্তব্য করলো। 'ভালো কথা, তোমার বাস-রিলিফটা শেষ করেছো?'

'কোনটা?'

'শিশু আর ছাগলেরটা?'

'চুলোয় গেছে সেটা! চুলোয় গেছে!' টানা-টানা সুরে চেঁচিয়ে উঠলো শুবিন। 'প্রাচীন শিল্পীদের তৈরী আসল জিনিস দেখার পর নিজের বাজে জিনিসটা ভেঙে ফেলেছি। প্রাকৃতিক দৃশ্যকে দেখিয়ে তুমি বলেছিলে, "এর মধ্যেও সৌন্দর্য আছে।" কোনো সন্দেহ নেই সবকিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য আছে, এমন কি তোমার নাকটার মধ্যেও। কিন্তু যা কিছু সুন্দর তার পেছনেই তো ছোটা যায় না। প্রাচীন শিল্পীদের সৌন্দর্যের পেছনে ছুটতে হোতো না। তাদের সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্য সহজেই আসতো, ভগবান জানেন কোথা থেকে -- সম্ভবত স্বর্গ থেকে। সমস্ত জগৎটাই ছিলো তাদের, কিন্তু সে-জগতের নাগাল আমরা পাই না· আমাদের হাত ছোটো। অল্প একটু জায়গায় আমরা ছিপ ফেলে বসে থাকি। কোনো মাছ যদি টোপ গেলে তবে আমাদের কপাল ভালো বলতে হবে, না গিললে...'

শুবিন জিভ বার করলো।

'এক সেকেন্ড!' বাধা দিয়ে উঠলো বেরসেনেভ। 'এটা একটা প্যারাডক্স। যদি সৌন্দর্যকে সহানুভূতি না দেখাও, সৌন্দর্যকে দেখলেই যদি তুমি না ভালোবাসো তাহলে তোমার শিল্পের মধ্যেও সৌন্দর্য ধরা পড়বে না। যতক্ষণ না সুন্দর দৃশ্য, কিংবা সুন্দর সঙ্গীত তোমার হৃদয়ে কোনো সুর না জাগায়, অর্থাৎ যতক্ষণ না তুমি তাকে সহানুভূতি জানাও ...'

'বেচারা সহানুভূতি জানিয়ে!' বাধা দিয়ে শুবিন নতুন কথাটা নিয়ে হেসে উঠলো। বেরসেনেভ আবার চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। শুবিন বলে চললো, 'তুমি বুদ্ধিমান দার্শনিক, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় গ্র্যাজুয়েট, তোমার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করা খুব মুশকিল, বিশেষ করে আমার মতো এক অর্ধশিক্ষিত ছাত্রের পক্ষে। কিন্তু শোনো, আমার শিল্প ছাড়াও আমি সৌন্দর্য ভালোবাসি শুধু মহিলাদের মধ্যে, কুমারীদের মধ্যে তবে এটাও আবার হালে এসেছে ..'

গড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে হাতের উপর সে মাথা রাখলো।

কয়েক মুহূর্ত কেউই কথা বললো না। রৌদ্রোজ্জ্বল তন্দ্রালু পৃথিবীর উপর শুধু ভেসে রইলো মধ্যাহ্ন উত্তাপের স্তব্ধতা।

শুবিন আবার বলতে শুরু করলো, 'মেয়েদের কথা যখন উঠল, তখন বলি — স্তাখভকে কেন কেউ শাসন করে না? মস্কোতে তাকে দেখেছিলে?'

'না।'

'বুড়ো লোকটার মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে। দারুণ একঘেয়ে লাগা সত্ত্বেও সে তার অগুস্তিনা খৃস্তিয়ানভনা'র কাছে সমস্ত দিন ধরে বসে থাকে। বসে বসে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে — ভারি বোকার মতো ব্যাপারটা! সত্যি বলতে কি একেবারে গা ঘিনঘিন করে। ভগবান তাকে চমৎকার সংসার দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার চাই অগুস্তিনা খৃস্তিয়ানভনাকে। ঐ মেয়েটার হাঁসের মতো মুখের চেয়ে কুৎসিত কোনো কিছু কখনো দেখিনি। এই সেদিন দান্তিনের স্টাইলে তার একটা ক্যারিকেচারের মডেল বানিয়েছিলাম। সেটা ভালোই হয়েছিলো। তোমায় দেখাবো।'

'এলেনা নিকলায়েভনা'র বাস্ট'টার কী হোলো — এগিয়েছো?' বেরসেনেভ প্রশ্ন করলো।

'না। একেবারে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। মুখের গড়ন এতো নির্মল, পরিষ্কার আর সুডৌল যে প্রথমে দেখলে মনে হয় তার রূপ দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু বাস্তবিকই তার থৈ পাওয়া যায় না... গুপ্তধনের মতো ঐ সাদৃশ্যটা ধরা যায় না। কখনো লক্ষ্য করেছো কী ভাবে সে শোনে? মুখের একটি রেখাও নড়ে না। শুধু তার চোখের চাউনিটা ক্রমাগত বদলায়। তাইতেই মনে হয় তার সমস্ত চেহারাটাই যাচ্ছে বদলে। এ নিয়ে ভাস্কর কী করতে পারে বলো, তার ওপর যে ভাস্কর একেবারেই অপটু? আশ্চর্য মেয়ে... অদ্ভুত,' খানিক থেমে সে যোগ করে দিলো।

'হ্যাঁ, মেয়েটি আশ্চর্য,' বেরসেনেভ সায় দিলো।

'অথচ সে নিকলাই আরতেমিয়েভিচ স্তাখভেরই মেয়ে! এর পরে বংশানুগত বৈশিষ্ট্যের কথাই ধরো। মজার ব্যাপার এই যে আসলে সে তারই মেয়ে। স্তাখভের মতো, আবার তার মায়েরও মতো - আন্না ভাসিলিয়েভনার মতো। আমি আন্না ভাসিলিয়েভনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, তিনি আমার হিতকারিণী। কিন্তু সত্যি বলতে কি-তিনি বোকা। কোথা থেকে এলেনা অতো প্রাণ পেলো? কে জ্বালিয়েছে ঐ শিখা? দার্শনিক, এই সমস্যাটার সমাধানও তোমায় করতে হবে!'

কিন্তু এবারও "দার্শনিক" কোনো উত্তর দিলো না। সে বেশী কথার মানুষ নয়। কথা বললেও নিজের মনোভাবকে প্রকাশ করে অপ্রতিভভাবে আমতা-আমতা করে। হাত নাড়ে অত্যন্ত অনাবশ্যকভাবে। তা ছাড়া একটা বিশেষ ধরনের শান্তিতে এখন তার হৃদয় পরিপূর্ণ। সে শান্তি অনেকটা ক্লান্তি আর বিষণ্ণতার মতো। অল্প কিছুকাল আগে সহর ছেড়ে সে বেরিয়েছে দীর্ঘ আর কষ্টকর এক কাজ শেষ করে। তার জন্যে দৈনিক বহু ঘণ্টা তাকে খাটতে হচ্ছিল। আলস্য, আনন্দময় বিশ্রাম আর তাজা বাতাস, উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেতনা, বন্ধুর সঙ্গে এলোমেলো খাপছাড়া আলাপ, এক প্রিয়জনের প্রতিমূর্তি হঠাৎ মনে পড়া — বিভিন্ন এই সব

অনুভূতি, অথচ কী একটা অদ্ভুত যোগাযোগও যেন রয়েছে তাদের মধ্যে, সব অনুভূতি মিশে গেছে এক সাধারণ অনুভূতিতে। তাতে একই সঙ্গে একটা পরিতৃপ্তি, উত্তেজনা আর দুর্বলতা বোধ করছে সে। ভারি ভাবপ্রবণ ছেলে।

লাইম গাছের তলাটা ঠান্ডা, শান্ত। সে ছায়ার মধ্যে দিয়ে উড়ে যাবার সময় মাছি মৌমাছির গুনগুনানি যেন আরো নরম হয়ে আসে। পরিষ্কার ছোটো-ছোটো ঘাস। রঙ তাদের পান্না-সবুজ, একটুও সোনালী আভাস নেই। এতটুকু কম্পন নেই সে ঘাসে — লম্বা-লম্বা ডাঁটিগুলো উপর দিকে উঁচিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে, মনে হয় যেন মন্ত্রমুগ্ধ। গাছের তলাকার ডাল থেকে হলদে ফুল ঝুলছে নির্জীব ছোটো-ছোটো থোপায়। প্রতিটি নিশ্বাসে মিষ্টি একটি গন্ধ বুকের গভীরে জোর করে সেঁধিয়ে যায়, বুক কিন্তু তাকে টেনে নেয় সাগ্রহে। নদীর ওপারকার আদিগন্ত বিস্তৃতি ঝিকমিক করে জ্বলছে। মাঝেমাঝে বাতাসের ঝাপটায় সে ঝিলিমিলি ভেঙে ভেঙে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে উঠছে তীব্রতর। পৃথিবীর উপর তরঙ্গায়িত হয়ে রয়েছে রৌদ্রময় এক কুজ্ঝটিকা। পাখীরা চুপচাপ -- গরমের সময় কখনো তারা গান গায় না: শুধু চারিদিকে গঙ্গাফড়িঙের ডাক। ঠান্ডা ছায়ায় আলস্যে গা এলিয়ে জীবনের স্পন্দমান সে শব্দটা শুনতে বেশ লাগে — তন্দ্রা আনে তা, স্বপ্ন জাগায়।

'কখনো লক্ষ্য করেছো কি,' বেরসেনেভ হঠাৎ হাতমুখ নেড়ে বলতে শুরু করলো, 'প্রকৃতি আমাদের মধ্যে কী অদ্ভুত অনুভূতি জাগায়? প্রকৃতিতে সবকিছু ভারি পরিপূর্ণ, ভারি স্পষ্ট -- মানে ভারি আত্মতৃপ্ত, সেটা আমরা বুঝতে পেরে তারিফ করি। কিন্তু অন্তত আমার মধ্যে সে সর্বদাই কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব জাগায়, কেমন যেন একটা উদ্বেগ, এমন কি বিষণ্ণতাই। কেন এটা হয়? এর কারণ সম্ভবত যখন তার মুখোমুখী দাঁড়াই তখন আমরা যে কী ভীষণ অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট সে-কথা আরও পরিষ্কার করে বুঝতে পারি। নাকি তার কারণ এই -- যাতে সে তৃপ্ত আমাদের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, অথচ আমাদের যা দরকার তা তার কাছে নেই?'

'হুম্,' শুবিন উত্তর দিলো, 'আন্দ্রেই পেত্রভিচ, শোনো বলছি কেন অমন মনে হয়। এইমাত্র তুমি যা বললে সেটা হল এক নিঃসঙ্গ মানুষের অনুভূতি যে বাঁচে না, শুধু তাকিয়ে থাকে আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। তাকিয়ে থাকবে কেন? নিজে বাঁচো। তাহলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। প্রকৃতির দরজায় যতক্ষণ খুসি ধাক্কা দিতে পারো, কিন্তু বুঝতে পারো এমন উত্তর কখনই সে তোমায় দেবে না, কারণ সে বোবা। টান-টান তারের মতো সে ঝনঝন টুঙটাঙ করে উঠবে, কিন্তু কখনই আশা করা উচিত নয় সে গান গাইবে। জীবিত হৃদয় উত্তর দেয়, বিশেষ করে মেয়ের হৃদয়ই। ব্যাপারটা এই, তাই বন্ধু, আমার উপদেশ শোনো, একটি মর্ম-সহচরী সংগ্রহ করো। তাহলেই তোমার মনমরা ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাবে। তুমি যে "দরকারের" কথা তুলেছিলে এই হল আমাদের সেই "দরকার"। এই উদ্বেগ আর বিষণ্ণতা তো এক ধরনের ক্ষিদে। পেট পুরে সত্যিকারের খাদ্য খাও, তাহলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ব্রহ্মাণ্ডে তোমার নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়ে দাঁড়াও বন্ধু, রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ওঠো। "প্রকৃতি" আবার কী, কী তার দরকার? শোনো তো: প্রেম -- কী শক্তিশালী জ্বলন্ত কথাটা! প্রকৃতি -- কী ঠাণ্ডা ইস্কুলপাঠ্য এক পরিভাষা! অতএব, "মারিয়া পেত্রভনা দীর্ঘজীবী হোন!"' সুর করে বলে উঠলো শুবিন, 'কিংবা মারিয়া পেত্রভনা না হয়ে বরং,' সে যোগ করে দিলো, 'কিন্তু -- যাক গে, তাতে কী আসে যায়? ভু মে কম্প্রেনে*।'

বেরসেনেভ মাথা তুলে জড়ানো হাত দুটোর উপর চিবুকটা রাখলো।

'ঠাট্টা করছো কেন?' বন্ধুর দিকে না তাকিয়ে সে বললো। 'নাক সিটকোচ্ছ কেন? হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক যে প্রেম একটা মস্ত বড় কথা, মস্ত বড় অনুভূতি। কিন্তু কোন প্রেমের কথা বলছো?'

শুবিনও মুখ তুললো।

'কোন প্রেমের কথা বলছি? যে-কোনো ধরনেরই হোক না, কিন্তু সেটা প্রেম হওয়া দরকার। সত্যি বলতে কি আলাদা-আলাদা

* ফরাসী ভাষায় -- অবশ্যই আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারছো।

রকমের প্রেম আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। যদি তুমি ভালোবাসো ...'

'সর্বান্তঃকরণে,' বেরসেনেভ যোগ করে দিলো।

'সে-কথা তো বলাই বাহুল্য — অন্তঃকরণ তো আপেল নয় যে তাকে ভাগ করা যাবে। যদি তুমি ভালোবাসো তাহলে তোমার কথাই ঠিক। নাক সিটকনোর কথা আমি কল্পনাও করিনি। আমার হৃদয় এখন এমন কোমলতায় ভরা, এমন নরম ... তুমি যে বললে প্রকৃতি আমাদের কেন অমনভাবে অভিভূত করে সেটাই ব্যাখ্যা করতে আমি শুধু চেষ্টা করছিলাম। তার কারণ আমাদের মধ্যে সে প্রেমের এমন একটা চাহিদা জাগায় যা সে তৃপ্ত করতে পারে না। ধীরে ধীরে আমাদের মনে সে তাগিদ জাগায় ভিন্ন এক আলিঙ্গনের, উষ্ণ হাতের আলিঙ্গনের। কিন্তু তার কথা আমরা বুঝি না। তার বদলে তার কাছ থেকেই আমরা কিছু একটা আশা করে থাকি। সত্যি আন্দ্রেই, কী সুন্দর এ-সব — এই সূর্য, আকাশ আর আমাদের চারপাশের সবকিছু। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে যে মেয়েকে তুমি ভালোবাসো তার হাত যদি ধরতে, যদি সেই মেয়ে আর সেই হাত শুধু তোমারই হোতো, নিজের চোখ দিয়ে না দেখে, নিজের অনুভূতি দিয়ে অনুভব না করে যদি তার চোখ দিয়ে দেখতে আর তার অনুভূতি দিয়ে অনুভব করতে, তাহলে তোমার মনে প্রকৃতি উদ্বেগ বা বিষণ্ণতা জাগাতো না, তাহলে প্রকৃতির সৌন্দর্য তুমি লক্ষ্য করতে না। প্রকৃতি নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে যে স্তবগান গাইতো সেটা তোমারই, বোবা প্রকৃতির মুখে তুমি ভাষা জোগাতে!'

শুবিন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বার দুই পায়চারি করলো, বেরসেনেভ এদিকে নীচু করলো মাথাটা। মৃদু আরক্ত হয়ে উঠলো তার মুখ।

'তোমার সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছি না। সব সময়েই প্রকৃতি — মানে ইয়ের — প্রেমের ইঙ্গিত করে না। সে আমাদের ভয়ও দেখায়। সে আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভয়ংকর, দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কথা। আমাদের নিয়তিই তো প্রকৃতির কবলে, তাই নয়? প্রতিনিয়ত সে কি আমাদের

গ্রাস করছে না? প্রকৃতি -- জীবন ও মৃত্যু - দুই-ই। তার মধ্যে জীবনের মতোই মৃত্যুও মুখর।'

'প্রেমের মধ্যেও জীবন ও মৃত্যু রয়েছে,' শুবিন বলে উঠলো।

বেরসেনেভ বলে চললো, 'আর তারপর বসন্তে যখন আমি বনের মধ্যে দাঁড়াই, সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্যে, আর কল্পনা করি ওবেরনের বাঁশীর রোমান্টিক শব্দ শুনছি.' — এই কথাগুলো উচ্চারণ করার সময় বেরসেনেভ সামান্য লজ্জা বোধ করলো, -- 'সেটা কি...?'

'সেটা শুধুই প্রেমের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সুখের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তা ছাড়া আর কিছু নয়,' শুবিন বললো। 'বনের ছায়ায়, বনের গভীরতায় কিংবা গোধূলির সময় খোলা মাঠে সূর্যাস্ত যখন হয়ে গেছে আর নদীর উপর যখন ভেসে রয়েছে কুয়াশা তখন সেই শব্দ আর হৃদয়ের কোমল আবেগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমি ভালো করেই জানি! কিন্তু সেই বন, নদী, পৃথিবী, আকাশ, প্রতিটি ছোটো মেঘ আর প্রতিটি ঘাস থেকে আমি আনন্দ আশা করি, আনন্দ পেতে চাই। আমি অনুভব করি আনন্দ আসছে আর সবকিছুর মধ্যেই শুনতে পাই তার ডাক। "আমার দেবতা আনন্দে উজ্জ্বল আর প্রফুল্ল!" এই বলেই আমি একটি কবিতা শুরু করেছিলাম। তোমাকে স্বীকার করতেই হবে এটা প্রথম লাইন হিসেবে চমৎকার। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও দ্বিতীয় লাইনটা লিখতে পারিনি। সুখ! যখন আমরা তরুণ, যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সক্ষম, যখন আমাদের উঠতি সময়, পড়তি সময় নয় -- তখনই তো আমাদের চাই সুখ। দূর ছাই!' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সে বলে চললো, 'আমরা তরুণ, আমরা বোকাও নই, কুৎসিতও নই, সুখ আমাদের পেতেই হবে!'

কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে আকাশের দিকে সে তাকালো আত্মপ্রত্যয় নিয়ে, প্রায় বেপরোয়াভাবে। বেরসেনেভ তাকালো তার দিকে।

'সুখের চেয়েও জরুরী বুঝি কিছু নেই?' মৃদু স্বরে সে বললো।

'যেমন?' প্রশ্ন করলো শুবিন।

'এই ধর তুমি আর আমি। তোমার কথামতো দুজনেই আমরা তরুণ, আর ধরা যাক খুব খারাপ্ নই। প্রত্যেকেই আমরা সুখী হতে চাই। কিন্তু

এই “সুখ” কথাটা কি আমাদের দুজনকে একত্র করে এক শিখায় জ্বালিয়ে তুলতে পারে, আমাদের হাতে হাত মেলাতে পারে? কথাটা কি স্বার্থপর ধরনের নয় — মানে কথাটা কি এমন নয় যেটা মিলনের বদলে বিচ্ছেদ ঘটায়?’

‘এমন কোনো কথা জানো যা মানুষের মধ্যে মিলন ঘটায়?’

‘নিশ্চয়ই, অনেক জানি। তুমিও জানো।’

‘আমিও জানি? কী কথা শুনি?’

‘যেমন ধর শিল্প, কারণ তুমি শিল্পী। তা ছাড়া -- স্বদেশ, বিজ্ঞান, স্বাধীনতা, ন্যায়পরায়ণতা।’

‘আর প্রেম?’ শুবিন প্রশ্ন করলো।

‘প্রেম কথাটাও মিলন ঘটায়। কিন্তু যে ধরনের প্রেম পেতে এখন তুমি ব্যগ্র সে ধরনের প্রেম নয় — উপভোগের প্রেম নয়, আত্মত্যাগের প্রেম।’

শুবিন ভুরু কোঁচকালো।

‘জার্মানদের পক্ষে ও-কথাটা ঠিক। আমি প্রেম চাই আমার নিজের জন্যে। আমি হতে চাই “পয়লা নম্বর”।’

‘“পয়লা নম্বর”?’ বেরসেনেভ কথাটা আবার বললো। ‘কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য নিজেদের দ্বিতীয় নম্বরে রাখা।’

‘তোমার কথামতো প্রত্যেকেই যদি তাই করতো,’ করুণ মুখভঙ্গীর সঙ্গে বললো শুবিন, ‘তাহলে পৃথিবীতে কেউ কখনো আনারস খেতো না, কারণ সবাই আনারস অন্যকে দিয়ে দিতো।’

‘এর মানে আনারসের দরকার নেই। কিন্তু তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো এমন লোক সর্বদাই থাকবে যে অন্যের রুটিটাও ছিনিয়ে নেবে।’

খানিকক্ষণ দুই বন্ধু কোনো কথা বললো না।

‘সেদিন আবার ইন্‌সারভের সঙ্গে আমার দেখা,’ বেরসেনেভ বলতে শুরু করলো। ‘তাকে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছি। বাস্তবিকই চাই তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে ... আর স্তাখভদের সঙ্গে।’

‘কে সে ? ও হ্যাঁ, সেই সের্ব না বুলগেরিয়ান, যার কথা আমায় তুমি

বলেছিলে, তাই না? সেই স্বদেশপ্রেমিক? সেই কি তোমাকে এই সব দার্শনিক ধারণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে?'

'সম্ভবত সে-ই।'

'লোকটা অসাধারণ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'বুদ্ধিমান? প্রতিভাবান?'

'বুদ্ধিমান নিশ্চয়। কিন্তু প্রতিভাবান? জানি না। মনে হয় না।

'মনে হয় না? তাহলে তার বৈশিষ্ট্য কী?'

'দেখলেই বুঝবে। এবার বোধহয় যাবার সময় হয়েছে। আন্না ভাসিলিয়েভনা নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। কটা বাজে কে জানে।'

'দুটো বেজে গেছে। চলো, যাওয়া যাক। কী গরম! এই কথাবার্তায় আমার রক্তে আগুন ধরে গেছে। এক সময়ে মনে হয়েছিলো তুমিও — মিথ্যেই আমি শিল্পী নই। সবই বুঝি, খোলাখুলি বলো, কোনো বিশেষ মেয়ের ওপর কি তোমার টান আছে?..'

শুবিন বেরসেনেভের মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো। বেরসেনেভ কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে ছায়া থেকে বেরিয়ে গেলো। উদাস সুন্দর ভঙ্গীতে শুবিন চললো তার পিছন-পিছন। কাঁধ দুটো উঁচু করে গলাটা বাড়িয়ে বেরসেনেভ নড়বড় করে হাঁটতে লাগলো। অথচ শুবিনের চেয়ে তাকে দেখাচ্ছিল বেশী সম্ভ্রান্ত, বলতে পারতাম বেশী ভদ্রলোকের মতো যদি না কথাটা এদেশে অতটা বস্তাপচা হতো।

২

যুবক দুজন নদী পর্যন্ত গিয়ে তীর ধরে হাঁটতে লাগলো। জল থেকে একটা তাজা ভাব উঠছে; জলের মৃদু ছলাৎ-ছলাৎ শব্দে কান জুড়িয়ে যায়।

শুবিন বললো, 'আর একবার সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু মনে হচ্ছে দেরী হয়ে যাবে। তাকিয়ে দ্যাখো, নদী যেন আমাদের ডাকছে।

প্রাচীন গ্রীকরা একে দেখতো অপ্সরী রূপে। কিন্তু হে অপ্সরী, আমরা গ্রীক নই! আমরা স্থূল-রুচি শক।'

'আমাদের কিন্তু জলপরী আছে,' বেরসেনেভ বললো।

'তুমি আর তোমার ঐ জলপরীরা চুলোয় যাক! আমি ভাস্কর। সংকুচিত, নিরুত্তাপ কল্পনা থেকে, শীতের রাতের অন্ধকারে গেঁয়ো কুঁড়েঘরের গুমটে যে রূপকল্পের জন্ম তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি চাই আলো, চাই বিস্তৃতি ... হা ভগবান, কবে আমি ইতালি যাবার সুযোগ পাবো? কবে...'

'মানে, কবে তুমি উক্রেনে যাবে?'

'আন্দ্রেই পেত্রভিচ, সে হঠকারিতার জন্যে আমি নিজেই দারুণ অনুতপ্ত। তাই নিয়ে আমাকে খোঁচা দেবার জন্যে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। হ্যাঁ, সত্যিই বোকামি করেছিলাম। দয়ালু আন্না ভাসিলিয়েভনা ইতালি যাবার জন্যে আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে না গিয়ে গিয়েছিলাম খোখোলদের* দেশে গালুশকি** খেতে আর ...'

'থাক, আর বলতে হবে না,' বেরসেনেভ বাধা দিয়ে উঠলো।

'তবু বলছি শোনো, টাকাটা জলে যায়নি। কত ধরনের লোক যে সেখানে দেখেছিলাম, বিশেষ করে মেয়েদের! অবশ্য জানি ইতালি না গেলে মোক্ষ নেই।'

'তুমি ইতালিতে যাবে,' তার দিকে না ফিরে বেরসেনেভ বললো, 'আর সেখানে কিছুই করবে না। তুমি শুধু ডানা নাড়বে, উড়বে না... তোমার মতো লোকদের চিনি।'

'স্তাভাসোর তো উড়েছিলো, তাই না? আর সে-ই একমাত্র লোক নয়। যদি না উড়ি তাহলে বোঝা যাবে আমি পেঙ্গুইন, ডানাহীন পাখী। এখানে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে, আমি ইতালি যেতে চাই,' শুবিন বলে চললো। 'সেখানে আছে রোদ, আছে রূপ ...'

---

* উক্রেনিয়ানদের সম্পর্কে রুশী ঠাটার নাম।

** উক্রেনীয় খাবার বিশেষ।

ঠিক সেই মুহূর্তে যে-পথ ধরে দুই বন্ধু চলেছিলো সে-পথে দেখা গেলো একটি তরুণীকে। তার মাথায় চওড়া কিনারওলা স্ট্র হ্যাট, কাঁধে গোলাপী প্যারাসোল।

'কিন্তু এ কী দেখছি?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো শুবিন। 'এখানেও রূপের সাক্ষাৎ! সুন্দরী জোয়া, বিনীত শিল্পীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন!' থিয়েটারি ঢঙে সে টুপিটা নাড়লো।

যাকে উদ্দেশ্য করে শুবিনের উচ্ছ্বাস সে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ে তার দিকে একটা আঙুল নাড়লো। অপেক্ষা করে রইলো যতক্ষণ না দুই বন্ধু এলো তার কাছে। তারপর রিনরিনে মৃদু গলায় আনাড়ি উচ্চারণে বললো, 'দুপুরের খাবার খেতে আসছেন না কেন? খাবার তৈরী।'

'ঠিক শুনছি তো?' কপট বিস্ময় প্রকাশ করে শুবিন বললো। 'একি সত্যি যে আপনি, শ্রদ্ধেয়া জোয়া, আমাদের ডাকতে এসেছেন এই গরমে? আপনার কথা থেকে কি তাই বুঝবো? বলুন, সত্যিই তাই? বলবেন না বরং, বললে মর্মবেদনায় মরে যাবো।'

'তামাসা বন্ধ করুন, পাভেল য়াকভলেভিচ,' বিরক্ত হয়ে মেয়েটি বললো। 'আমার সঙ্গে কখনো কেন চাপল্য না করে কথা বলতে পারেন না? আমাকে কি রাগাতে চান?' ঠোঁট ফুলিয়ে আদুরে মুখভঙ্গী করে সে বললো।

'আদর্শ মেয়ে জোয়া নিকিতিচনা, আমার ওপর আপনি রাগ করতে পারেন না। চরম হতাশার অন্ধকার গুহায় আপনি আমায় ছুঁড়ে ফেলবেন না। আর চাপল্য না করে কথা বলার কথা যা বললেন তা আমার অসাধ্য, কারণ আমি সিরিয়স লোক নই।'

মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরসেনেভের দিকে ফিরলো।

'সব সময়ে উনি আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করেন, যেন আমি কচি খুকি। আমার বয়েস কিন্তু আঠার'র বেশী। আমি বড় হয়ে গেছি।'

'কী আশ্চর্য!' চোখ দুটো আকাশের দিকে তুলে কাতরে উঠলো শুবিন। বেরসেনেভ মৃদু হাসলো।

মেয়েটি মাটিতে পা ঠুকলো।

'পাভেল য়াকভলেভিচ! আপনার ওপর রাগ করবো কিন্তু ... সত্যি বলছি! Hélène আমার সঙ্গে আসছিলো,' জোয়া বলে চললো, 'কিন্তু তারপর ঠিক করলো বাগানে থাকবে। গরম দেখে সে ভয় পেয়ে গেছে, কিন্তু গরমকে আমি ভয় করি না। চলে আসুন।'

পথ ধরে সে আগে-আগে চললো। প্রতি পদক্ষেপে তার ছিপছিপে শরীর ধীরে ধীরে দুলতে লাগলো। কালো দস্তানা-আঁটা সুন্দর হাত দিয়ে সে মুখ থেকে সরিয়ে দিতে লাগলো দীর্ঘ, নরম সিল্কের মতো চুলের গোছা।

দুই বন্ধু চললো তার পিছন-পিছন। শুবিন কথা না বলে এক একবার নিজের হাত দুটো বুকের উপর চেপে ধরে এক একবার মাথার উপর তোলে। কয়েক মিনিট পরে কুনৎসভোর চারিপাশের নানা গ্রীষ্মাবাসের একটির সামনে তারা পেঁছিলো। ছোট্ট কাঠের বাড়িটি এক বাগানের মধ্যে। তার উপরে এক চিলেকোঠা, রঙ গোলাপী। বাড়িটা যেন সবুজ গাছগুলোর ভিতর থেকে সরলভাবে উঁকি মারছে। ছোটো ফটকটা জোয়াই প্রথম খুললো। বাগানের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো, "ভবঘুরেদের নিয়ে এসেছি!" পথের পাশের এক বেঞ্চি থেকে একটি তরুণী উঠে দাঁড়ালো। তার মুখ ফ্যাকাসে, অভিব্যক্তিময়। বাড়ির দোরগোড়ায় ল্যাভেণ্ডার রঙের সিল্কের পোশাক-পরা এক মহিলা বেরিয়ে এলেন, তারপর রোদ আড়াল করার জন্যে তাঁর ক্যামব্রিকের এম্ব্রয়ডারি-করা রুমালটা মাথার উপর তুলে ক্লান্তিতে হাসলেন আলস্যভরে।

৩

সাত বছর বয়সে আন্না ভাসিলিয়েভনা স্তাখভা (বিয়ের আগের নাম শুবিনা) বাবা মা'কে হারিয়ে বেশ বড় গোছের জমিদারির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ যেমন ধনী, কেউ কেউ তেমনি গরিব। গরিবরা পিতৃকুলের: ধনীরা -- সেনেটার ভলগিন আর চিকুরাসভ প্রিন্সরা -- মাতৃকুলের। তাঁর অভিভাবক প্রিন্স আরদালিওন চিকুরাসভ তাঁকে মস্কোর সবচেয়ে ভালো বোর্ডিং ইস্কুলে ভর্তি করে

দেন। ইস্কুলের পড়া শেষ হলে তাঁকে তিনি নিয়ে আসেন নিজের সংসারে। তাঁর বাড়ির দ্বার ছিল অবারিত। শীতকালে তিনি নাচের আয়োজন করতেন। ঐ ধরনের এক নাচের আসরে আন্না ভাসিলিয়েভনার ভবিষ্যৎ স্বামী, নিকলাই আরতেমিয়েভিচ স্তাখভ, তাঁর চিত্ত জয় করেন। আন্না ভাসিলিয়েভনা পরেছিলেন "চমৎকার এক গোলাপী পোশাক আর তাঁর মাথায় ছিলো ছোটো-ছোটো গোলাপ-গোঁজা এক কয়ফুর"। সেই "কয়ফুরটা" এখনো তাঁর আছে।

স্তাখভের বাবা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপটেন। ১৮১২তে তিনি আহত হন। ফলে পুরস্কার হিসেবে পিটার্সবুর্গে এক মোটা মাইনের চাকরি পান। ষোল বছর বয়সে স্তাখভ এক সামরিক ইস্কুলে ভর্তি হন। সেখানকার পাঠ শেষ হবার পর তিনি বহাল হন "জারের রক্ষী সৈন্যদলে"। তাঁর চেহারাটা ছিলো ভালো, শরীরটা মজবুত। উচ্চ সমাজে তাঁর প্রবেশপথ বন্ধ ছিলো। যে-সব দ্বিতীয় শ্রেণীর পার্টিতে প্রধানত তিনি যোগ দিতেন সেখানে তাঁকে মনে করা হোতো প্রায় সবচেয়ে সেরা নৃত্য-সঙ্গী। প্রথম যৌবন থেকে তাঁর ছিলো দুটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সম্রাটের এ্যাড্জুটাণ্ট হওয়া আর কোনো সম্পত্তিশালী মেয়েকে বিয়ে করা। প্রথম উচ্চাকাঙ্ক্ষাটি তাঁকে অল্প দিনের মধ্যেই ত্যাগ করতে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন আরও প্রাণপণে। সে-কারণেই প্রতি শীতকালে তিনি মস্কোতে যেতেন। গড়গড় করে ফরাসী বলতেন আর পানোৎসবে যোগ দিতেন না বলে তাঁকে লোকে বলতো দার্শনিক। যখন তিনি ছোট সামরিক অফিসার ছিলেন তখন তুমুল তর্ক করতে ভালোবাসতেন যেমন সারা জীবনের মধ্যে কেউ পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে কিনা, কিংবা সমুদ্রের তলায় কী ঘটছে সেটা কেউ আবিষ্কার করতে পারে কিনা। সব সময়েই বলতেন কেউ তা পারে না।

পঁচিশ বছরে পড়ে স্তাখভ আন্না ভাসিলিয়েভনা'কে "গেঁথেছিলেন"। যৌতুক হিসেবে আন্না ভাসিলিয়েভনা তাঁকে যে জমিদারী দিয়েছিলেন সেটির দেখাশোনা করার জন্যে তিনি সৈন্যদল থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই গ্রাম্য জীবন তাঁর একঘেয়ে লাগে। চাষীরা

তাঁকে খাজনা দিয়ে যেত, সেখানে তাঁর উপস্থিতিব খুব দরকার ছিলো না। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীর মস্কোর বাড়িতে উঠে আসেন। যৌবনে তিনি কোনো জুয়াখেলা খেলেননি। কিন্তু এবার তাঁর লোতো খেলার নেশা ধরলো। লোতো বেআইনি বলে ঘোষিত হলে তিনি "য়েরালাশ"* শুরু করলেন। বাড়িতে জীবন একঘেয়ে ঠেকায় তিনি এক জার্মান বিধবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন আর প্রায় সব সময় কাটান তার বাড়িতে। ১৮৫৩'র গ্রীষ্মে তিনি কুনৎসভোতে না এসে রইলেন মস্কোয়। তার প্রকাশ্য কারণ হিসাবে বলেন, খনিজ জল ব্যবহার করা তাঁর দরকার। আসলে কিন্তু তিনি সেই বিধবাটির কাছছাড়া হতে চাননি। অথচ তার সঙ্গে তিনি বড় একটা কথা কইতেন না। আর যখন কথা কইতেন তখন অধিকাংশ সময়েই তর্ক করার জন্যে—যেমন আবহাওয়া সম্বন্ধে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে কিনা, ইত্যাদি। একবার কে একজন তাঁকে বলেছিলো frondeur**। এই আখ্যায় তিনি খুসি হয়ে ওঠেন। খুসি হয়ে ঠোঁটের কোণ দুটো কুঁকড়ে দুলতে-দুলতে তিনি মনে মনে বলেন, "না, আমাকে সন্তুষ্ট করা সোজা নয়; আমাকে ঠকানো সহজ না।" তাঁর এই frondeuringটা ছিলো এই ধরনের। যেমন ধরা যাক কেউ বললো "নার্ভ" কথাটা। অমনি তিনি প্রশ্ন করতেন, "কিন্তু নার্ভ বলতে কী বোঝো?" কিংবা কেউ হয়তো তাঁর উপস্থিতিতে উল্লেখ করলো জ্যোতিঃশাস্ত্রের অগ্রগতির কথা। তিনি প্রশ্ন করতেন, "জ্যোতিঃশাস্ত্রে আপনি বিশ্বাস করেন?" কিন্তু প্রতিপক্ষকে চরমভাবে পরাস্ত করতে চাইলে তিনি বলতেন, "ও সব শুধু কথা'র কথা।" স্বীকার করতেই হবে অনেকেই মনে করতো এবং এখনও করে যে এ একেবারে মোক্ষম যুক্তি। স্তাখভ কখনো ভাবেননি যে ঐ বিধবা, অগুস্তিনা খৃস্তিয়ানভনা, তার আত্মীয় থিওদোলিন্দা পিতারসিলিয়াসকে চিঠি লেখার সময় তাঁকে উল্লেখ করতো Mein Pinselchen***।

---

* এক ধরনের তাসের খেলা।

** ছিদ্রান্বেষী।

*** জার্মান ভাষায়—আমার বোকা মণি।

স্তাখভের স্ত্রী আন্না ভাসিলিয়েভনা ছিলেন ছিপছিপে ছোট্টখাট্ট মহিলা, তাঁর মুখাবয়ব ছিলো সুন্দর। অল্পেই তিনি উত্তেজিত বা বিষণ্ণ হয়ে উঠতেন। বোর্ডিং ইস্কুলে তিনি সঙ্গীত আর উপন্যাস খুব ভালোবাসতেন। তারপর সে-দুটোই ছেড়ে দিয়ে নিজের সাজগোজের দিকে মন দেন। কিন্তু সেটাও তিনি ত্যাগ করেন। তারপর তিনি মনোযোগ দেন নিজের মেয়ের উপর। কিন্তু তাঁর কর্মশক্তি শিথিল হয়ে পড়ায় মেয়ের দেখাশোনার ভার দেন এক গভার্নেসের উপর। শেষটায় শুধুই তিনি বিষণ্ণ আর মনে-মনে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতেন। এলেনা নিকলায়েভনার জন্মের পর তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ে। তাঁর পক্ষে আর সন্তানধারণ সম্ভব হয়নি। এই অবস্থার ইঙ্গিত করে স্তাখভ বিধবাটির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতাকে সমর্থন করতেন। স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় আন্না ভাসিলিয়েভনা অত্যন্ত মর্মবেদনা পেয়েছিলেন। বিশেষ করে তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন এই ব্যাপারে—একবার স্তাখভ তাঁকে ঠকিয়ে বিধবাটিকে আন্না ভাসিলিয়েভনার নিজস্ব অশ্বদল থেকে দুটি ধূসর রঙের ঘোড়া উপহার দেন। মুখোমুখি কখনোই তাঁকে তিনি তিরস্কার করেননি। কিন্তু তাঁর পিছনে পালা করে বাড়ির সবাইকার কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, নিজের মেয়েও বাদ যায়নি। বাইরে যেতে তিনি ভালো না বাসলেও কোনো অতিথি তাঁকে সঙ্গদান ও গল্প করলে তিনি খুসি হতেন। একলা থাকলে তিনি অবসন্ন বোধ করতেন। তাঁর হৃদয়টা ছিলো ভারি কোমল আর স্নেহপ্রবণ। অল্প সময়ের মধ্যেই জীবন তাঁকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিলো।

পাভেল য়াকভলেভিচ শুবিন তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। শুবিনের বাবা মস্কোয় সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। ভাইরা সামরিক ইস্কুলে যোগ দিয়েছে। শুবিনই সবচেয়ে ছোটো, স্বাস্থ্য খারাপ, মায়ের সবচেয়ে প্রিয়। সে বাড়িতে থাকতো। তার বাবা-মা'র ইচ্ছে ছিলো তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবে। সে যখন কলেজে পড়তো তখন কঠিন হলেও তার সব খরচ তাঁরা দিতেন। ছোটো বয়েসে ভাস্কর্যের দিকে তার ঝোঁক দেখা যায়। একদিন সেই প্রকান্ড চেহারার সেনেটর ভলগিন শুবিনের আত্মীয়ার

বাড়িতে তার তৈরী ছোট্ট একটি মূর্তি দেখেন। তখন তার বয়স ষোলো। তাই দেখে তিনি ঘোষণা করেন এই প্রতিভাবান ছেলেটির পৃষ্ঠপোষকতা তিনি করবেন। শুবিনের বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে শুবিনের জীবনের গতি আর একটু হলেই বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। প্রতিভাবানদের পৃষ্ঠপোষক সেনেটর ভদ্রলোক তাকে উপহার দিয়েছিলেন ছাঁচে তৈরি হোমারের এক প্লাস্টার মূর্তি, আর কিছু না। কিন্তু আন্না ভাসিলিয়েভনা তাকে অর্থ সাহায্য করেন। উনিশ বছর বয়সে কোনো রকমে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগে ঢোকে। ডাক্তারি'তে তার বিন্দুমাত্রও ঝোঁক ছিলো না। কিন্তু তখন যা অবস্থা তাতে অন্য কোনো বিভাগে প্রবেশ করার তার উপায় ছিলো না। তা ছাড়া তার আশা ছিলো, এ্যানাটমি শিখবে। কিন্তু এ্যানাটমি সে শেখেনি। প্রথম বছর শেষ হবার আগেই সে স্বেচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ে কায়মনোবাক্যে শুধুই নিজের পেশায় আত্মনিয়োগ করার জন্যে। অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে কাজ করতো, কিন্তু কাজ করতো অনিয়মিতভাবে। মস্কোর আশেপাশে সে ঘুরে বেড়াতো, গ্রামের মেয়েদের মডেল কিংবা স্কেচ করতো, নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করতো — অল্পবয়সী আর বয়স্ক, সম্ভ্রান্ত অথবা নীচু স্তরের, ইতালীয় ঢালাইকর আর রুশী শিল্পীর সঙ্গে। আকাদেমিতে প্রবেশ করার কথা সে কানেই তুলতো না, কোনো অধ্যাপককেই সে মানতো না। বাস্তবিকই তার প্রতিভা ছিলো। তার নাম মস্কোতে পরিচিত হয়ে ওঠে। তার মা তাকে ফরাসী শিখিয়েছিলেন। সৎ বংশে প্যারিসে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন দয়ালু আর বুদ্ধিমতী। দিবারাত্র তার সব রকম দেখাশোনা তিনি করতেন। তার জন্যে তিনি গর্ববোধ করতেন। অল্প বয়সে যক্ষ্মায় মৃত্যুর সময় আন্না ভাসিলিয়েভনাকে তিনি মত করান তার ভার নেবার জন্যে। শুবিনের তখন একুশ বছর বয়স। আন্না ভাসিলিয়েভনা তাঁর আত্মীয়ার শেষ ইচ্ছে রেখেছিলেন। সেই গ্রীষ্মাবাসের একাংশের ছোটো একটি ঘর পাভেল দখল করে বসে।

৪

'এসো, খেতে বসা যাক,' বাড়ির কর্ত্রী করুণ সুরে বললেন। সবাই তারা খাবার ঘরে গেলো। 'Zoé আমার পাশে বোসো,' তিনি আবার বললেন, 'আর Hélène আমাদের অতিথির দেখাশোনা করো, আর Paul, তুমি বাপু Zoéর পেছনে আর লেগো না। আজ আমার মাথা ধরেছে।'

শুবিন আবার উপর দিকে চোখ তুললো; Zoé মৃদু হাসলো। এই Zoé অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে জোয়া নিকিতিচনা মুলার সুন্দরী, সামান্য টেরা জার্মান-রাশিয়ান। তার চুল সোনালী, মোটাসোটা, ছোট্ট নাকের ডগাটা খাঁজকাটা, ঠোঁট দুটো ছোটো-ছোটো আর লাল। রুশী গান সে বেশ ভালোই গাইতে পারে আর পিয়ানোয় চমৎকার বাজায় নানা ধরনের টুকরো সুর — কোনোটা ফুর্তির সুর, কোনোটা ভাবপ্রবণ। পোশাক পরে বেশ পছন্দসই কিন্তু খানিকটা ছেলেমানুষের মতো আর খুব পরিপাটি করে। আন্না ভাসিলিয়েভনা তাকে নিযুক্ত করেছিলেন নিজের মেয়ের সঙ্গী হিসেবে। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় তাকে রাখতেন নিজের কাছে। তাতে এলেনা অভিযোগ করতো না, কারণ জোয়ার সঙ্গে সে যখন একলা থাকতো তখন ভেবেই পেতো না কী নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইবে।

অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া চললো। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন, তার পরিকল্পনা আর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা নিয়ে বেরসেনেভ আলাপ করতে লাগলো এলেনার সঙ্গে। বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছিল শুবিন, খেতে খেতে শুনছিল নিঃশব্দে। মাঝেমাঝে হাস্যকর ব্যথিত মুখভঙ্গী করে তাকাচ্ছিল জোয়ার দিকে। জোয়াও প্রতিবারই তার উত্তর দিলো একই ধরনের ক্লান্ত মৃদু হেসে। খাবার পর বেরসেনেভ আর শুবিনের সঙ্গে এলেনা বাগানে গেলো। জোয়া তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিয়ানোর সামনে বসলো।

'তুমিও বেড়াতে গেলে না কেন?' আন্না ভাসিলিয়েভনা প্রশ্ন করলেন। কিন্তু উত্তর না পেয়ে বললেন, 'করুণ ধরনের কিছু একটা বাজাও ...'

' "La dernière pensée" de Weber?'* জোয়া প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, ভেবেরই ভালো,' আন্না ভাসিলিয়েভনা উত্তর দিলেন। আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিলেন তিনি। চোখের পাতায় এক ফোঁটা জল চকচক করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে এলেনা দুই বন্ধুকে নিয়ে গেলো এক একেশিয়া কুঞ্জে। তার মাঝখানে একটা কাঠের টেবিল, সেটার চারিদিকে বেঞ্চি। শুবিন চারিদিকে তাকিয়ে কয়েকবার লাফালাফি করে ফিসফিসিয়ে বললো, "দাঁড়াও!" তারপর নিজের ঘরে দৌড়ে গিয়ে একতাল মাটি এনে জোয়ার মূর্তি গড়তে শুরু করলো। আর মাথা নেড়ে নেড়ে, নিজের মনে কী বিড়বিড় করতে করতে মৃদু চাপা হাসি হাসতে লাগলো সে।

'আবার ও পুরনো তামাসা শুরু করেছে,' তার কাজের দিকে তাকিয়ে এলেনা বললো, তারপর খাবার সময় যে আলাপটা শুরু হয়েছিলো সেটার জের টানতে মুখ ফেরালো বেরসেনেভের দিকে।

' "পুরনো তামাসা"!' কথাগুলো আওড়ালো শুবিন। 'কিন্তু এ-বিষয়টার শেষ নেই! তা ছাড়া আজ ও বিশেষ করে বিরক্তি ধরিয়ে দিচ্ছে।'

'ও কথা কেন?' এলেনা প্রশ্ন করলো। 'লোকে ভাববে বুঝি আপনি কোনো সাংঘাতিক বুড়ির কথা বলছেন। ও তো সুন্দরী তরুণী ...'

'তাই তো মনে হয়,' শুবিন তাকে বাধা দিয়ে উঠলো। 'ও সুন্দরী — খুবই সুন্দরী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর দিকে তাকালে যে-কেউ ভাবতে বাধ্য: "ওই দেখো এমন একজন চলেছে যার সঙ্গে.. পোল্কা নাচতে ভালো লাগবে।" এটাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ-কথাটা সে জানে আর

---

* জার্মান ভাষায় - ভেবেরের 'শেষ চিন্তা'।

জেনে খুসি হয়... তাহলে কেন এই সব ভাণ আর মিথ্যে লজ্জা? আমি কী বলতে চাই তা নিশ্চয় বুঝেছেন,' বিড়বিড় করে বললো সে। 'কিন্তু এখন আপনি অন্য আলোচনায় ব্যস্ত।'

জোয়ার ছোট্ট মূর্তিটা সে ভেঙে ফেলে তাড়াতাড়ি মাটিটা মাখতে লাগলো। মনে হোলো সে যেন বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

'আপনি তাহলে অধ্যাপক হতে চান?' বেরসেনেভকে এলেনা প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ,' দুটো হাঁটুর মধ্যে লালচে হাত দুটো গুঁজে সে উত্তর দিলো। 'সেটাই আমার আজীবনের স্বপ্ন। অবশ্যই আমি ভালো করেই জানি আমার জ্ঞানের অভাবের কথা... অমন একটা উঁচু পদের... মানে এখনো আমার জ্ঞান যৎসামান্য। কিন্তু আশা করি বিদেশে যাবার অনুমতি পাবো। দরকার হলে সেখানে তিন-চার বছর থাকবো, আর তারপর ...'

থেমে গিয়ে সে চোখ নামালো। তারপর তাড়াতাড়ি চোখ তুলে তাকিয়ে হাত দিয়ে চুলগুলো মসৃণ করে অপ্রস্তুতভাবে হাসলো। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় তার কথা আরও আটকে-আটকে আসে, জিভের জড়তা আরও বেড়ে যায়।

'আপনি ইতিহাসের অধ্যাপক হতে চান?' এলেনা প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ,' সে উত্তর দিলো। 'কিংবা সম্ভব হলে দর্শনের,' গলা নামিয়ে সে যোগ করে দিলো।

'এমনিতেই দর্শন ও খুব ভালো করেই জানে,' মাটির তালে নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে শুবিন বললো। 'কেন ওকে বিদেশ যেতে হবে?'

'আর ঐ পদ নিয়ে আপনি বেশ খুসি থাকবেন?' কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে এলেনা প্রশ্ন করলো।

'বেশ খুসি থাকবো, এলেনা নিকলায়েভ্না, রীতিমতো খুসি। এর চেয়ে ভালো পেশা আর কিছু হতে পারে নাকি? গ্রানোভস্কি'র পদাঙ্ক অনুসরণ করা! ভাবতেই খুসি লাগে, আর সঙ্কোচ বোধ করি... হ্যাঁ, সঙ্কোচ... কারণ আমার সামান্য ক্ষমতার কথা জানি। আমার পরলোকগত

বাবা আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁর শেষ কথাগুলো কখনো ভুলবো না।'

'গত শীতে আপনার বাবা মারা যান, তাই না?'

'হ্যাঁ, গত ফেব্রুয়ারিতে।'

'শুনেছি,' এলেনা বলে চললো, 'তিনি একটা আশ্চর্য পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন। কথাটা সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। তিনি আশ্চর্য লোক ছিলেন। এলেনা নিকলায়েভনা, তাঁকে আপনার ভালো লাগতো।'

'নিশ্চয়ই ভালো লাগতো। পাণ্ডুলিপিটি কী বিষয়ে?'

'দু'কথায় তা বলা আমার পক্ষে শক্ত। আমার বাবা ছিলেন পণ্ডিত লোক, শেলিঙপন্থী। যে সব কথা তিনি ব্যবহার করেছেন সেগুলো সর্বদা পরিষ্কার নয়...'

'আন্দ্রেই পেত্রভিচ, আমার অজ্ঞতা মাপ করুন,' তাকে বাধা দিয়ে এলেনা বলে উঠলো। 'কিন্তু শেলিঙপন্থী মানে কী?'

বেরসেনেভ মৃদু হাসলো।

'শেলিঙপন্থী মানে জার্মান দার্শনিক শেলিঙের অনুগামী। আর শেলিঙের মতবাদ...'

'দোহাই, আন্দ্রেই পেত্রভিচ!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো শুবিন। 'এলেনা নিকলায়েভনাকে নিশ্চয়ই তুমি এখন শেলিঙ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যাবে না? দোহাই তোমার, ওঁকে রেহাই দাও!'

'না-না,' আরক্ত হয়ে উঠে বিড়বিড় করে বললো বেরসেনেভ। 'আমি শুধু চাইছিলাম...'

'বক্তৃতা দিলে দোষটা কী?' এলেনা বলে উঠলো। 'পাভেল য়াকভলেভিচ, বক্তৃতা শুনলে আপনার আমার উপকার হবে।'

বড়-বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে শুবিন হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লো।

'হাসির কী আছে?' নিরুত্তাপ স্বরে, প্রায় রূঢ়ভাবেই এলেনা প্রশ্ন করলো।

শুবিন হাসি থামালো।

'রাগ করবেন না,' খানিক থেমে সে বললো। 'দুঃখিত। কিন্তু সত্যি বলুন তো এমন গরমে এই সব গাছের তলায় দর্শন নিয়ে আলোচনার মানেটা কী? এর চেয়ে বরং নাইটিঙ্গেল, গোলাপ, তরুণ চোখ আর মৃদু হাসি নিয়ে আলোচনা করলে কি ভালো হয় না?'

'হ্যাঁ, আর ফরাসী উপন্যাস আর মেয়েদের পোশাক নিয়ে,' এলেনা বলে চললো।

'পোশাকই বা নয় কেন, যদি অবশ্য সেগুলো সুন্দর হয়?' শুবিন উত্তর দিলো।

'কেন নয়? ধরুন যদি পোশাক নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের ভালো না লাগে? নিজেকে আপনি বলেন স্বাধীন শিল্পী, তাহলে অন্যদের স্বাধীনতায় আপনি বাধা দেন কেন? আপনাকে জিগ্গেস করি এই যদি আপনার মত তাহলে জোয়ার অমন সমালোচনা আপনি করেন কীসে? পোশাক আর গোলাপ নিয়ে আলোচনার সেই তো উপযুক্ত মেয়ে।'

শুবিন লাল হয়ে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লো।

'তাহলে এই ব্যাপার?' উত্তেজিত হয়ে সে শুরু করলো। 'বুঝতে পারছি কী বলতে চান। এলেনা নিকলায়েভনা, আপনি আমাকে তার কাছে যেতে বলছেন। তার মানে আমি এখানে বাহুল্য।'

'আপনাকে যেতে বলার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'আপনি বলতে চান,' শুবিন উত্তেজিত হয়ে বলে চললো, 'অন্য কারুর সঙ্গের উপযুক্ত আমি নই। আমি শুধু ওরই যোগ্য। ওই তোষামুদে জার্মান মিসের মতোই আমি অন্তঃসারশূন্য, বোকা আর তুচ্ছ। তাই না?'

এলেনা ভুরু কোঁচকালো।

বললো, 'পাভেল য়াকভলেভিচ, ওর সম্বন্ধে আগে আপনার অন্য ধারণা ছিলো।'

'ওঃ! ধমক! এখন আমাকে আপনি ধমকাচ্ছেন।' বলে উঠলো শুবিন। 'বেশ, আমি অস্বীকার করবো না . একবার – শুধুই একবার, যখন

ওর তাজা, মামুলী গাল দুটো ... কিন্তু ধমকের শোধ নিতে আপনাকে যদি মনে করিয়ে দিই ... আচ্ছা, চললাম,' হঠাৎ সে বলে উঠলো, 'আর একটু হলেই মুখ ফস্কে কথাগুলো বেরিয়ে গিয়েছিলো।'

মাটির তালটা দিয়ে সে একটা মাথা গড়েছিলো। সেটা ভেঙে দিয়ে ছুটে চলে গেলো নিজের ঘরে।

'একেবারে বাচ্চা,' তার দিকে তাকিয়ে এলেনা বললো।

'শিল্পী,' নিঃশব্দে মৃদু হেসে বেরসেনেভ বললো। 'সব শিল্পীই ওরকম। ওদের খামখেয়ালীপণা ক্ষমা করতে হয়। সেটা ওদের প্রাপ্য।'

'হ্যাঁ,' এলেনা উত্তর দিলো। 'কিন্তু এ-পর্যন্ত পাভেল কোনোভাবেই প্রমাণ করেনি যে এটা ওর প্রাপ্য। এ-পর্যন্ত সে কী করেছে? আপনার হাতটা দিন, চলুন একটু বেড়াই। আমাদের আলোচনায় ও বাধা দিয়েছে। আপনার বাবার পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম।'

বেরসেনেভ এলেনার হাত ধরলো। বাগানে তারা বেড়াতে শুরু করলো। যে-আলোচনা তাদের থামাতে হয়েছিলো প্রথমেই সেটা কিন্তু তারা শুরু করলো না। তার বদলে বেরসেনেভ আবার বিশদ করে বলতে লাগলো অধ্যাপকের পদ আর তার ভবিষ্যৎ কাজ সম্বন্ধে নিজের ধারণার কথা। এলেনার পাশ দিয়ে সে হাঁটতে লাগলো ধীরে ধীরে, অপ্রস্তুতভাবে। অপ্রস্তুতভাবে ধরে রইলো তার হাত। মাঝেমাঝে এলেনার কাঁধের সঙ্গে তার কাঁধের ধাক্কা লাগছিলো। কিন্তু একবারও এলেনার দিকে সে তাকালো না। খুব গড়গড় করে না হলেও বেশ সহজেই সে কথা বলে চললো। সহজ আর সঠিক শব্দ সে লাগলো ব্যবহার করতে। তার চোখ দুটো ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগলো গাছের গুঁড়ি, পথের বালি আর ঘাসের উপর। সে-চোখের মধ্যে ফুটে উঠলো মহৎ অনুভূতির ধীর আবেগ। এখন তার স্বর শান্ত হয়ে উঠেছে। প্রিয়জনের কাছে মনের কথা বলার সময় যে আনন্দময় সুর ফুটে ওঠে সেই সুর তার স্বরে। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে চললো এলেনা। মুখটা বেরসেনেভের দিকে খানিকটা ফেরানো, দৃষ্টি বেরসেনেভের মুখ আর চোখের উপর নিবদ্ধ। বেরসেনেভের মুখটা সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তার চোখের দৃষ্টি প্রীতিপূর্ণ, শান্ত, তবুও এলেনার দিকে সে

তাকাচ্ছে না। এলেনার হৃদয় যেন উন্মুক্ত হয়ে উঠছে। কোমল, মহৎ আর সৎ কী একটা যেন গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে সেখানে, কিংবা হয়তো সঞ্চিত শুধু নয় উঠছে বিকশিত হয়ে।

৫

বাকি সমস্ত দিনটা শুবিন তার ঘরের মধ্যে রইলো। অন্ধকার হয়ে আধখানা চাঁদ যখন আকাশের অনেকটা উপরে উঠেছে, ছায়াপথটা ঝকঝক করছে, আকাশভরা তারা, তখন আন্না ভাসিলিয়েভনা, এলেনা আর জোয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরসেনেভ তার বন্ধুর ঘরে গেলো। দরজা বন্ধ দেখে সে টোকা দিলো।

'কে?' শুবিনের স্বর শোনা গেলো।

'আমি,' বেরসেনেভ উত্তর দিলো।

'কী চাও?'

'পাভেল, আমাকে ঢুকতে দাও। মন খারাপ করে থেকো না। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।'

'আমি মন খারাপ করে নেই—আমি ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নে জোয়াকে দেখছি।'

'দোহাই, থামো, তুমি আর কচি খোকাটি নও। আমাকে ঢুকতে দাও। তোমার সঙ্গে আমাকে কথা কইতেই হবে।'

'এলেনার সঙ্গে যথেষ্ট কথা তুমি বলোনি কি?'

'চটো না। আমায় ঢুকতে দাও।'

উত্তরে শুবিনের কৃত্রিম নাক-ডাকার শব্দ শোনা গেলো। বেরসেনেভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাড়ির দিকে যেতে শুরু করলো।

রাতটা গরম। অদ্ভুত চুপচাপ। যেন সমস্ত গ্রামাঞ্চল কান পেতে আছে, নজর রেখে চলেছে। বেরসেনেভের চারিদিকে স্তব্ধ অন্ধকার। মাঝেমাঝে আপনা থেকে থেমে সেও কান পাতলো, থেকে থেকে কাছের গাছগুলোর চুড়ো থেকে মেয়েদের পোশাকের মতো মৃদু খসখস শোনা যায়। তাতে তার মধ্যে যেন জেগে উঠছিল এক ভয়ঙ্কর মধুর ভয়-ভয় ভাব। গাল দুটো

তার উঠলো শিরশির করে, চোখ কনকন করে উঠল ক্ষণিক একফোঁটা অশ্রুতে। ইচ্ছে হোলো লুকিয়ে পড়ে, নিঃশব্দ পায়ে চুপিচুপি সরে যায়। এক ঝলক বাতাস তার উপর দিয়ে বয়ে গেলো। চমকে সে থামলো। ঘুমন্ত একটা গুবরেপোকা ডাল থেকে গড়িয়ে ঠক করে পথে পড়লো। অস্ফুটস্বরে বেরসেনেভ বলে উঠলো, 'ওঃ!' আবার থামলো সে। মনে পড়লো এলেনার কথা। সঙ্গে সঙ্গে এই সব ক্ষণস্থায়ী অনুভূতিগুলো গেলো মিলিয়ে। পড়ে রইলো শুধু তাজা রাত্রি ও পদচারণার অনুপ্রাণিত একটা অনুভূতি। তরুণী মেয়েটির কল্পনায় কানায়-কানায় ভরে উঠলো তার হৃদয়। মাথা নীচু করে সে হেঁটে চললো। এলেনা যা যা বলেছিলো সেগুলো সব তার মনে পড়তে লাগলো... তার মনে হোলো পিছনে যেন দ্রুত পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে। কান খাড়া করে রইলো সে... কে যেন তার কাছে আসার জন্যে দৌড়চ্ছে। কানে এলো হাঁপিয়ে নিশ্বাস ফেলার শব্দ। তারপর হঠাৎ বড় একটা গাছ যে গোলাকার ছায়া ফেলেছিলো তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো শুবিন। তার মাথায় টুপি নেই, চুলগুলো এলোমেলো। জ্যোৎস্নায় তাকে ভীষণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'ভাগ্যিস তুমি এই পথ ধরেছিলে,' হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললো। 'তোমাকে ধরতে না পারলে দু' চোখের পাতা এক করতে পারতাম না। তোমার হাতটা দাও। তুমি বাড়ি যাচ্ছো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সঙ্গে আমি যাবো।'

'তোমার টুপি কোথায়?'

'সে যাকগে যাক। টাইও খুলে ফেলেছি। এখন গরম।'

দুই বন্ধু চুপচাপ খানিক হাঁটলো।

'আজ ক্যাবলার মতো কাণ্ড করেছি, তাই না?' অপ্রত্যাশিতভাবে শুবিন প্রশ্ন করলো।

'সত্যি বলতে কি, তাই। তোমায় বোঝা ভার। আগে তোমাকে এরকম কখনো দেখিনি। অত চটেছিলে কেন? ব্যাপারটা তো তুচ্ছ!'

'হুম,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো শুবিন। 'তুমি তা ভাবতে পারো, কিন্তু তুচ্ছ ব্যাপার নয়। জানো তো,' সে যোগ করে দিলো, 'তোমাকে বলতেই হবে যে আমি ... যে ... তোমার যা খুসি তাই ভাবো ... আমি ... হ্যাঁ!... আমি এলেনাকে ভালোবাসি।'

'তুমি এলেনাকে ভালোবাসো!' কথাগুলো বলে বেরসেনেভ থেমে গেলো।

'হ্যাঁ,' জোর করে গলায় একটা মামুলী সুর ফুটিয়ে বলে চললো শুবিন। 'এতে তুমি অবাক হয়ে গেছো নাকি? তোমাকে আরও কিছু বলবো। আজ রাতের আগে পর্যন্ত আমি আশা করতে পারতাম হয়তো কোনো দিন আমাকে সে ভালোবাসবে। আজ রাতে কিন্তু দেখলাম সে আশা নেই। সে আর একজনকে ভালোবাসে।'

'তাই নাকি? কিন্তু কাকে?'

'কাকে? তোমাকে!' চেঁচিয়ে উঠে শুবিন বেরসেনেভের কাঁধে চাপড়ে দিলো।

'আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

বেরসেনেভ পিছু হটে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। শুবিন খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো তার মুখখানা।

'মনে হচ্ছে তুমি আশ্চর্য হয়ে গেছো। তুমি লাজুক। কিন্তু সে তোমায় ভালোবাসে। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'কী সব আজেবাজে বকছো!' বিরক্ত হয়ে অবশেষে বেরসেনেভ বললো।

'না, আজেবাজে বকছি না। কিন্তু থামছি কেন? যাওয়া যাক। হাঁটতে হাঁটতে কথাগুলো বলা সহজ। অনেক দিন ধরে ওকে জানি, ভালো করেই জানি। আমার ভুল হতেই পারে না। তুমি ওর চিত্ত জয় করেছো। এক সময় আমাকেও পছন্দ করতো। কিন্তু প্রথমত আমি ভারি খামখেয়ালী, আর তুমি গম্ভীর ধরনের জীব। নৈতিক আর শারীরিক দিক দিয়ে স্পষ্টই তুমি নিষ্পাপ মানুষ, তুমি ... দাঁড়াও, এখনো শেষ করিনি, তুমি বিবেকবান

সংযত উদ্যোগী, সেই সব জ্ঞান-ঋষিদের আসল প্রতিনিধি যাদের — না, ওটা ঠিক কথা হোলো না—যা নিয়ে রাশিয়ার মাঝারি অভিজাত সম্প্রদায় ন্যায়তই গর্ববোধ করে! দ্বিতীয়ত, সেদিন এলেনা আমাকে দেখেছিলো জোয়ার হাতে চুমু খেতে।'

'জোয়ার?'

'হ্যাঁ, জোয়ার। চুমু না খেয়ে কী করি? ওর কাঁধগুলো যে ভারি সুন্দর।'

'কাঁধগুলো?'

'হ্যাঁ, কাঁধ আর হাতে তফাৎটা কী? দুপুরের খাওয়ার পর আমার ঐ লীলা-খেলা এলেনার চোখে পড়ে। অথচ দুপুরের খাওয়ার আগে তার সামনে জোয়ার বিরুদ্ধে আমি নানা কথা বলেছিলাম... দুঃখের বিষয় এলেনা বোঝে না এ-ধরনের পরস্পরবিরোধী ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক। তারপর তুমি এলে। তুমি বিশ্বাস করো... কিসে বিশ্বাস করো? তুমি লাল হয়ে ওঠো, অপ্রস্তুত হয়ে পড়ো, শিলার আর শেলিঙ নিয়ে বক্তৃতা দাও — আর জানো তো সর্বদাই ও অসাধারণ লোক খোঁজে — তাই তুমি জিতে গেছো, আর আমি হতভাগা ঠাট্টাতামাসা করতে চেষ্টা করি... যদিও...'

শুবিন হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। এক পাশে সরে মাটিতে বসে চুল মুঠো করে ধরলো।

বেরসেনেভ তার কাছে সরে এলো।

'পাভেল, এই সব ছেলেমানুষীর মানে কী?' সে বললো। 'আজ রাতে তোমার কী হয়েছে? ভগবানই জানেন তোমার মাথায় কী সব আজেবাজে ধারণা ঢুকেছে। এখন আবার তুমি কাঁদছো। বাস্তবিকই আমার মনে হচ্ছে তুমি ভাণ করছো।'

শুবিন মুখ তুললো। জ্যোৎস্নায় তার গালে চোখের জল উঠলো চিকচিক করে, কিন্তু সে তখন মৃদু হাসছে।

'আন্দ্রেই পেত্রভিচ, তোমার যা খুসি ভাবতে পারো,' সে বললো। 'এমন কি স্বীকার করতে রাজী যে আমি হিস্টেরিক হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এলেনাকে আমি ভালোবাসি, শপথ করে বলছি তাকে ভালোবাসি।

আর এলেনা তোমাকে ভালোবাসে। যাক গে, আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবো, সে-কথা রাখবো।'

সে উঠে দাঁড়ালো।

'কী সুন্দর রাত! রুপোলী, অন্ধকার, চঞ্চল! যারা ভালোবাসা পেয়েছে এখন তাদের কী আনন্দই না হচ্ছে! তাদের জেগে থাকতে কী ভালোই না লাগবে? আন্দ্রেই পেত্রভিচ, তুমি নিশ্চয়ই ঘুমবে না, তাই না?'

বেরসেনেভ কোনো উত্তর না দিয়ে লম্বা পা ফেলে চলল।

'অত তাড়া কেন?' শুবিন বলে চললো। 'বিশ্বাস করো জীবনে এরকম আর একটা রাত তুমি পাবে না। বাড়িতে তোমার জন্যে তো শুধু অপেক্ষা করছে শেলিঙ। সত্যি বলতে কি, আজ শেলিঙ তোমায় খুব সাহায্য করেছে। তা সত্ত্বেও তোমার কিন্তু তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। পারো তো গান গাও, সবচেয়ে গলা ছেড়ে গাও। আর যদি গাইতে না পারো তাহলে টুপি খুলে মাথা পেছনে হেলিয়ে তারাদের দিকে চেয়ে হাসো। তারারা তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। তোমার দিকে চেয়ে আছে, শুধু তোমার দিকে। যারা প্রেমে পড়েছে তাদের দিকে তাকানো ছাড়া তারাদের আর কোনো কাজ নেই। তাই ওরা অত সুন্দর... আন্দ্রেই পেত্রভিচ, তুমি প্রেমে পড়েছো, তাই না?.. তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না... কেন উত্তর দেবে না? ও হ্যাঁ, যদি আনন্দ হয়ে থাকে তাহলে কথা না বলাই ভালো! আমি বকবক করছি কারণ আমি একটা হতভাগা, কেউ আমাকে ভালোবাসে না, আমি অভিনেতা, ভেল্কিবাজ, প্রতারক। যদি শুধু জানতাম আমাকে কেউ ভালোবাসে তাহলে এই রাতের ফুরফুরে বাতাস, এই তারা, এই হীরেগুলো থেকে মনে-মনে কী গভীর আনন্দই না পেতাম!.. বেরসেনেভ, তুমি আনন্দ পাচ্ছো?'

সমতল পথ ধরে কোনো কথা না বলে বেরসেনেভ দ্রুত হেঁটে চললো। সামনের গাছের ভিতর দিয়ে যে-গ্রামে সে থাকে তার আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে। সে গ্রামে মাত্র গোটা বার ছোটো-ছোটো বাড়ি। তার কিনারে, রাস্তার ডান দিকের বড় বড় ডালপালাওলা দুটো বার্চ গাছের তলায় একটা মুদির দোকান। তার জানালাগুলো ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু

খোলা দরজা দিয়ে একটা চওড়া আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে পায়ে-মাড়ানো ঘাস আর গাছ দুটোর উপর। গাঢ় রঙের পাতাগুলোর তলাকার শাদা অংশটাকে তা করে তুলেছে স্পষ্ট। দরজার দিকে পিছন করে দোকানে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, স্পষ্টই বোঝা যায় সে পরিচারিকা। দোকানদারের সঙ্গে সে দরদস্তুর করছে। লাল রুমালটা মাথায় জড়িয়ে চিবুকের কাছে হাত দিয়ে চেপে ধরে থাকায় তার ফোলা-ফোলা গাল আর সুন্দর ঘাড়টা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। আলোর ফালিটার মধ্যে এসে পৌঁছল ওরা দুজন... শুবিন ভিতরে তাকিয়ে থেমে গিয়ে ডাকলো, "আন্নুশকা!" মেয়েটি চটপট ঘুরে দাঁড়ালো। প্রশস্ত হলেও তার তাজা সুন্দর মুখ, চঞ্চল বাদামী চোখ আর কালো ভুরু দেখা গেলো। "আন্নুশকা!" শুবিন আবার ডাকলো। মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে তার দিকে তাকালো। তারপর জিনিস না কিনেই ভীরু সলজ্জভাবে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে এল। তাদের পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে বাঁ দিকের পথ দিয়ে দ্রুত চলে গেলো। দোকানদার মোটাসোটা লোক। গ্রাম্য সব মুদির মতোই পৃথিবীর কোনো কিছুতে তার উৎসাহ নেই। মেয়েটির দিকে তাকাতে তাকাতে গলা খাঁকারি দিয়ে সে হাই তুললো। শুবিন বেরসেনেভের দিকে ফিরে বললো, "ওই মেয়েটি... জানো তো ও... এখানে আমার পরিচিত এক পরিবার আছে... মানে, তাই ও... আজেবাজে কিছু ভেবো না..." কথাটা শেষ না করেই মেয়েটির পিছন পিছন সে দৌড়লো।

'অন্তত চোখ দুটো মুছে নাও!' হাসি চাপার চেষ্টা করে বেরসেনেভ চেঁচিয়ে তাকে বললো। কিন্তু যখন সে বাড়ি ফিরলো তার মুখের হাসিটা তখন মিলিয়ে গেছে। হাসবার আর তার ইচ্ছে নেই। শুবিন তাকে যা বলেছে মুহূর্তের জন্যেও সে-কথা সে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু কথাগুলো তার অন্তরে গেঁথে গেছে। "পাভেল আমাকে নিয়ে শুধু মজা করছিলো," সে ভাবলো। "কিন্তু কোনো-না-কোনো দিন এলেনা নিশ্চয়ই প্রেমে পড়বে... কার প্রেমে পড়বে কে জানে।"

বেরসেনেভের ঘরে একটা পিয়ানো ছিলো। পিয়ানোটা ছোটো আর

পুরনো, খানিকটা বেসুরো হওয়া সত্ত্বেও শব্দটা কোমল আর মিষ্টি। বসে পড়ে সে চাবিগুলো টিপতে লাগলো। সব রুশী সম্ভ্রান্ত লোকদের মতোই ছেলেবয়সে সে বাজাতে শিখেছিলো, আর প্রায় সব রুশী সম্ভ্রান্ত লোকদের মতোই সে ছিলো বাজে বাজিয়ে। কিন্তু সঙ্গীত খুব ভালোবাসতো। সত্যি বলতে গেলে সঙ্গীতের আর্টটাকে সে ভালোবাসতো না, সাঙ্গীতিক রূপকেও নয় — সিম্ফনি, সোনাটা এমন কি অপেরাও তার দারুণ একঘেয়ে লাগতো। ধ্বনির সংশ্লেষ আর তরঙ্গভঙ্গ মানুষের মনের মধ্যে যে আদিম, মধুর ও অস্পষ্ট, অর্থহীন অথচ সর্বব্যাপী অনুভূতি জাগায় সে ভালোবাসতো সেই অনুভূতিকে। বারবার একই গৎ নিয়ে এক ঘণ্টারও বেশীক্ষণ সে বাজালো, হাতড়ে বেড়ালো নতুন সুর, মাঝেমাঝে থেমে ধরে রইলো মৃদু septime। তার বুকটা উঠলো টনটন করে, একাধিক বার চোখ দুটো ভরে উঠলো জলে। সে জন্যে তার লজ্জা হোলো না, কারণ এ চোখের জল পড়ছে অন্ধকারে। নিজেকে সে বললো, "পাভেলের কথাই ঠিক। মনে হচ্ছে এরকম রাতের দেখা আর কখনো পাবো না।" অবশেষে সে উঠে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ড্রেসিং-গাউনটা পরলো। তারপর রাউমরের লেখা "হয়েনষ্টাউফেনদের ইতিহাসের" দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে বার দুই দীর্ঘশ্বাস ফেলে অধ্যবসায় সহকারে পড়তে বসলো।

৬

এদিকে এলেনা তার ঘরে গিয়ে দুই হাতের ওপর মুখ নাবিয়ে খোলা জানালার ধারে গিয়ে বসলো। প্রতি সন্ধেয় জানালার পাশে মিনিট পনেরো কাটিয়ে গত দিনের ঘটনার কথা ভাবা তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। সবে সে কুড়িতে পড়েছে। দেখতে সে লম্বা, রঙটা জলপাইয়ের মতো, চোখ দুটো বড় বড় আর ধূসর, ভুরু জোড়া বাঁকা — তার আশেপাশে ছোটো ছোটো মেছেতা। কপালটা প্রশস্ত, নাকটা খাড়া, ঠোঁট দুটো চাপা, চিবুকটা তীক্ষ্ন ধরনের। সরু ঘাড়ের উপর হালকা বাদামী রঙের একটা বিনুনি। মুখের ভাবটা মনোযোগে কঠিন আর সামান্য ভীরু-ভীরু। চাউনিটা পরিষ্কার

অথচ চঞ্চল। হাসিটা যেন চেষ্টাকৃত। গলার স্বর কোমল আর অসম। তার এই সমস্ত সত্তার মধ্যে রয়েছে কেমন যেন একটা স্নায়বিক বিদ্যুত, একটা উত্তেজিত অধীরতা—সংক্ষেপে এমন একটা কিছু সবাইকার যা ভালো লাগে না, কয়েকজনকে যা আসলে দূরেই সরিয়ে রাখে। তার হাত দুটো সরু আর গোলাপী, আঙুলগুলো দীর্ঘ। পা দুটোও সরু। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে তাড়াতাড়ি, প্রায় দৌড়বার ভঙ্গীতে সে হাঁটে। ছেলেবেলায় সে ছিলো অদ্ভুত। প্রথমে সে তার বাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো, তারপর মা'র প্রতি একটা তীব্র আবেগময় আকর্ষণ তার মধ্যে জন্মায়। হালে দুজনের প্রতি তার মনোভাব নিরুত্তাপ হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে তার বাবার প্রতি। মা'র প্রতি তার আচরণটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক অসুস্থা বুড়ির প্রতি আচরণের মতো। যতদিন লোকে তাকে অদ্ভুত ধরনের শিশু বলে মনে করতো ততদিন তার বাবা তার জন্যে গর্ববোধ করতেন। কিন্তু এখন সে বড় হয়ে ওঠায় তার বাবা তাকে ভয় করতে শুরু করেছেন। ঘোষণা করেছেন, মেয়ে তাঁর খানিকটা অতি-উৎসাহী ধরনের এক রিপাবলিকান, ঈশ্বরই জানেন কার ধারা সে পেয়েছে। দুর্বলতা দেখলে সে বিরক্ত হয়, বোকামি দেখলে চটে ওঠে আর মিথ্যাচারকে "কখনোই"[১] ক্ষমা করতে পারে না। নিজের আদর্শ থেকে কিছুতেই সে ভ্রষ্ট হয় না, এমন কি তাব প্রার্থনার মধ্যেও মিশে থাকে তিরস্কার। তাড়াতাড়ি, বেশী রকম তাড়াতাড়িই লোককে সে বিচার করে বসে। আর একবার কেউ তার শ্রদ্ধা হারালে এলেনার কাছে তার অস্তিত্বই থাকে না। সব অভিজ্ঞতাই তার মনে গভীর রেখাপাত করে: জীবন তার কাছে সহজ হয়ে আসে না।

যে গভার্নেসের উপর আন্না ভাসিলিয়েভনা তাঁর মেয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ভার দিয়েছিলেন—নেপথ্যে বলে রাখা যাক ক্লান্ত মহিলাটি সে শিক্ষা শুরুই করেননি—জাতিতে সে রুশী, এক সর্বস্বান্ত ঘুষখোরের মেয়ে, উচ্চ বংশের মেয়েদের বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, ভারি ভাবালু, দয়ালু আর বাজে ধরনের জীব। সর্বদাই সে প্রেমে পড়ত। শেষ পর্যন্ত ১৮৫০ সালে সে বিয়ে করে এক অফিসারকে। এলেনার বয়স তখন সতেরো। অল্প

দিনের মধ্যেই অফিসারটি তাকে ত্যাগ করে। সাহিত্য সে ভারি ভালোবাসত, এমন কি নিজেও একটু-আধটু কবিতা লিখত। এলেনার মধ্যে সে পড়ার ঝোঁক জাগায়। কিন্তু শুধু পড়েই এলেনা তৃপ্তি পেতো না। ছেলেবেলা থেকেই সে চেয়েছে কাজ করতে, সৎ কাজ করতে। গরিব, অসুস্থ আর ক্ষুধিত লোকদের কথা সর্বদা সে ভেবেছে, তাদের জন্যে দুর্ভাবনা সে করেছে. মন তার উঠেছে পীড়িত হয়ে। স্বপ্নে তাদের সে দেখতো, তাদের নিয়ে পরিচিতদের সে প্রশ্ন করতো। ভিক্ষে দিতো সে সযত্নে, অনভিপ্রেত গাম্ভীর্যের সঙ্গে, প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে। সব ধরনের পীড়িত জীব—অস্থিসার নেড়ীকুকুর, মৃত্যু যার অবধারিত এমন বেড়ালছানা, বাসা থেকে পড়ে-যাওয়া চড়াইয়ের বাচ্চা, এমন কি পোকামাকড় আর সরীসৃপও এলেনার কাছে আশ্রয় আর অবলম্বন পেতো। তাদের নিজের হাতে খাওয়াতে সে দ্বিধা করতো না। এতে তার মা কিছু মনে করতেন না। কিন্তু বাবা উঠতেন দারুণ চটে। বলতেন এটা তাঁর মেয়ের একটা মামুলী ধরনের ভাবালুতা। বলতেন এলেনার কুকুর আর বেড়ালগুলোর জন্যে শীগ্‌গিরই তাঁর আর বাড়িতে জায়গা হবে না। তাকে তিনি ডাকতেন, "লেনা, শীগ্‌গীর এখানে এসো। একটা মাকড়সা একটা মাছিকে গিলছে, বেচারাকে বাঁচাও!" এলেনা অত্যন্ত ভয় পেয়ে ছুটে আসতো মাছিটাকে মুক্ত করতে, তার পাগুলো ছাড়াতে। শ্লেষের সঙ্গে তার বাবা মন্তব্য করতেন, "চমৎকার। তুমি যখন এতোই ভালো, তখন এবার ও তোমাকে খানিক কামড়াক।" কিন্তু কথাটা সে কানে তুলতো না।

ন'বছর বয়সে এলেনা কাতিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। কাতিয়া ভিখিরি মেয়ে। লুকিয়ে বাগানে গিয়ে এলেনা তাকে দিতো মুখরোচক খাদ্য, রুমাল, কিংবা দশ কোপেকের মুদ্রা। কাতিয়া পুতুল নিতে চাইতো না। বাগানের এক বিছুটি ঝোপের পিছনে নির্জন জায়গায় মেয়েটির সঙ্গে বসে তার শুকনো রুটি খেতে খেতে আর গল্প শুনতে শুনতে তার মন খুসি আর নম্রতায় ভরে উঠতো। কাতিয়ার এক খুড়ি ছিলো, ভারি নিষ্ঠুর প্রকৃতির বুড়ি। প্রায়ই সে কাতিয়াকে মারতো। কাতিয়া তাকে ঘৃণা করতো, বারবার বলতো তার কাছ থেকে সে পালিয়ে গিয়ে "ঈশ্বরের স্বাধীন পৃথিবীতে"

থাকবে। এই সব নতুন অপরিচিত কথাগুলো এলেনা শুনতো মনে-মনে শ্রদ্ধা ও ভয় মেশানো ভাব নিয়ে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো সে কাতিয়ার দিকে। মেয়েটির সবকিছুই — তার চঞ্চল কালো চোখ, চোখের প্রায় জান্তব ঔজ্জ্বল্য, তার রোদ-পোড়া হাত, একঘেয়ে স্বর, এমন কি তার ছেঁড়া ফ্রকটাও এলেনার মনে হোতো অসাধারণ বলে, প্রায় যেন পবিত্র। এলেনা বাড়ি ফিরে বহুক্ষণ ধরে ভাবতো ভিখিরি আর "ঈশ্বরের স্বাধীন পৃথিবীর" কথা; ভাবতো কী ভাবে সে একটা বাদাম গাছের ডাল কেটে লাঠি বানিয়ে, কাঁধে একটা বোঁচকা ঝুলিয়ে কাতিয়ার সঙ্গে পালাবে; কী ভাবে সে কর্ণফুলের মালা পরে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। কাতিয়াকে একবার ও-ধরনের মালা পরতে সে দেখেছিলো। সে-সময় পরিবারের কেউ তার ঘরে এসে পড়লে সে লাজুকভাবে তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাতো। একদিন বর্ষায় কাতিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে তার ফ্রকটাকে ময়লা করে ফেলে। তার বাবা সেটা দেখে তাকে বলেন নোংরা চাষী মেয়ে। তাতে সে ভয়ানক আরক্ত হয়ে ওঠে—তার মনে আসে একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ধরনের অনুভূতি। সৈন্যরা যে-ধরনের অশ্লীল গান গায় কাতিয়া প্রায়ই সেরকম একটা গান গুনগুন করে গাইতো। এলেনা সেটা শিখেছিলো। সেটা তাকে গাইতে শুনে আন্না ভাসিলিয়েভনা দারুণ চটে ওঠেন।

'এই কুৎসিত গানটা কোথা থেকে শিখেছো?' মেয়েকে প্রশ্ন করেন তিনি।

কোনো কথা না বলে এলেনা তাকিয়ে ছিলো মা'র দিকে। তার মনে হয়েছিলো, তাকে টুকরো-টুকরো করে ফেললেও সে এই গোপন কথাটা বলবে না। আবার ফিরে আসে সেই ভয়ঙ্কর মধুর অনুভূতিটা। কিন্তু কাতিয়ার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। সে বেচারা জ্বরে পড়ে আর কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়।

কাতিয়ার মৃত্যু-সংবাদ শোনার পর তার জন্যে এলেনার দারুণ মন খারাপ হয়ে যায়। বহু রাত সে ঘুমতে পারেনি। ভিখিরি মেয়েটির শেষ কথাগুলো ক্রমাগত তার কানে বাজতে থাকে। তার মনে হয়, কেউ যেন তাকে সত্যিই ডাকছে ...

এই ভাবে বছরের পর বছর কেটে যায়। গলন্ত তুষারের তলাকার স্রোতের মতো নিঃশব্দ দ্রুত গতিতে এলেনার যৌবনও যেতে লাগলো বয়ে। বাইরেটা স্থির, অন্তরে উৎকণ্ঠা আর সংগ্রাম। তার কোনো বন্ধু ছিলো না। স্তাখভ পরিবারে যে-সব মেয়েরা আসতো তাদের কারুর সঙ্গেই সে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেনি। বাবা-মা'র কড়া শাসন কখনোই তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলেনি। ষোল বছর বয়স থেকেই সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে এসেছে। নিজের খুসিমতোই সে থাকতো, কিন্তু সে-জীবনটা ছিলো নিঃসঙ্গ। মাঝেমাঝে তার অন্তরটা উঠতো জ্বলে, তারপর নির্জনতায় যেতো ডুবে। খাঁচার পাখীর মতো মন তার ডানা ঝাপটাতো, যদিও খাঁচা বলতে কিছু ছিলো না। কেউ তাকে ধরে রাখতো না বা বাধা দিতো না। তা সত্ত্বেও কিন্তু সে বিষণ্ণ বোধ করত, মুক্তির জন্যে উঠতো ব্যাকুল হয়ে। মাঝেমাঝে সে এর কারণ বুঝতে পারতো না, ফলে এমন কি নিজেকেই তার ভয় হোতো। নিজের চারিদিককার জিনিসগুলোকে তার মনে হোতো হাস্যকর অথবা অর্থহীন। "ভালো না বেসে কী করে বাঁচবো? কিন্তু ভালোবাসবার মতো কেউ নেই!" মনে মনে সে বলতো। নিজের চিন্তা আর অনুভূতিতে সে যেতো ভয় পেয়ে। আঠার বছর বয়সে সাংঘাতিক জ্বরে মরতে মরতে সে বেঁচে যায়। তার স্বাভাবিক সুস্থ আর শক্তিশালী স্বাস্থ্যের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নাড়া খেয়েছিলো। সেরে উঠতে লেগেছিলো অনেক দিন। অবশেষে অসুস্থতার কোনো চিহ্নই আর রইলো না। তা সত্ত্বেও কিন্তু বাবা তার নার্ভের কথা বলতেন খানিকটা বিদ্বেষের সুরেই। মাঝেমাঝে তার মনে হোতো এমন কিছু বোধহয় সে চাইছে যা সারা রাশিয়ায় বুঝি কেউ চায়নি কিংবা তার কথা ভাবেনি। এই ভেবে সে শান্ত হয়ে পড়তো, এমন কি নিজেকে নিয়ে হাসতো। নিরুদ্বেগে দিনের পর দিন কাটাতো, তারপর ফের অপ্রত্যাশিতভাবে একটা নামহীন অথচ প্রবল, অপ্রতিরোধ্য কী একটা জিনিস তার মধ্যে উঠতো তোলপাড় করে, চেষ্টা করতো বেরুবার পথ খুঁজতে। তারপর ঝড়টা যেতো কেটে, না ওড়া সত্ত্বেও তার ডানাগুলো পড়তো ক্লান্ত হয়ে ঝুলে। কিন্তু এই ধরনের জোরালো আবেগের ছাপ এঁকে যেত তার মনে। তার অন্তরে কী ঘটছে সেটা বাইরে প্রকাশ না করার

প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার উত্তেজিত হৃদয়ের দুঃসহ যন্ত্রণা এমন কি তার বাহ্যিক প্রশান্তির মধ্যেও উঠতো স্পষ্ট হয়ে ফুটে। প্রায়ই তার আত্মীয়স্বজনরা যে অবাক হয়ে ঘাড় ঝাঁকাতেন, তার "পাগলামির" কারণটা বুঝতে চাইতেন না সেটা অন্যায় নয়।

যেদিন এই গল্পটার শুরু সেদিন এলেনা জানালার পাশে বসে রইলো অন্য দিনের চেয়ে বেশীক্ষণ। বেরসেনেভ ও তার সঙ্গে বেরসেনেভের আলাপ-আলোচনার কথা সে অনেক করে ভাবলো। বেরসেনেভকে তার ভালো লেগেছিলো। বেরসেনেভের ভাবপ্রবণতার উষ্ণতা ও তার অভিপ্রায়ের পবিত্রতাকে সে বিশ্বাস করেছিলো। সেই সন্ধেয় বেরসেনেভ তার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছিলো সেভাবে ইতিপূর্বে কখনো সে কথা বলেনি। বেরসেনেভের লাজুক চোখের দৃষ্টি, তার মৃদু হাসির কথা এলেনার মনে পড়লো, মনে পড়ায় নিজেও সে উঠলো মৃদু হেসে। তারপর আবার সে ভাবতে শুরু করলো। কিন্তু তার কথা আর নয়। খোলা জানালা দিয়ে "রাত্রির মধ্যে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে" সে তাকাতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে সে তাকিয়ে রইলো নীচ দিয়ে ভেসে-যাওয়া কালো মেঘগুলোর দিকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, ঝাঁকিয়ে চুলগুলো পিছনে ফেলে তার নগ্ন ঠাণ্ডা হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে ধরলো—কেন জানে না। তারপর হাত দুটো নামিয়ে বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে বালিশের উপর চেপে ধরলো মুখটা। সর্বগ্রাসী আবেগের কাছে হার না মানার প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। সে অশ্রু একটা অদ্ভুত প্রহেলিকা হলেও জ্বালা তার কম নয়।

৭

পরের দিন এগারটার পর বেরসেনেভ একটা দ্রজকি নিয়ে মস্কো ফিরে গেলো। পোস্টাফিসে টাকা পাবার, কিছু বই কেনার আর সেই সুযোগে ইনসারভের সঙ্গে দেখা করার তার ইচ্ছে ছিলো। শুবিনের সঙ্গে শেষ কথাবার্তার পর তার মনে হয়েছিলো, ইনসারভকে তার গ্রীষ্মাবাসে নিমন্ত্রণ করবে। কিন্তু বুলগেরিয়ানটির খোঁজ পেতে তার অনেক সময় লাগলো।

ইনসারভ নতুন একটা ডেরায় উঠে গিয়েছিলো। সেখানে পে'ছিনো সহজ নয়। পিটার্সবুর্গের স্টাইলে তৈরী একটা কুৎসিত পাকা বাড়ির পিছনকার উঠোনে তার বাসা আর্বাত আর পভারস্কায়া স্ট্রীটের মাঝখানে। বৃথাই অপরিষ্কার নানা দেউড়িতে সে ঘুরলো, দরোয়ান কিংবা যে-কেউ কথার জবাব দিতে রাজী তাদের খোঁজ করলো। মস্কোর কথা তো ছেড়েই দেওয়া যাক, এমন কি পিটার্সবুর্গেও দরোয়ানরা সযত্নে আগন্তুকদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। বেরসেনেভের ডাকের উত্তর কেউ দিলো না। শুধু নিঃশব্দে জানালা দিয়ে এক বোকা-বোকা দাড়ি না কামানো মুখ বাড়ালো এক কৌতূহলী দর্জি — গায়ে তার একটা সার্ট, চোখের নীচে আঘাতের চিহ্ন, এক গোছা ধূসর সুতো ঘাড়ের উপর ঝোলানো, আর একটা কালো শিঙবিহীন ছাগলী গোবরগাদায় দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে করুণ সুরে ডেকে উঠে আরও চটপট জাবর কেটে চললো। অবশেষে বেরসেনেভের উপর এক স্ত্রীলোকের করুণা হোলো। তার গায়ে একটা পুরনো কোট, পায়ে জীর্ণ একজোড়া উঁচু বুট। ইনসারভের ফ্ল্যাটটা বেরসেনেভকে সে দেখিয়ে দিলো। তাকে বেরসেনেভ বাড়িতেই পেলো। সেই দর্জিটারই ও ভাড়াটে, আগন্তুকের বিপদে যে এতটুকু গা করেনি। ঘরটা বড়, আসবাবপত্র বলতে প্রায় কিছুই নেই। দেয়ালগুলো গাঢ় সবুজ রঙের, তিনটে চৌকো জানালা, এক কোণে একটা ছোট্ট খাট, আর এক কোণে চামড়ার একটা সোফা, আর ঠিক ছাতের নীচে ঝোলানো একটা বিরাট খাঁচা। এক সময় সেটায় একটা নাইটিঙ্গেল থাকতো। বেরসেনেভ চৌকাঠ পেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ইনসারভ তার কাছে এগিয়ে এলো, কিন্তু "আরে, তুমি!" কিংবা "আরে, কী সৌভাগ্য! হঠাৎ কী মনে করে?" এ-ধরনের কোনো হর্ষোক্তিই সে করলো না। এমন কি "নমস্কার" একথাটাও বললো না। তার হাতে শুধু চাপ দিয়ে ঘরের একমাত্র চেয়ারটার কাছে তাকে নিয়ে গেলো।

বললো, 'বোস।' নিজে বসলো টেবিলের এক ধারে। 'দেখতেই পাচ্ছো ঘরটা ভারি অগোছালো,' মেঝের উপরে স্তূপাকার কাগজপত্র আর বইয়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে যোগ করে দিলো। 'এখনো ভালো করে গুছিয়ে বসতে পারিনি। সময়ই পাইনি।'

ইনসারভ নিখুঁত রুশী বলে, প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করে পরিষ্কার করে আর জোর দিয়ে। কিন্তু তার জলদগম্ভীর গলার স্বরটা শ্রুতিমধুর হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন অরুশী বলে মনে হয়। চেহারার মধ্যে বিদেশী ছাপটা আরও স্পষ্ট। বয়স প্রায় পঁচিশ, গড়নটা গাঁট্টাগোট্টা, বুকটা চাপা, হাতগুলো দড়া-দড়া। মুখাবয়ব চোখা, নাকটা খাড়া আর বাঁকা, চুলগুলো কুচকুচে কালো আর সোজা, কপালটা ছোটো, চোখ দুটো গভীর, ছোটো-ছোটো আর তীক্ষ্ণ, ভুরু জোড়া ঘন। হাসবার সময় তার পাতলা, কঠিন আর অতি তীক্ষ্ণ গঠনের ঠোঁটের ভিতর থেকে ঝলসে ওঠে নিখুঁত শাদা দাঁতগুলো। পরনের কোটটা পুরনো হলেও পরিচ্ছন্ন ধরনের, চিবুক পর্যন্ত বোতাম আঁটা।

'আগেকার বাড়িটা ছাড়লে কেন?' বেরসেনেভ প্রশ্ন করলো।

'এটার ভাড়া শস্তা, বিশ্ববিদ্যালয়েরও কাছে।'

'কিন্তু এখন তো ছুটি। গ্রীষ্মকাল সহরে কাটাবার কী মানে! আগেকার বাড়িটা যখন ছেড়ে যাবে বলে ঠিকই করেছিলে তখন তোমার একটা গ্রীষ্মাবাস ভাড়া করা উচিত ছিলো।'

ইনসারভ উত্তর না দিয়ে বেরসেনেভকে একটা পাইপ খেতে দিলো, বললো, 'দুঃখিত, আমার সিগারেট কিংবা সিগার নেই।'

বেরসেনেভ পাইপটা ধরালো।

'কুন্‌ৎসভোর কাছে আমি একটা বাড়ি ভাড়া করেছি,' সে বলে চললো। 'ভাড়া শস্তা, বাড়িটাও খুব সুন্দর। ওপরতলায় একটা বাড়তি ঘরও আছে।'

ইনসারভ এবারেও উত্তর দিলো না।

বেরসেনেভ পাইপটা জোরে টানলো।

'আমি ভাবছিলাম,' সরু করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার সে বলতে লাগলো, 'কেউ যদি ওখানে থাকে তাহলে কী ভালোই না হয়... মনে-মনে ভাবছিলাম তোমার মতো কেউ... ওপরতলার ঐ ঘরে থাকতে যদি রাজী হয়! এ-বিষয়ে কী বলো দ্‌মিত্রি নিকানরিচ?'

বেরসেনেভের দিকে তাকাবার জন্যে ইনসারভ তার ছোটো-ছোটো চোখ দুটো তুললো।

'তোমার গ্রীষ্মাবাসে আমাকে থাকবার নেমন্তন্ন করছো নাকি?'

'হ্যাঁ, ওপরতলায় আমার একটা বাড়তি ঘর আছে।'

'আন্দ্রেই পেত্রভিচ, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার মনে হয় না অত টাকা খরচ করতে পারবো।'

'তার মানে?'

'সহরের বাইরে থাকার পয়সা আমার নেই। এক সঙ্গে দুটো বাড়ি ভাড়া করার মতো আমার সঙ্গতি নেই।'

'কিন্তু আমি তো...' বলতে শুরু করে বেরসেনেভ হঠাৎ থেমে গেলো। 'এতে তোমার কোনো বাড়তি খরচ হবে না,' সে বলে চললো। 'অবশ্যই এই ঘরটা তুমি রাখবে। আর তা ছাড়া সেখানে সবকিছুই খুব শস্তা। আমরা এমন কি একসঙ্গে খাবার ব্যবস্থাও করতে পারি।'

ইনসারভ চুপ করে রইলো। বেরসেনেভের অস্বস্তি হতে লাগলো।

'অন্তত আমার ওখানে এক দিন এসো,' খানিক পরে সে বললো। 'আমার কাছেই একটি পরিবার থাকে। তাদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে চাই। ইনসারভ, যদি জানতে তাদের মেয়েটি কী আশ্চর্য ধরনের! সেখানে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও আছে, ভারি প্রতিভাশালী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হবে।' (আতিথেয়তা দেখাতে রুশীরা কী ভালোই না বাসে, আর কিছু না হলেও নিজের পরিচিতদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে।) 'সত্যিই তোমাকে আসতে হবে। কিন্তু আরও ভালো হয় যদি আমার বাড়িতে ওঠো। এক সঙ্গে কাজ করা যাবে, পড়াও যাবে। আমি. ইতিহাস আর দর্শন পড়ি। তোমারও তো তাতেই উৎসাহ। অনেক বই আছে আমার।'

ইনসারভ দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলো।

অবশেষে সে প্রশ্ন করলো, 'ঐ গ্রীষ্মাবাসের জন্যে কত ভাড়া দাও?'

'একশ রুপোর রুবল্।'

'কটা ঘর আছে?'

'পাঁচটা।'

'তার মানে প্রতি ঘরের জন্যে লাগে কুড়ি রুবল্।'

'কিন্তু সত্যি বলছি ও ঘরটার আমার দরকার নেই। ওটা খালি পড়ে আছে।'

'হয়তো তাই, কিন্তু আমার কথাটা শোনো,' মাথাটা সোজাসুজি দৃঢ়ভাবে নেড়ে ইনসারভ বলতে লাগলো। 'যদি তুমি আমাকে উপযুক্ত ভাড়া দিতে দাও তাহলেই শুধু তোমার প্রস্তাবে রাজী হতে পারি। আমি কুড়ি রুব্‌ল্‌ দিতে পারবো, বিশেষ করে তুমি যখন বলছো আর সবকিছুতে আমার খরচ বাঁচবে।'

'নিশ্চয়ই বাঁচবে। কিন্তু তুমি ভাড়া দিলে আমার খারাপ লাগবে।'

'আন্দ্রেই পেত্রভিচ, তা ছাড়া হয় না।'

'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে বলতেই হচ্ছে তুমি ভারি একগুঁয়ে!'

ইনসারভ এবারেও কোনো উত্তর দিলো না।

ইনসারভ কবে সেখানে আসবে তা ওরা ঠিক করে ফেললো। বাড়িওলাকে তারা ডাকলো। বাড়িওলা কিন্তু প্রথমে পাঠালো তার মেয়েকে। মেয়েটির বয়েস সাত বছর। মাথায় একটা বিরাট রঙবেরঙের রুমাল। ইনসারভের কথাগুলো প্রায় ভয় পেয়ে মন দিয়ে সে শুনলো তারপর নিঃশব্দে গেলো বেরিয়ে। তারপর এলো তার মা। তার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার শেষ মাস চলেছে। তার মাথাতেও একটা রুমাল, তফাতের মধ্যে সেটা বেজায় ছোটো। ইনসারভ তাকে বললো কুন্‌ৎসভোর কাছে গ্রামাঞ্চলে সে যাবে, কিন্তু এই ঘরটা সে রাখতে চায়। জিনিসপত্রগুলোর যেন সে দেখাশোনা করে। বেরিয়ে যাবার সময় তাকেও আতঙ্কিত দেখালো। অবশেষে স্বয়ং এলো বাড়িওলা। প্রথমে মনে হোলো সবকিছুই সে বুঝেছে। বেরিয়ে যাবার সময় সে শুধু বিষন্ন স্বরে প্রশ্ন করলো, "কুন্‌ৎসভোর কাছে?" তারপর হঠাৎ সে দরজাটা আবার খুলে চেঁচিয়ে উঠলো, "আপনি তাহলে ঘরটা রাখছেন?" ইনসারভ আবার তাকে আশ্বাস দিলো। "জিগগেস করছি, কারণ কথাটা আমার জানা দরকার," কঠিন স্বরে বলে দর্জি চলে গেলো।

বেরসেনেভ বাড়ি ফিরলো। নিজের উদ্দেশ্যের সাফল্যে সে বেজায়

খুসি। ইনসারভ এমন অমায়িক ভদ্রতার সঙ্গে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো রাশিয়াতে যা দুর্লভ। তারপর একলা হয়ে সযত্নে কোটটা খুলে নিজের কাগজপত্রগুলো সে বাছতে লাগলো।

৮

সেদিন সন্ধেয় আন্না ভাসিলিয়েভনা নিজের বসার ঘরে বসে কাঁদবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী আর উভার ইভানভিচ স্তাখভ নামে এক ভদ্রলোক। তিনি নিকলাই আরতেমিয়েভিচের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেট, বয়স প্রায় ষাট, এতো মোটা যে নড়তে চড়তে কষ্ট হয়। তাঁর চোখ দুটো হলদে আর ঘুমে ঢুলঢুলু, ফোলা হলদেটে মুখের মধ্যে ঠোঁট দুটো বিবর্ণ আর মোটা। অবসর গ্রহণের পর থেকে তিনি মস্কোতে থাকেন। তাঁর স্ত্রী যে সামান্য টাকা রেখে গিয়েছিলেন তার সুদেই খরচ চলে। স্ত্রী ছিলেন এক ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে। স্তাখভ কখনোই কোনো কাজকর্ম করেননি, ভাবনা-চিন্তাও হয়তো করতেন না—যদিই বা কখনো ভাবতেন সেটা মনে মনে। জীবনে তিনি মাত্র একবার উত্তেজিত হয়ে খানিকটা সক্রিয় হয়েছিলেন খবরের কাগজে contre-bombardon সম্বন্ধে পড়ার পর। সেটা নতুন একটি যন্ত্র, লন্ডনের আন্তর্জাতিক মেলায় প্রদর্শিত হয়। পড়ার পর সেই যন্ত্রটির ফরমাশ দেবার ইচ্ছে তিনি প্রকাশ করেন এবং এমন কি খোঁজ করেন কোথায় এবং কাদের মাধ্যমে তাঁকে টাকা পাঠাতে হবে।

উভার ইভানভিচ পরতেন তামাক রঙের ঢিলে একটি ফ্রককোট আর গলায় বাঁধতেন শাদা একটি রুমাল, খেতেন প্রায়ই আর প্রচুর পরিমাণে এবং সংকটাবস্থায় পড়লে, অর্থাৎ কোনো মতামত প্রকাশ করতে হলে তিনি তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো শূন্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে থেকে-থেকে নাড়তেন—একবার বুড়ো আঙুল থেকে শুরু করে কড়ে আঙুল পর্যন্ত, তারপর ফের কড়ে আঙুল থেকে বুড়ো আঙুল আর বহু কষ্টে মন্তব্য করতেন, "আমাদের উচিত... মানে... কোনো রকমে..."

জানালার পাশে এক আরাম-কেদারায় বসে তিনি জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলছিলেন। নিকলাই আরতেমিয়েভিচ পকেটে হাত দিয়ে পায়চারি করছিলেন। তাঁর মুখে একটা অসন্তোষের ভাব।

অবশেষে থেমে তিনি মাথা নাড়লেন।

বলতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের সময়ে তরুণদের ব্যবহারটা ছিলো অন্য ধরনের। তরুণরা বড়োদের উপেক্ষা করার ভাব দেখাতো না। কিন্তু আজকাল তাদের ব্যবহারটা দেখলে অবাক হতে হয়। হয়তো আমারই ভুল আর তারাই ঠিক—হয়তো তাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার নিজস্ব একটা মতামত আছে। আমি তো আর বোকা হয়ে জন্মাইনি। উভার ইভানভিচ, আপনি কী বলেন?'

উভার ইভানভিচ তাঁর দিকে তাকিয়ে শুধু আঙুলগুলো নাড়লেন।

স্তাখভ বলে চললেন, 'এলেনা নিকলায়েভনার কথাটাই ধরুন না। এ-কথা অবশ্য সত্যি, তাকে আমি বুঝতে পারি না। আমার বুদ্ধিটা অতটা উন্নত ধরনের নয়। তার অন্তরটা এতোই বিরাট যে সৃষ্টির সবকিছুরই সেখানে স্থান আছে, এমন কি ক্ষুদে আরশোলা কিংবা ব্যাঙাচি পর্যন্ত—সংক্ষেপে নিজের বাবা ছাড়া সবকিছুই, সব প্রাণীই। বেশ কথা, আমি সেটা জানি, নিজের মনেই থাকি। কারণ ওসব হোলো নার্ভের ব্যাপার, লেখাপড়া করে সুদূর আকাশে ওড়ার ব্যাপার—আমার জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে। কিন্তু ধরুন মিঃ শুবিন... স্বীকার করছি তিনি আশ্চর্য, অসাধারণ শিল্পী, সে বিষয়ে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর চেয়ে বয়সে বড় কারুর প্রতি তাঁর অসম্মানজনক ব্যবহার, যার কাছে তিনি অনেক বিষয়েই ঋণী — সোজা বলতে কি সেটাকে আমি dans mon gros bon sens* বরদাস্ত করতে পারি না। অতিরিক্ত দাবী করা আমার স্বভাব নয় — একেবারেই নয়। কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।'

---

* ফরাসী ভাষায় — জ্ঞানবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও।

আন্না ভাসিলিয়েভনা উদ্বিগ্ন হয়ে ঘণ্টাটা বাজালেন। ছোকরা চাকর ঘরে এলো।

'পাভেল য়াকভলেভিচ কোথায়?' তিনি প্রশ্ন করলেন। 'আমি ডাকলে সে আসে না কেন?'

স্তাখভ ঘাড় ঝাঁকালেন।

'ওকে আপনার কিসের দরকার? আমি তো আপনাকে বলিনি তাকে ডেকে পাঠাতে... বাস্তবিকই আমি চাই না।'

'কিসের জন্যে... মানে? সে আপনাকে বিরক্ত করেছে। হয়তো সে আপনার চিকিৎসায় বাধা দিয়েছে। আমি তার জবাবদিহি চাই। আমি জানতে চাই কেন আপনাকে সে চটিয়েছে।'

'আবার বলছি আমি তা চাই না। কী কাণ্ড দেখুন দেখি... devant les domestiques*...

আন্না ভাসিলিয়েভনা সামান্য আরক্ত হয়ে উঠলেন।

'নিকলাই আরতেমিয়েভিচ, ও-কথা বলা আপনার উচিত নয়। আমি কখনোই ... devant... les domestiques ... ফেদিয়া যাও, এক্ষুনি পাভেল য়াকভলেভিচকে এখানে নিয়ে এসো।'

ছোকরা চাকর চলে গেলো।

'কোনই দরকার নেই,' দাঁতে দাঁত ঘষে স্তাখভ বললেন তারপর আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। 'একেবারেই এটা আমি চাইনি।'

'Paulকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবেই।'

'তার ক্ষমায় আমার দরকারটা কিসের? তা ছাড়া ক্ষমা চাওয়াটা কী? শুধুই তো কথার কথা।'

'দরকারটা কিসের... মানে? তাকে বকে দিতে হবেই।'

'নিজেই বকুন। আপনার কথাই সম্ভবত সে বেশী শুনবে। তার ওপর আমার কোনো রাগ নেই।'

'না না, নিকলাই আরতেমিয়েভিচ, আসার পর থেকেই আপনার

---

* ফরাসী ভাষায়—চাকরবাকরদের সামনে।

মেজাজটা খারাপ। এমন কি মনে হচ্ছে হালে আপনি রোগা হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে জলের চিকিৎসায় আপনার বিশেষ উপকার হচ্ছে না।'

'জলের চিকিৎসা আমার দরকার,' স্তাখভ বললেন। 'আমার লিভার খারাপ।'

ঠিক সেই মুহূর্তে শুবিন ঘরে এলো। তার চেহারাটা ক্লান্ত, ঠোঁটে অস্পষ্ট শ্লেষের হাসি।

'আন্না ভাসিলিয়েভনা, আমায় ডেকেছিলেন?' সে প্রশ্ন করলো।

'ডেকেছিলামই তো। শোনো, Paul, এটা দারুণ বিশ্রী কান্ড। তোমার ওপর আমি ভারি চটেছি। কী করে তুমি নিকলাই আরতেমিয়েভিচকে অমন অসম্মান দেখাতে পারলে?'

'নিকলাই আরতেমিয়েভিচ কি আমার নামে অভিযোগ করেছেন?' স্তাখভের দিকে তাকিয়ে শুবিন প্রশ্ন করলো। শ্লেষের হাসিটা লেগেই রইলো তার ঠোঁটে।

স্তাখভ মুখ ঘুরিয়ে চোখ নীচু করলেন।

'হ্যাঁ, উনি অভিযোগ করেছেন। আমি জানি না কী ভাবে ওঁকে তুমি চটিয়েছো, কিন্তু এক্ষুনি তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে, কারণ ওঁর স্বাস্থ্য এখন খারাপ যাচ্ছে—তা ছাড়া তরুণদের নিশ্চয়ই উচিত যাঁরা উপকার করেন তাঁদের শ্রদ্ধা দেখানো।'

"হা কপাল, কী যুক্তি!" শুবিন ভাবলো। তারপর স্তাখভের দিকে ফিরলো।

'নিকলাই আরতেমিয়েভিচ,' সে সম্ভ্রমসূচকভাবে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললো, 'আপনাকে কোনো রকমে বিরক্ত করে থাকলে ক্ষমা চাইতে আমি প্রস্তুত।'

'একেবারেই সে কথা নয়,' স্তাখভ উত্তর দিলেন, তখনো তিনি শুবিনের দৃষ্টি এড়িয়ে চলেছেন। 'যাক গে, আপনাকে স্বেচ্ছায় ক্ষমা করছি, কারণ জানেন তো কারুর ওপর আমি রাগ পুষে রাখি না।'

'সে-কথা তো উঠতেই পারে না!' শুবিন উত্তর দিলো। 'কিন্তু জিগ্যেস করতে পারি কি, আন্না ভাসিলিয়েভনা জানেন আমার কী অপরাধ?'

'না, আমি কিছুই জানি না,' আন্না ভাসিলিয়েভনা উত্তর দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন।

'হা ভগবান!' স্তাখভ ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আপনাকে বারবার বলেছি, অনুনয় করে বলেছি এ-ধরনের কৈফিয়ৎ আর নাটুকেপনাকে আমি ঘেন্না করি। ক্বচিৎ কখনো লোকে বাড়িতে আসে বিশ্রাম নিতে — পরিবার, l'intérieur,* বাড়ির কর্তার মতো ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদি কথা তো অনেক শুনি, কিন্তু বাড়িতে এসে শুধু ঝামেলা আর অশান্তি। মুহূর্তের জন্যেও একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায় না, তাই যেতে হয় ক্লাবে বা — বা অন্য কোনোখানে। মানুষ তো মানুষ, তার জৈব কতকগুলো প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার বদলে ...'

কথাটা শেষ না করেই স্তাখভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে। আন্না ভাসিলিয়েভনা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'ক্লাবে, তাই না?' তিক্ত কণ্ঠে তিনি ফিসফিস করে বলে উঠলেন। 'লম্পট, সেখানে আপনি যাচ্ছেন না! ক্লাবে এমন কেউ নেই যাকে আমার ঘোড়াগুলো থেকে ঘোড়া উপহার দেওয়া যেতে পারে — তাও আবার ধূসর রঙের ঘোড়া! আমার প্রিয় রঙের ঘোড়া! বজ্জাত মিন্সে,' গলার স্বর চড়িয়ে তিনি বলে চললেন, 'ক্লাবে আপনি যাচ্ছেন না। আর Paul, শোনো, তোমার কি লজ্জা হয় না?' বলতে বলতে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। 'ভাবতাম তোমার বুঝি বয়েস হয়েছে। এই দ্যাখো আমার মাথা ধরে উঠলো। জোয়া কোথায় জানো?'

'বোধহয় ওপরতলায়। আবহাওয়াটা এরকম দেখলেই চালাক মেয়েটা নিজের ঘরে সেঁধোয়।'

'শোনো, Paul!' অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন আন্না ভাসিলিয়েভনা। 'থেঁতো করা মুলো-ভরা আমার গেলাসটা দেখেছো? একটা উপকার করো। আর আমায় চটিও না।'

'আন্না ভাসিলিয়েভনা, আপনাকে কি আমি চটাতে পারি? দিন

* ফরাসী ভাষায় — ঘরোয়া পরিবেশ।

আপনার হাতটা, চুমো খাই। আর আপনার ঐ মূলো পড়ার ঘরে আপনার ডেস্কের ওপর দেখেছিলাম।'

'দারিয়া সবসময় ওটা ভুল জায়গায় রাখে,' চলে যেতে যেতে বিড়বিড় করে উঠলেন আন্না ভাসিলিয়েভনা। তাঁর সিল্কের পোষাকটা খসখস করে উঠলো।

শুবিন তাঁর পিছন-পিছন যেতে উদ্যত হোলো, কিন্তু পিছন থেকে উভার ইভানভিচের স্বর শুনে থামলো।

'তোমার মতো ... দুধের বাচ্চার সঙ্গে ... এ-ধরনের ব্যবহার করা উচিত নয়,' থেমে থেমে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেট বললেন।

শুবিন তাঁর কাছে গেলো।

'কিন্তু কেন নয়, শ্রদ্ধেয় উভার ইভানভিচ?'

'কেন নয়? তোমার বয়েস হয়নি, তাই সম্মান দেখিও।'

'কাকে?'

'কাকে, তুমিই জানো কাকে। এতে হাসির কী আছে?'

শুবিন বুকের উপর হাত দুটো ভাঁজ করলো।

'শুনুন সামাজিক নীতিবাগীশ!' সে চেঁচিয়ে উঠলো। 'শুনুন কালো মাটির প্রাণরস! সামাজিক ইমারতের ভিত্তিমূল!'

উভার ইভানভিচ আঙুলগুলো নাড়লেন।

'যথেষ্ট হয়েছে ছোকরা, আমাকে আর চটিও না।'

'দেখি সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোককে, এখন আর তিনি ছেলেমানুষ নন,' শুবিন বলে চললো, 'এখনো তাঁর কী রকম ছেলেমানুষের মতো সরল বিশ্বাস! সম্মান দেখানো, নিশ্চয়ই! জানেন মশাই, নিকলাই আরতেমিয়েভিচ কেন আমার ওপর চটেছেন? সারা সকাল তিনি আর আমি তাঁর ঐ জার্মান বিধবার কাছে ছিলাম। তিনজনে আমরা গাইছিলাম: "আমার কাছে আরো একটু থাকো"। আপনি যদি শুনতেন! এরকম ব্যাপার তো আপনার ভালো লাগারই কথা। আমরা গান গেয়েই চলেছিলাম। শেষটায় আমার দারুণ একঘেয়ে লাগে। টের পেলাম গানটা অতি ভালো— তার মধ্যে বড় বেশী কোমলতা। তাই তাঁদের দুজনকেই ঠাট্টা করতে

শুরু করি। মহিলাটি প্রথমে আমার ওপর চটেন, তারপর চটেন তাঁর ওপর। তারপর উনি চটেন মহিলাটির ওপর, বলেন শুধু নিজের বাড়িতেই তিনি থাকেন আনন্দে, বাড়িটা স্বর্গের মতো। মহিলাটি তাঁকে বলেন তাঁর নৈতিক চরিত্র বলতে কিছু নেই। জার্মান ভাষায় মহিলাটিকে আমি বলি: ওঃ! উনি চলে যান, আমি কিন্তু সেখানে রয়ে যাই। উনি এখানে আসেন, মানে স্বর্গে, তারপর দেখেন জায়গাটা অসহ্য। তাই উনি গুঁইগাঁই করতে শুরু করেন। এখন বলুন দোষটা কার?'

'তোমারই তো,' উভার ইভানভিচ উত্তর দিলেন।

শুবিন ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'শ্রদ্ধেয় নাইট, জিগগেস করতে পারি কি,' বিনীত স্বরে সে বলে চললো, 'রহস্যময় এ কথাগুলি আপনি উচ্চারণ করলেন আপনার বোধশক্তির চর্চা থেকে, নাকি ও-কথাগুলো বলেছেন স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষণিক এক তাগিদে বায়ু স্পন্দন জাগাবার তাড়নায়, যাকে বলা হয় শব্দ?'

'আমায় চটিও না বলছি!' গজিয়ে উঠলেন উভার ইভানভিচ।

হাসতে হাসতে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো শুবিন।

'এই শোনো!' মিনিট পনের পরে উভার ইভানভিচ হেঁকে উঠলেন। 'আমার জন্যে এই ... ছোট এক গেলাস ভোদকা নিয়ে এসো।'

ছোকরা চাকরটি ট্রে করে খানিকটা ভোদকা ও সামান্য কিছু খাবার নিয়ে এলো। ট্রে থেকে ধীরে ধীরে গেলাসটা তুলে নিয়ে উভার ইভানভিচ সেটাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। মনে হলো তাঁর হাতের জিনিসটা যে কী তা তিনি যেন বুঝতে পারছেন না। তারপর ছোকরা চাকরটির দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন তার নাম ভাস্কা কিনা। তারপর অস্বস্তিকর মুখভঙ্গী করে তিনি ভোদকা পান করে সামান্য খেলেন ও রুমালের জন্যে পকেট হাতড়াতে লাগলেন। ছোকরা চাকর ট্রে আর ডিকাণ্টারটা সরিয়ে নিয়ে গেলো, অবশিষ্ট হেরিঙটা খেলো, এমন কি প্রভুর ওভারকোট ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খানিক ঘুমিয়েও নিল এবং তারও অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত উভার ইভানভিচ তাঁর সামনে ছড়ানো আঙুলগুলোর উপর রুমালটা ধরে সেই একই রকম গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন জানালার দিকে. তারপর মেঝে আর দেয়ালগুলো'র দিকে।

৯

শুবিন সবে নিজের ঘরে ফিরে একটা বই খুলেছে এমন সময় স্তাখভের চাকর এসে তার হাতে একটা ছোটো তে-কোণা চিঠি দিলো। চিঠিটার উপর বড় একটা কুলচিহ্নযুক্ত সীলমোহর।

চিঠিটায় লেখা, "আশা করি আজ সকালে একটি হুণ্ডি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে সম্মানী লোক হিসেবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আভাস ইঙ্গিত করবেন না। আপনি আমার আত্মীয়তা, কেতাকানুন, যে টাকার উল্লেখ আছে সেটা কত সামান্য এবং অন্যান্য ঘটনাচক্রের কথা জানেন। তা ছাড়া কতকগুলো পারিবারিক গোপন কথাকে সম্ভ্রম করতে হয় আর পারিবারিক শান্তি এমন এক পবিত্র জিনিস যাকে অস্বীকার করে শুধু êtres sans coeur* আপনাকে সে-ধরনের প্রাণীদের মধ্যে গণ্য করার আমার কোনো কারণ নেই। (দয়া করে এই চিঠিটা ফেরৎ দিন।) ন. স."

চিঠিটার তলায় পেনসিল দিয়ে শুবিন লিখলো: "দুর্ভাবনা করবেন না — পরের পকেট থেকে রুমাল চুরির মতো ছিঁচকেমি না করেও এখনো আমার চলে।" তারপর চাকরের হাতে চিঠিটা ফেরৎ দিয়ে আবার সে বইটা খুললো। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বইটা তার হাত থেকে খসে পড়ে গেলো। চোখে পড়লো, সূর্যাস্ত আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আকাশ, দুটো সতেজ পাইন গাছ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে অন্য গাছগুলো থেকে; নিজের মনে সে বলে উঠলো, "দিনের বেলায় পাইনগুলো নীলচে কিন্তু সূর্যাস্তের সময় সেগুলো কী চমৎকার সবুজ হয়ে ওঠে!" তারপর সে গেলো বাগানে। মনে-মনে আশা ছিলো এলেনার সঙ্গে দেখা হবে। সে আশা ব্যর্থ হোলো না। সামনের পথে কাছের ঝোপের মধ্যে এলেনার পোষাকটা হঠাৎ সে দেখতে পেলো। এলেনার কাছে গিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সে বললো, 'আমার দিকে তাকাবেন না। আমি তার যোগ্য নই।'

---

* ফরাসী ভাষায় — হৃদয়হীন প্রাণী।

মুহূর্তের জন্যে তাকালো এলেনা, মুহূর্তের জন্যে মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি। তারপর হাঁটতে লাগলো বাগানের অন্য প্রান্তের দিকে। শুবিন চললো তার পিছন পিছন।

বললো, 'আপনাকে অনুরোধ করেছি আমার দিকে না তাকাতে, তবুও আপনার সঙ্গে কথা বলছি: স্পষ্টই এটা পরস্পরবিরোধী! কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না — এ-ধরনের কাজ এই আমার প্রথম নয়। ভাবছি গতকাল আমি যে বোকার মতো ব্যবহার করেছিলাম তার জন্যে আপনার কাছে ভালো করে ক্ষমা চাওয়া হয়নি। এলেনা নিকলায়েভনা, আমার ওপর আপনি চটেননি তো?'

এলেনা থেমে গেলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কথার উত্তর দিলো না — রেগেছিলো বলে নয়, তার কারণ সে ছিলো অত্যন্ত অন্যমনস্ক।

অবশেষে এলেনা বললো, 'না, আপনার ওপর একেবারেই রাগ করিনি।'

শুবিন ঠোঁট কামড়ালো।

বিড়বিড় করে সে বললো, 'মুখটা কী অন্যমনস্ক, কী উদাস...' তারপর গলার স্বর চড়িয়ে বলে চললো, 'এলেনা নিকলায়েভনা, আপনাকে একটা ছোট্ট গল্প বলি। এক সময় আমার এক বন্ধু ছিলো, তার ছিলো আর এক বন্ধু। সেই বন্ধু প্রথমে সৎ লোকের মতো ব্যবহার করতো। কিন্তু পরে মদ ধরে। এক দিন বেশ সকালে আমার বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা — ততদিনে অবশ্য তাদের বন্ধুত্ব ঘুচে গেছে। আমাব বন্ধু দেখলো সে নেশা করেছে। তাই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু অন্যজন তার কাছে এসে বলে, "আমাকে অভিবাদন না করলে কিছু মনে করতাম না, কিন্তু তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিলে কেন? নেশা করেছি হয়তো আমার দুঃখের জন্যে, শান্তিতে মরব বলে।"'

শুবিন চুপ করলো।

'হয়ে গেলো গল্প?' এলেনা প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ।'

'বুঝলাম না কী বলতে চাইছেন? এইমাত্র বলছিলেন আপনার দিকে না তাকাতে ...'

'হ্যাঁ, আর এখন বলছি মুখ ফেরানো কী রকম খারাপ।'

'কেন আমি কি ...?' এলেনা বলতে শুরু করলো।

'মুখ ফেরাননি কি?'

মৃদু আরক্ত হয়ে উঠে এলেনা হাত বাড়িয়ে দিলো। আবেগের সঙ্গে শুবিন করমর্দন করলো।

'মনে হচ্ছে, আমার মধ্যে একটা অশোভন মনোভাব আপনি আবিষ্কার করেছেন,' এলেনা বললো। 'কিন্তু আপনার সন্দেহটা ভিত্তিহীন। আপনাকে এড়িয়ে চলার কথা আমি কল্পনাও করিনি।'

'বেশ, মানলাম। কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে ঠিক এই মুহূর্তে আপনার মনে এমন হাজারটা ভাবনা রয়েছে যার একটাও আমাকে আপনি বিশ্বাস করে বলবেন না। তাই না?'

'হয়তো তাই।'

'কিন্তু কেন? কেন?'

'নিজের ভাবনাগুলোকে নিজেই বুঝতে পারি না,' এলেনা উত্তর দিলো।

'ঠিক সে-কারণেই তো অন্য কাউকে তা আপনার বলা উচিত,' শুবিন বললো। 'কিন্তু কেন তা করেন না তার কারণটা আপনাকে বলছি। তার কারণ আমার সম্বন্ধে আপনার বিশেষ ভালো ধারণা নেই।'

'আমার?'

'হ্যাঁ। আপনি মনে করেন যা কিছু আমি করি অর্ধেকটাই তা ভাণ, কারণ আমি শিল্পী। মনে করেন কোনো কাজ আমি করতে পারি না — সম্ভবত সেটা আপনি ঠিকই ভাবেন -- কিংবা এ কথাও হয়তো মনে করেন আমার কোনো সত্যিকারের গভীর অনুভূতি নেই। মনে করেন এমন কি আমি আন্তরিকভাবে কাঁদতেও পারি না। মনে করেন আমি বাচাল, গালগপ্পের ভক্ত — এই সব মনে করেন কারণ আমি শিল্পী। আমরা যারা শিল্পী তারা কী করুণ হতভাগা জীব! বাজি

ফেলে একটা কথা বলতে পারি, আমার অনুশোচনাটা আপনি বিশ্বাস করেন না।'

'পাভেল য়াকভলেভিচ, আপনি ভুল করছেন। আপনার অনুশোচনা আমি বিশ্বাস করি, আপনার চোখের জলকেও। কিন্তু আমার ধারণা নিজের এই অনুশোচনা আর চোখের জল নিয়ে আপনি মনে মনে আনন্দ পাচ্ছেন।'

শুবিন কেঁপে উঠলো।

'বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে আশাহীন কেস, casus incurabilis। আমি শুধু বাধ্যের মতো মাথা নোয়াতে পারি। কিন্তু তবুও, হা ভগবান! এই আশ্চর্য মেয়েটি আমার পাশে থাকা সত্ত্বেও আমি কি শুধু ক্রমাগত নিজের কথাই ভেবে চলবো? জানি এই মেয়েটির অন্তরে কখনো প্রবেশ করতে পারবো না, কেন সে বিষণ্ণ বা খুসি হয়ে ওঠে কখনো জানতে পারবো না, জানতে পারবো না কী কারণে তার মনের মধ্যে আলোড়ন জাগছে, কী সে চাইছে, কোন দিকে সে চলেছে!' খানিক থেমে সে বললো, 'আচ্ছা, বলুন তো কি মনে করেন, কোনো অবস্থাতেই আপনি কখনো কোনো শিল্পীর প্রেমে পড়তে পারেন না?'

এলেনা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকালো।

'পাভেল য়াকভলেভিচ, মনে হয় না পারি।'

'এটাই প্রমাণ হতে বাকী ছিলো,' কৃত্রিম বিষণ্ণতার ভাব দেখিয়ে শুবিন বললো। 'এই থেকেই ধরে নিচ্ছি আপনার একলা ভ্রমণে আমার আর ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়। কোনো অধ্যাপক হলে আপনাকে জিগ্গেস করতো, "'না' বলার আপনার কারণটা কী?" কিন্তু আমি তো অধ্যাপক নই, আপনার কাছে আমি শিশু। শুধু মনে রাখুন শিশুদের দিক থেকে কেউ মুখ ফেরায় না। বিদায়! আমি যেন শান্তিতে মরতে পারি!'

এলেনা তাকে আর একটু হলেই থামাচ্ছিলো। কিন্তু কী ভেবে বললো, 'বিদায়।'

উঠোন থেকে শ্রবিন বেরিয়ে গেলো। স্তাখভদের গ্রীষ্মাবাসের কিছু দূরে বেরসেনেভের সঙ্গে তার দেখা। মাথা নীচু করে টুপিটা পিছন দিকে ঠেলে সে হনহন করে হাঁটছিলো।

'আন্দ্রেই পেত্রভিচ!' শ্রবিন ডাকলো।

বেরসেনেভ থামলো।

শ্রবিন বলে চললো, 'যাও, যাও। ঠিক আছে। তোমাকে থামাতে চাইনি। সোজা বাগানে যেও। সেখানে এলেনার দেখা পাবে। মনে হয় তোমার জন্যে তিনি অপেক্ষা করে রয়েছেন... কারুর না কারুর জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেনই... তুমি কি জানো এই কথাগুলোর মানে কতটা: তিনি অপেক্ষা করছেন? আর অদ্ভুত কথাটা কী, জানো? ভাবো একবার, দু'বছর ধরে তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে রয়েছি, তাঁর প্রেমে পড়েছি, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তের আগে তাঁকে আমি সত্যিকারের দেখিনি — তাঁকে বুঝতে পেরেছি বলবো না। তাঁকে দেখেছি, দেখে চমকে উঠেছি। আমার দিকে অমন কৃত্রিম বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে তাকিও না। ওটা তোমার গম্ভীর মুখে মোটেই মানায় না। ও, হ্যাঁ, জানি — তুমি হয়তো আমাকে আন্নুশ্‌কার কথা মনে করিয়ে দিতে চাইবে। তাতে কী আসে যায়? কথাটা আমি অস্বীকার করবো না। আমার মতো লোকেদের পক্ষে আন্নুশকার মতো মেয়েরাই উপযুক্ত। অতএব আন্নুশকা, জোয়া, এমন কি অগুস্তিনা খৃস্তিয়ানভনার মতো মেয়েরা দীর্ঘজীবী হোক! এখন যাও তুমি এলেনার কাছে। আমি যাবো ... তুমি কি ভাবছো আন্নুশকার কাছে? না হে না, তার চেয়েও খারাপ: আমি যাচ্ছি প্রিন্স চিকুরাসভের বাড়িতে। নামটা শিল্পের এক পৃষ্ঠপোষকের, কাজানের তাতার। তিনি আর একজন ভলগিন হতে পারতেন। এই নেমন্তন্ন চিঠিটা দেখছো আর এই অক্ষরগুলো, R.S.V.P.*? এমন কি গ্রামেও এরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না! Addio**।'

---

* Répondez s'il vous plaît: ফরাসী ভাষায় — অনুগ্রহ করে জবাব দিন।

** ইতালি ভাষায় — বিদায়।

শুবিনের বক্তৃতাটা বেরসেনেভ নিঃশব্দে শুনলো। মনে হোলো তার বন্ধুর জন্যে যেন সে বিব্রত হয়ে পড়েছে। তারপর স্তাখভদের উঠোনে সে ঢুকলো। আর শুবিন বাস্তবিকই গেলো প্রিন্স চিকুরাসভের বাড়ি। তাঁকে সে অতি অমায়িক ঢঙে বাঁকাবাঁকা বহু দুর্বিনীত কথা শোনালো। তাতার পৃষ্ঠপোষকটি অট্টহাসি হাসলেন, তাঁর অভ্যাগতরাও হাসলো বটে, কিন্তু সত্যিকারের আমোদে নয়। আসর ভাঙার পর সবাই চটে রইলো। পরস্পরের প্রায় অচেনা দুই ভদ্রলোক ঠিক এমনি ভাবেই নেভস্কি এভিনিউতে দেখা হবার পর কাষ্ঠহাসি হেসে দাঁত বার করে, মধুরভাবে চোখ, মুখ নাচিয়ে তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসেন তাঁদের আগের ভঙ্গীতে, সাধারণত সে ভঙ্গীটা হয় উদাস কিংবা বিষণ্ণ।

১০

বসার ঘরে ছিলো এলেনা। বেরসেনেভকে সে বন্ধুর মতো আপ্যায়ন জানালো। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অসহিষ্ণুভাবে আগের দিন যে আলোচনা তারা শুরু করেছিলো সেটা তুললো। একলা ছিলো এলেনা। স্তাখভ চুপিসারে সরে পড়েছিলেন। উপরতলায় মাথায় একটা ভিজে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে আন্না ভাসিলিয়েভনা শুয়েছিলেন। জোয়া বসেছিলো তাঁর পাশে, স্কার্টটা নিভাঁজ, হাত দুটো কোলের উপর। চিলেকোঠায় একটা চওড়া নরম সোফায় উভার ইভানভিচ ঘুমুচ্ছিলেন। ঠাট্টা করে সোফাটাকে বলা হোতো "ঘুম পাড়ানিয়া"। বেরসেনেভ আবার তার বাবার কথা বললো। সে স্মৃতিটা তার কাছে পবিত্র। তাঁর সম্বন্ধে এখানে দু-চার কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে।

তাঁর বিরাশিটি ভূমিদাস ছিলো। মৃত্যুর আগেই তাদের তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন। গটিনগেনে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। "বিশ্বে আত্মার অভিব্যক্তি অথবা তার প্রাক-গঠন" নামে পাণ্ডুলিপির তিনি রচয়িতা। সে পাণ্ডুলিপিতে অত্যন্ত নতুন ধরনে শেলিঙ, স্যোয়েদেনবোর্গ আর গণতন্ত্রনীতি মেশানো হয়েছিলো। বেরসেনেভের মা'র মৃত্যুর পরেই বাবা তাকে এনেছিলেন মস্কোতে। তার লেখাপড়ার ভার তিনি নিজেই

গ্রহণ করেন। প্রতিটি পাঠ তিনি তৈরী করতেন, অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে খাটতেন, কিন্তু একেবারেই সফল হতেন না। তিনি ছিলেন ভাবুক, গ্রন্থকীট আর অতীন্দ্রিয়বাদী। থেমে থেমে একঘেয়ে সুরে কথা বলতেন তিনি, অধিকাংশ সময়েই তুলনা দিয়ে ব্যবহার করতেন দুর্বোধ্য আর অলঙ্কারময় ভাষা। স্বভাবটা ছিলো লাজুক ধরনের, এমন কি নিজের ছেলের কাছেও লজ্জা বোধ করতেন। ছেলেকে তিনি ভালোবাসতেন সর্বান্তঃকরণে। পড়ার সময় ছেলে যে তাঁর দিকে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো এবং একটুও এগুতো না তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অবশেষে তিনি টের পেলেন এ ভাবে চলবে না। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। বিয়ে করেছিলেন তিনি খুব দেরীতে। আন্দ্রেইকে তিনি এক বোর্ডিং ইস্কুলে ভর্তি করে দেন। আন্দ্রেই ঠিকমতো পড়া শুরু করে। কিন্তু বাবা তার তদারক করা ছাড়লেন না। ক্রমাগত তার কাছে আসতেন তিনি। উপদেশ দিয়ে বকবক করে প্রিন্সিপ্যালকে তিনি তিতিবিরক্ত করে তুলতেন। রীতিনীতির শিক্ষকরাও এই অবাঞ্ছিত অতিথিকে আপদ বলে মনে করতো। প্রায়ই তাদের জন্যে তিনি নিয়ে আসতেন শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধীয় নানা বই। সেগুলোকে তাঁরা বলতেন কঠিন আর নীরস বই। এমন কি ইস্কুলের ছেলেরাও এই বৃদ্ধের কালো, বসন্তের দাগ-ভরা মুখ আর তাঁর অস্থিসার চেহারাটা দেখলে অস্বস্তি পেতো। সর্বদাই তিনি পরতেন অদ্ভুত ধরনের ছাই-রঙা একটা ফ্রককোট। তার টেলদুটো ছিলো ছুঁচলো। তারা একেবারেই বুঝতে পারতো না যে এই গোমড়া, সর্বদা গম্ভীর যে ভদ্রলোকের নাকটা লম্বা, হাঁটুনিটা বকের মতো তাঁর হৃদয়টা কিন্তু ভরা ছিলো তাদের প্রতি প্রায় সন্তানতুল্য ভালোবাসা আর সমবেদনায়। একবার তাঁর ইচ্ছে হয়েছিলো ওদের তিনি ওয়াশিংটন সম্বন্ধে কিছু বলবেন। তিনি শুরু করেছিলেন, "আমার তরুণ বন্ধুরা!" তরুণ বন্ধুরা কিন্তু তাঁর অদ্ভুত স্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ছত্রভঙ্গ, হয়ে পড়ে। ভালোমানুষ গটিনগেনে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই ভদ্রলোকটি যে-পথ মাড়িয়ে চলেছিলেন তাতে গোলাপ ছড়ানো ছিলো না। ইতিহাসের ধারা আর নানা ধরনের সমস্যা ও চিন্তায় সবসময়েই

তিনি বিমর্ষ থাকতেন। তরুণ বেরসেনেভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ. করার পর তার বাবা তার সঙ্গে যেতেন, লেকচার শুনতেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করে। ১৮৪৮-এর ঘটনাবলীতে তিনি মনে-মনে অত্যন্ত আঘাত পান। (নিজের বইটাকে আবার আগাগোড়া সংশোধন করার দরকার ছিলো।) ছেলে গ্র্যাজুয়েট হবার আগেই ১৮৫৩-র শীতকালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু আগে থেকেই তাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে রেখেছিলেন এবং বিজ্ঞানের সেবার জন্যে আশীর্বাদ করেছিলেন। মৃত্যুর দু'ঘণ্টা আগে আন্দ্রেইকে তিনি বলেছিলেন, "তোমার হাতে আমি একটা জ্ঞানের মশাল তুলে দিচ্ছি। যত দিন পেরেছি তত দিন সেটিকে বয়েছি। তুমিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটিকে বয়ে নিয়ে যেও।"

এলেনাকে বেরসেনেভ তার বাবার কথা অনেক বললো। এলেনার সামনে আর তার অস্বস্তি লাগছিলো না। কথাগুলোও আর অত বেধে-বেধে গেলো না। আলোচনা সরে গেলো বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে।

এলেনা বললো, 'আচ্ছা, আপনার সহপাঠীদের মধ্যে অসাধারণ কেউ ছিলো কি?'

শুবিনের কথাটা বেরসেনেভের মনে পড়লো।

'না, এলেনা নিকলায়েভনা, সত্যি বলতে কি তা ছিলো না। কী করেই বা থাকবে! লোকে বলে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা নাকি আগে অন্য রকম ছিলো। এখন কিন্তু তার সে অবস্থা নেই। আজ সেটা একটা ইস্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় আর নেই। সহপাঠীদের সঙ্গে আমার ভালো বনতো না,' গলার স্বর নামিয়ে সে যোগ করে দিলো।

'আপনার বনতো না?' ফিসফিস করে বললো এলেনা।

বেরসেনেভ বলে চললো, 'কিন্তু একটা ব্যতিক্রম আমার করতে হবে। একটি ছাত্রকে আমি জানি — সে পড়তো অন্য কোর্সে — সে সত্যিই অসাধারণ লোক।'

'নাম কী তাঁর?' অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে এলেনা প্রশ্ন করলো।

'দ্মিত্রি নিকানরভিচ ইনসারভ। বুলগেরিয়ান।'

'তিনি রুশী নন?'

'না, নয়।'

'তাহলে মস্কোয় তিনি থাকেন কেন?'

'এখানে এসেছিলো পড়তে। জানেন কেন সে লেখাপড়া শিখতে চায়? তার প্রধান চিন্তা নিজের দেশকে স্বাধীন করা। তার জীবনটাও অদ্ভুত। তিরনভোয় তার বাবা ছিলেন বেশ অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী। তিরনভো এখন ছোটো সহর। কিন্তু বুলগেরিয়া যখন স্বাধীন রাজ্য ছিলো, তিরনভো তখন সেখানকার রাজধানী। তিনি সোফিয়ায় ব্যবসা করতেন, রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো। তাঁর বোন, ইনসারভের পিসি এখনো কিয়েভে আছেন। ইতিহাসের এক শিক্ষককে তিনি বিয়ে করেন। ১৮৩৫-এ, মানে আঠার বছর আগে একটা ভয়ংকর অপরাধ ঘটে: ইনসারভের মা হঠাৎ অদৃশ্য হন। এক সপ্তাহ পরে তাঁকে পাওয়া যায় মৃত অবস্থায়, গলাটা কাটা।'

এলেনা শিউরে উঠলো। বেরসেনেভ খানিক থামলো।

'বলুন, বলুন,' এলেনা বলে উঠলো।

'গুজব শোনা যায় যে এক তুর্কি আগা তাঁকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে খুন করে। তাঁর স্বামী, ইনসারভের বাবা, সবকিছু জানতে পারেন, চেষ্টা করেন প্রতিশোধ নিতে, কিন্তু আগাকে শুধু ছোরা দিয়ে কিছুটা জখম করা ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি। তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।'

'গুলি করে মেরে ফেলা হয়? মানে বিচার না করে?'

'হ্যাঁ। ইনসারভের তখন আট বছর বয়স। প্রতিবেশীরা তার ভার নেয়। তার পিসি নিজের ভাইয়ের সংসারের কথা জানতে পেরে জানান ভাইপোকে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওদেসায় তাকে আনা হয়, তারপর সেখান থেকে কিয়েভে। তাই রুশী সে অত ভালো বলে।'

'তিনি রুশী বলেন?'

'আপনার আমার মতোই। ও যখন কুড়ি বছরে পড়ে — সেটা ১৮৪৮-এর গোড়ার দিকে — তখন ও স্থির করে নিজের দেশে ফিরবে। সোফিয়া আর তিরনভোয় সে যায়, বুলগেরিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়।

সেখানে দু'বছর সে থাকে, মাতৃভাষা আবার শেখে। তুর্কি সরকার তাকে নির্যাতন করে। আমার মনে হয় ও দু'বছরে তাকে ভয়ংকর বিপদে পড়তে হয়। একবার তার গলায় একটা মস্ত কাটা দাগ দেখেছিলাম, সম্ভবত সেটা একটা ক্ষতচিহ্ন। কিন্তু সে বিষয়ে ও কিছু বলতে চায় না। বেশী কথার লোক সে নয়, তার ধরনটাই ঐ। আমি তাকে প্রশ্ন করতে চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুই জানতে পারি না -- সঠিক জবাব সে এড়িয়ে যায়। ভীষণ একগুঁয়ে। শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্যে ১৮৫০-এ সে রাশিয়ায় ফিরে আসে, রুশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে... আর তারপর গ্র্যাজুয়েট হয়ে...'

'গ্র্যাজুয়েট হয়ে?' বাধা দিয়ে উঠলো এলেনা।

'সে-ই জানে। কী করবে বলা কঠিন।'

অনেকক্ষণ ধরে এলেনা বেরসেনেভের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বললো, 'আপনি আমাকে ভারি ইনটারেস্টিং গল্প বলেছেন। তাঁকে দেখতে কী রকম -- তাঁর নামটা ইনসারভ বললেন, তাই না?'

'আমার মনে হয় তাকে দেখতে বেশ ভালোই। কিন্তু নিজেই তাকে আপনি দেখবেন।'

'কী করে?'

'আমি তাকে এখানে নিয়ে আসবো। পরশু আমাদের গ্রামে সে আসছে, আমার সঙ্গে থাকবে।'

'সত্যি? কিন্তু তিনি কি এখানে আসবেন?'

'আসবেন না মানে! সানন্দেই এখানে সে আসবে।'

'তিনি কি দাম্ভিক ধরনের?'

'দাম্ভিক? একেবারেই না। তার মানে অন্য অর্থে সে দাম্ভিক। যেমন ধরুন, কখনোই কারুর কাছ থেকে সে টাকা ধার করবে না।'

'তিনি কি গরিব?'

'বড়লোক একেবারেই নয়। বুলগেরিয়ায় থাকার সময় তার পৈত্রিক সম্পত্তি যা বাকি ছিল তার থেকে সামান্য কিছু সে জোগাড় করেছিলো। তা ছাড়া তার পিসি তাকে সাহায্য করেন। কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

'নিশ্চয়ই তাঁর খুব চরিত্রবল,' এলেনা মন্তব্য করলো।

'হ্যাঁ, তার দারুণ চরিত্রবল। তা সত্ত্বেও কিন্তু আপনি দেখবেন, তার একাগ্রতা আর এমন কি মৌনভাব সত্ত্বেও তার মধ্যে ছেলেমানুষের মতো এক ধরনের সরলতা আছে। অবশ্যই সে সরলতাটা আমাদের মতো তুচ্ছ ধরনের নয়। যেসব লোকের লুকোবার মতো কিছুই নেই তাদের সরলতার মতো সেটা নয় ... কিন্তু যতক্ষণ না তাকে আনি ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।'

'তিনি লাজুক নন, তাই না?' এলেনা প্রশ্ন করলো।

'না। কেবল অভিমানী লোকেরাই লাজুক হয়।'

'তাহলে আপনি কি অভিমানী?'

বেরসেনেভ তার দিকে বিব্রত হয়ে তাকালো।

এলেনা বলে চললো, 'আপনি আমাকে দারুণ কৌতূহলী করে তুলেছেন। কিন্তু আমাকে বলুন তিনি কি সেই তুর্কি আগার ওপর নিজে প্রতিশোধ নিয়েছেন?'

বেরসেনেভ মৃদু হাসলো।

'এলেনা নিকলায়েভনা, ও-ধরনের ঘটনা শুধু উপন্যাসেই ঘটে। তা ছাড়া, গত বারো বছরের মধ্যে সে আগা হয়তো মরেই গেছে।'

'কিন্তু মিঃ ইনসারভ কি সে বিষয়ে আপনাকে কিছুই বলেননি?'

'না।'

'তিনি সোফিয়ায় গিয়েছিলেন কেন?'

'তার বাবা সেখানে থাকতেন।'

এলেনা গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো।

বললো, 'নিজের দেশকে স্বাধীন করতে! কথাগুলো বললেই কেমন যেন ভয় করে, এমন বিরাট এই কথাগুলো . .'

সেই মুহূর্তে আন্না ভাসিলিয়েভনা ঘরে এলেন। আলোচনাটা থেমে গেলো।

সেদিন সন্ধেয় বাড়ি ফেরার সময় বেরসেনেভের মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগলো। ইনসারভের সঙ্গে এলেনার পরিচয় করিয়ে দেবার

ইচ্ছের জন্যে তার অনুতাপ হলো না। তরুণ বুলগেরিয়ানটির কাহিনী এলেনার মনে অমন গভীরভাবে যে ছাপ ফেলেছে সেটা তার কাছে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হলো। আর বাস্তবিক, সেই ছাপটা যাতে বেশী গভীর হয়ে পড়ে সে-চেষ্টা সে কি করেনি? কিন্তু তার হৃদয়ে একটা গোপন অশুভ অনুভূতি উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো এবং বিশ্রী এক বিষণ্ণতায় ভরে উঠলো তার মন। কিন্তু সে বিষণ্ণতায় "হয়েনষ্টাউফেনদের ইতিহাস" তুলে নিয়ে গতকাল যে পাতা পর্যন্ত পড়েছিলো সেখান থেকে ফের পড়া শুরু করতে তার বাধা হলো না।

১১

দু'দিন পরে ইনসারভ তার কথামতো জিনিসপত্র নিয়ে বেরসেনেভের বাড়িতে এলো। সঙ্গে চাকর ছিল না। কিন্তু কারুর সাহায্য না নিয়েই নিজের ঘরটাকে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলো; আসবাবপত্রগুলো নতুন করে সাজালো। ডেস্কটা নিয়ে বহুক্ষণ সে কাটালো, কিন্তু দুটো জানালার মধ্যেকার যে জায়গায় সেটার থাকার কথা সেখানে নানা চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছুতেই সেটা আঁটতে চাইলো না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ইনসারভের প্রকৃতিগত মৌন অধ্যবসায় সফল হলো। গুছিয়ে বসে বেরসেনেভকে সে বললো ভাড়ার অগ্রিম হিসেবে দশ রুবল নিতে। তারপর একটা মোটা লাঠি নিয়ে তার নতুন বাড়ির আশপাশটা দেখতে বেরুলো। ঘণ্টা তিনেক পরে ফেরার পর বেরসেনেভ তাকে এক সঙ্গে খেতে ডাকলো। সে উত্তর দিলো যে রাজি, কিন্তু ভবিষ্যতে গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে সে খাবার পাবে। তার সঙ্গে সে একটা ব্যবস্থা করেছে।

বেরসেনেভ বললো, 'কিন্তু শোনো, তুমি খুব খারাপ খাবার পাবে, কারণ চাষী বউটি রাঁধতেই জানে না। আমার সঙ্গে খেতে চাইছো না কেন? খরচটা আমরা আধাআধি করে নেবো।'

'তুমি যে ধরনের খাবাব খাও তার মতো অত পয়সা আমার নেই,' শান্ত মৃদু হেসে ইনসারভ উত্তর দিলো।

তার হাসিটা এমন যে আর জোরজার করা চলে না। বেরসেনেভ আর একটি কথাও বললো না। দুপুরের খাবারের পর সে প্রস্তাব করলো স্তাখভদের বাড়িতে যাবার। ইনসারভ কিন্তু বললো যে সে স্থির করেছে সন্ধেটা তার দেশের লোকদের চিঠি লিখে কাটাবে, তাই সেখানে যাওয়াটা মুলতুবি থাক। আগে থেকেই বেরসেনেভ জানতো ইনসারভ কী রকম একগুঁয়ে ধরনের। কিন্তু এক বাড়িতে থাকার আগে সে জানতো না যে ইনসারভ যা স্থির করে কখনো তার নড়চড় হয় না, যেমন দেরী হয় না তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে। জার্মানদেরও বাড়া এই যাথার্থ্যকে প্রকৃত রুশী হিসেবে বেরসেনেভের কাছে প্রথমে উদ্ভট, এমন কি হাস্যকর বলেও মনে হয়েছিলো। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত মনে হলো অভ্যাসটা প্রশংসাযোগ্য না হলেও সুবিধাজনক।

পেঁছিবার পরের দিন ভোর চারটেয় ইনসারভ উঠে কুন্‌ৎসভোর অধিকাংশ অঞ্চল তাড়াতাড়ি ঘুরে, নদীতে স্নান সেরে, এক গেলাস ঠান্ডা দুধ খেয়ে কাজে বসলো। তার কাজ ছিল প্রচুর। রুশী ইতিহাস, আইন আর রাজনৈতিক অর্থনীতি পড়া, বুলগেরিয়ার গান আর ঘটনাপঞ্জি তর্জমা করা, “নিকট প্রাচ্যের” সমস্যা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করা আর বুলগেরিয়ানদের জন্যে একটা রুশী ব্যাকরণ আর রুশীদের জন্যে একটা বুলগেরিয়ান ব্যাকরণ লেখা। ফয়ারবাখ সম্বন্ধে খানিক আলোচনার জন্যে বেরসেনেভ তার ঘরে এলো। ইনসারভ মন দিয়ে তার কথা শুনলো। তার স্বল্পসংখ্যক কিন্তু যথাযথ মন্তব্য শুনে বোঝা গেলো যে সে মন স্থির করার চেষ্টা করছে ফয়ারবাখের লেখা পড়তে শুরু করবে, না কি তাঁর লেখা না পড়লেও তার চলবে। বেরসেনেভ ইনসারভের কাজের কথা তুললো, বললো সে যা লিখেছে তার কিছুটা দেখাতে। ইনসারভ যে দুটো তিনটে বুলগেরিয়ান গান তর্জমা করেছিলো সেগুলো পড়ে শোনালো, তাদের সম্বন্ধে বেরসেনেভের মতামত জানতে চাইলো। বেরসেনেভ বললো যে তর্জমাগুলোকে তার নির্ভুল বলে মনে হয়েছে কিন্তু সেগুলো যথেষ্ট সহজ হয়নি। সমালোচনাটা ইনসারভ মেনে নিলো। গান থেকে বেরসেনেভ কথা তুললো বুলগেরিয়ার বর্তমানের অবস্থা

নিয়ে। এই প্রথম সে দেখতে পেলো তার দেশের উল্লেখ শুনে ইনসারভের চেহারায় কী দারুণ পরিবর্তন ঘটে। তার মুখটা যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিম্বা তার গলার স্বর যে চড়ে যায় তা নয়, কিন্তু মনে হয় যেন তার সমস্ত সত্তা শক্তি সংগ্রহ করে সজোরে ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, তার ঠোঁটের রেখা হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ম আর কঠিন, চোখে জ্বলে উঠেছে গুপ্ত অনির্বাণ এক আগুন। ইনসারভ তার বুলগেরিয়া ভ্রমণ সম্বন্ধে বেশী কথা বলতে না চাইলেও নিজের দেশ সম্বন্ধে যে কোনো লোকের সঙ্গেই কথা বলতে সে রাজি। ধীরে ধীরে সে বলে চললো তুর্কিদের কথা। তারা যে নির্যাতন চালাচ্ছে তার কথা, তার দেশবাসীর দুঃখদুর্দশা এবং আশার কথা। তার প্রতিটি কথা বহুদিন পুষ্ট একক আবেগের এক ঘনীভূত শক্তির উত্তেজনায় কঠিন।

বেরসেনেভের মনে হলো, "হয়তো শেষ পর্যন্ত তার বাবামা'র মৃত্যুর জন্যে সেই তুর্কি আগাকে ফলভোগ করতে হয়েছে।"

ইনসারভ কথা শেষ করার আগেই দরজাটা খুলে গেল আর দোরগোড়ায় দেখা গেল শুবিনকে।

সে ভেতরে এলো। চেহারায় কেমন যেন একটা বেশী রকমের কৃত্রিম অন্যমনস্ক হাসিখুসি ভাব। বেরসেনেভ তাকে ভালো করেই চিনতো। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারলো যে কোনো কারণে সে মনে মনে যন্ত্রণা পাচ্ছে।

'কোনো রকম লৌকিকতা না করে নিজের পরিচয় দিতে পারি কি?' শুবিন বলতে শুরু করলো। তার মুখের ভাব সরল আর উজ্জ্বল। 'আমার নাম শুবিন, আমি এর বন্ধু।' বেরসেনেভের দিকে আঙুল তুলে সে দেখালো। 'আপনিই মিঃ ইনসারভ, তাই না?'

'হ্যাঁ, ও নামটা আমারই।'

'তাহলে আপনার হাতটা দিন, আমাদের পরিচয় হোক। জানি না বেরসেনেভ আমার সম্বন্ধে আপনাকে কোনো কথা বলেছে কিনা, কিন্তু আপনার অনেক কথা আমাকে সে বলেছে। সহর থেকে তাহলে আপনি এখানে এলেন? চমৎকার! আপনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি বলে

কিছু মনে করবেন না। আমার পেশা ভাস্কর্য। মনে হচ্ছে শীগ্‌গিরই আপনার মাথার মডেল করার অনুমতি চাইবো।'

'আমার মাথাকে নিয়ে আপনি যা খুসি করতে পারেন।' ইনসারভ বললো।

'আজ আমরা কী করছি?' শুবিন প্রশ্ন করলো। ঝপ করে সে বসলো একটা নীচু চেয়ারে, হাত দুটো রাখলো ফাঁক করা দুটো হাঁটুর উপর। 'আন্দ্রেই পেত্রভিচ, হুজুরের কোনো প্ল্যান আছে নাকি আজ? আবহাওয়াটা চমৎকার। বাতাসে কাটা ঘাস আর শুকনো স্ট্রবেরির গন্ধ, মনে হয়... মনে হয় যেন ম্যালোর 'চা খাচ্ছি। কিছু ফুর্তি করা উচিত। কুন্‌ৎসভোর নতুন বাসিন্দাকে এখানকার নানা সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখানো যাক।' (বেরসেনেভ মনে মনে ভাবলো, "ও দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছে।") 'হে বন্ধু হোরেশিয়ো, কিছু বলছো না কেন? তোমার প্রফেটিক মুখটা খোলো। আমরা কি কিছু ফুর্তিটুর্তি করবো, না করবো না?'

বেরসেনেভ বললো, 'ইনসারভের কথা আমি জানি না। মনে হয় ও কাজ করবে।'

শুবিন চেয়ারে বসে তার দিকে ফিরলো।

'আপনি কি কাজ করবেন?' নাকি সুরে প্রশ্ন করল সে।

ইনসারভ উত্তর দিলো, 'না, আজ আমার কাজ নেই, ঘুরতে যেতে পারি।'

শুবিন বললো, 'বা! চমৎকার! বন্ধু আন্দ্রেই পেত্রভিচ, তোমার বিজ্ঞ মাথাটাকে টুপি দিয়ে ঢাকো। চোখ বরাবর যাওয়া যাক। চোখ আমাদের তরুণ, অনেকদূরে নিয়ে যাবে। আমি একটা ছোট্ট জঘন্য সরাইখানা জানি। সেখানে জঘন্য খাবার দেয়। কিন্তু তাহলেও ভালোই লাগবে। চলে আসুন।'

আধ ঘণ্টা পরে তারা তিনজনে মস্কো নদীর তীর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো। ইনসারভের মাথায় একটা অদ্ভুত ধরনের কান-ঢাকা টুপি। শুবিন সেটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলো। কিন্তু প্রশংসাটা কেমন যেন স্বাভাবিক নয়। ইনসারভ ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো, অত্যন্ত

শান্তভাবে সে তাকালো, নিশ্বাস নিলো, কথা কইলো, হাসলো মৃদু মৃদু। কারণ আনন্দ করে দিনটা কাটাবে তা একবার ঠিক করার পর পরিপূর্ণভাবেই সে উপভোগ করতে চায়। "এই তো শান্তশিষ্ট ছেলের মতো রবিবার কাটানো," বেরসেনেভের কানে কানে বললো শুবিন। প্রাণপণে সে নানা ছেলেমানুষী করে চললো, সামনে ছুটে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলো নানা বিখ্যাত মূর্তির ভঙ্গীতে, ঘাসের উপর খেতে লাগলো ডিগবাজি। ইনসারভের প্রশান্ত ভাবের জন্যে সে যে চটে উঠেছিলো তা নয়। কিন্তু এ প্রশান্তির দরুণ ভাঁড়ামি করার ঝোঁক চাপল তার। "ওহে ফ্রেণ্ড, কেন অমন ছটফট করছো?" দুয়েকবার বেরসেনেভ তাকে প্রশ্ন করলো। শুবিন উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, আমি ফ্রেণ্ড, আধা-ফ্রেণ্ড। তাই বলে তুমি কিন্তু রসিকতা আর গুরুতর কথাগুলোকে মিশিয়ে ফেলো না। আমার চেনা এক ওয়েটার এই কথাগুলো বলতো।" তিনজনে তারা নদীর পাশ ছেড়ে হাঁটতে লাগলো এক গভীর সরু নালার ভিতর দিয়ে। তার দু'পাশে লম্বা সোনালী রাই'এর দেয়াল। একপাশের রাইগুলো তাদের উপর নীলচে ছায়া ফেললো। মনে হলো যেন উজ্জ্বল রোদ রাইগুলোর উপর দিয়ে পিছলে পড়ছে। বাতাসটা কাঁপছে স্কাইলার্কের গান আর কোয়েলের তীক্ষ্ম চিৎকারে। গরম বাতাস চারিদিককার সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসগুলোকে দোলাচ্ছে, দোলাচ্ছে ফুলগুলোকে। অনেকক্ষণ এলোমেলো ঘোরা, থামা আর কথা বলার পর তারা পেঁছিলো সেই "জঘন্য" ছোট্ট সরাইখানায়। তার আগে শুবিন এমন কি এক ফোকলা চাষার সঙ্গে লিপ-ফ্রগ খেলারও চেষ্টা করে, দৈবক্রমে লোকটা যাচ্ছিলো তাদের পাশ দিয়ে, ভদ্রলোকের তামাসা দেখে সে কেবল হাসলো। সরাইখানায় আর একটু হলেই তারা ওয়েটারের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিলো। বাস্তবিকই সে তাদের খুব বাজে খাবার দিলো। সেই সঙ্গে দিলো এক ধরনের বলকানের ওপাশকার মদ। শুবিনের আগেকার কথা মতোই এতে কিন্তু তাদের আনন্দের ব্যাঘাত ঘটলো না। শুবিনই করছিলো সবচেয়ে বেশী হৈ-চৈ, কিন্তু তার ফুর্তিটাই ছিল সবচেয়ে কম। সে স্বাস্থ্য পান

করলো "অবোধ্য" হলেও মহান ভেনেলিনের, এবং বুলগেরিয়ার রাজা ক্রুম, খুরুম কিম্বা খেুরামের যিনি "প্রায় আদিম যুগে রাজত্ব করতেন"।

'নবম শতাব্দিতে,' ইনসারভ তাকে শুধরে দিলো।

'নবম শতাব্দিতে?', শুবিন চিৎকার করে উঠলো। 'কী আনন্দের **কথা!'**

বেরসেনেভ লক্ষ্য করলো যে নানা ঠাট্টা তামাসা সত্ত্বেও শুবিন যেন চেষ্টা করছে ইনসারভকে যাচাই ও তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করতে, বুঝতে পারলো মনে মনে সে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ইনসারভ কিন্তু বরাবরকার মতোই শান্ত হয়ে রইলো।

অবশেষে তারা বাড়ি ফিরে জামাকাপড় বদলালো। আর দিনটাকে সম্পূর্ণ করার জন্যে স্থির করলো সন্ধেয় স্তাখভদের বাড়ি যাবে। খবরটা আগেই পেঁাছে দেবার জন্যে শুবিন তাড়াতাড়ি চলে গেলো।

১২

'হিরো ইনসারভের এক্ষুনি এখানে আবির্ভাব হবে,' স্তাখভদের বসার ঘরে ঢুকে সে গম্ভীর সুরে বলে উঠলো। সেখানে সে দেখলো শুধু এলেনা আর জোয়াকে।

'Wer*?' জার্মান ভাষায় জোয়া প্রশ্ন করলো। হঠাৎ কেউ কিছু বললে তার মাতৃভাষা বেরিয়ে পড়ে। এলেনা খাড়া হয়ে বসলো। শুবিন তাকালো তার দিকে। ঠোঁটে ফুটে উঠলো অর্থপূর্ণ এক হাসি। এলেনা উত্তেজিত হয়েছিল, কিন্তু কোনো কথা বললো না।

শুবিন আবার বললো, 'শুনতে পেলে? মিঃ ইনসারভ এখানে আসছেন।'

এলেনা উত্তর দিলো, 'শুনতে পেয়েছি। আরো শুনতে পেয়েছি তাঁকে আপনি কী বলেছেন। সত্যিই, আপনি আমাকে অবাক করেন। এর আগে মিঃ ইনসারভ এখানে কখনো আসেননি, আর তা সত্ত্বেও ভাঁড়ামি করতে আপনার বাধলো না।'

---

* কে?

সঙ্গে সঙ্গে শুবিনের সুর বদলে গেলো।

'এলেনা নিকলায়েভনা, আপনি ঠিকই বলেছেন, সবসময় আপনি ঠিক কথা বলেন,' আমতা-আমতা করে সে বললো। 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি খারাপ কিছু বলতে চাইনি। সমস্ত দিন তাঁর সঙ্গে আমরা ঘুরে কাটিয়েছি। বাস্তবিকই আপনাকে বলছি তিনি চমৎকার লোক।'

'সে কথা আপনাকে আমি জিগ্‌গেস করিনি,' বলে এলেনা উঠে দাঁড়ালো।

'মিঃ ইনসারভের বয়েস কি কম?' জোয়া প্রশ্ন করলো।

'তাঁর বয়েস একশো চুয়াল্লিশ,' শুবিন খেঁকিয়ে উঠলো।

ছোকরা চাকর জানালো দুই বন্ধু এসে গেছে। ভিতরে আসতে বেরসেনেভ ইনসারভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। এলেনা তাদের বললো বসতে, নিজেও সে বসলো, আর জোয়া উপরতলায় গেল আন্না ভাসিলিয়েভনাকে বলতে। সবে পরিচিত হবার পর লোকেরা যে রকম তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকে সেই ধরনের নানা কথা তারা বলাবলি করতে লাগলো। এক কোণে বসে শুবিন লাগলো লক্ষ্য করতে। কিন্তু লক্ষ্য করার কিছুই ছিল না। এলেনার মধ্যে শুধু লক্ষ্য করলো তার নিজের উপর চাপা বিরক্তি। বেরসেনেভ আর ইনসারভের দিকে তাকিয়ে ভাস্করের দৃষ্টি নিয়ে তাদের মুখগুলোকে সে তুলনা করলো। ভাবতে লাগলো, "এরা কেউই সুন্দর নয়। ঐ বুলগেরিয়ানের মুখটা অভিব্যক্তিময়, মডেল করা সহজ। এই বার বেশ আলো পড়েছে। রুশীর মুখটাও আঁকার পক্ষে বেশ উপযুক্ত। ওর মধ্যে চরিত্র রয়েছে কিন্তু কোনো রেখা নেই। মনে হয় ওদের দুজনেরই প্রেমে পড়া যেতে পারে। এলেনা নিশ্চয়ই বেরসেনেভের প্রেমে পড়বে, যদিও এখনো তাকে সে ভালোবাসে না," মনে মনে সে বললো। আন্না ভাসিলিয়েভনা বসার ঘরে এলেন। আলাপ আলোচনাটা চললো ঠিক গ্রীষ্মাবাসের আলোচনার মতো, পল্লীগ্রামের আলোচনার মতো নয়। প্রসঙ্গের অভাব নেই, কিন্তু দু'তিন মিনিট পর পরই এক একটা সংক্ষিপ্ত অস্বস্তিকর ছেদ। ঐ ধরনের এক বিরতির সময় আন্না ভাসিলিয়েভনা জোয়ার দিকে মুখ ফেরালেন। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে মুখ ভার করলো

শুনিন, আর জোয়া পিয়ানোর সামনে বসে যেটুকু পুঁজিপাটা সব বাজালো আর গাইলো। দোরগোড়ায় উভার ইভানভিচ দেখা দিয়ে আঙুল নেড়ে আবার চলে গেলেন। চা পরিবেশন করা হোলো, তারপর সবাই ঘুরে বেড়ালো বাগানে ...

রাত হয়ে উঠলো। অতিথিরা চলে গেলো।

এলেনা যা ভেবেছিলো ইনসারভ তার মনের উপর গভীর ছাপ ফেলবে সেরকম গভীর ছাপ সে ফেলেনি, কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে যে ছাপটা পড়ল সেটা তার প্রত্যাশার চেয়ে ভিন্ন ধরনের। তার সরল স্বাধীন হাবভাবটা এলেনার ভালো লেগেছিলো, মুখটাও পছন্দ হয়েছিলো। বেরসেনেভের বর্ণনা শুনে মনে মনে যে-ছবি সে গড়েছিলো তার সঙ্গে কিন্তু ইনসারভের সমস্ত সত্তার, তার শান্ত, দৃঢ় ও সরল সাধারণ ভাবটার কোথাও যেন মিল নেই। অজ্ঞাতসারেই সে আশা করেছিলো "আকর্ষণীয়" ধরনের কিছু একটা। এলেনা ভাবলো, "উনি আজ বিশেষ কথা বলেননি, কিন্তু সেটা আমারই দোষ। ওঁকে আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। পরের বারের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো। ওঁর চোখ দুটি বাস্তবিকই অভিব্যক্তিময়, সৎ লোকের মতো!" তার মনে হোলো নতজানু না হয়েই সে যেন ইনসারভের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। অথচ ইনসারভের মতো লোকদের সম্পর্কে — "হিরো"দের — সম্পর্কে তার ধারণা ছিলো অন্যরকম। তাই কেমন যেন অবাক লাগলো তার। "হিরো" কথাটায় শুবিনকে তার মনে পড়লো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে রেগে উঠলো আরক্ত হয়ে।

'তোমার নতুন পরিচিত লোকদের কেমন লাগলো?' বাড়ির দিকে যেতে যেতে ইনসারভকে বেরসেনেভ প্রশ্ন করলো।

ইনসারভ উত্তর দিলো, 'আমার মনে হয় বেশ ভালো লোক, বিশেষ করে মেয়েটি। নিশ্চয়ই চমৎকার মেয়ে। আবেগময়ী, কিন্তু আবেগটা আন্তরিক।'

'ওঁদের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের দেখা করা উচিত,' বেরসেনেভ বললো।

'হ্যাঁ,' ইনসারভ উত্তর দিলো, তারপর বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত আর

কোনো কথা বললো না। বাড়ি পোঁছেই সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে মোমবাতি জ্বলতে লাগলো।

রাউমরের বই'এর এক পাতাও বেরসেনেভ পড়েনি এমন সময় তার জানালার শার্সিতে এক মুঠো মিহি বালি এসে পড়লো। চমকে উঠে জানালা খুলে দেখলো শুবিন, কাগজের মতো সে শাদা হয়ে গেছে।

'তুমি ভারি অস্থির। ঠিক রাতের প্রজাপতির মতো!' বেরসেনেভ বলতে শুরু করলো।

'চুপ্!' বাধা দিয়ে উঠলো শুবিন। 'চুপিচুপি আমি এসেছি, ম্যাক্স যেরকম আগাথার কাছে এসেছিলো। তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে আমাকে কথা কইতেই হবে।'

'ঘরে চলে এসো তাহলে।'

'তার দরকার নেই,' বলে শুবিন জানালার ফ্রেমের তলায় হেলান দিলো। 'এই ভাবে কথা বলা অনেক বেশী মজার — প্রায় স্পেনের মতো। প্রথমত অভিনন্দন গ্রহণ করো: তোমার শেয়ারের দাম বেড়েছে। তোমার আশ্চর্য লোকটি বিফল হয়েছে। বাজি ফেলে সে-কথা বলতে পারি। আমি কি রকম নিরপেক্ষ সে-কথা দেখাবার জন্যে মিঃ ইনসারভের বিবরণটা দিই। কোনো প্রতিভা নেই কবিত্বশক্তি নেই, কাজ করার দারুণ ক্ষমতা আছে, স্মৃতিশক্তি অসাধারণ, মেধাটা বহুমুখীও নয়, গভীরও নয়, কিন্তু সঠিক আর সতেজ। কাঠখোট্টা, তেজী, বুলগেরিয়া সম্বন্ধে কথা বলার সময় বাগ্মিতাও প্রকাশ পায় — তোমাকেই বলছি, সে দেশটা ভারি একঘেয়ে। কী বলছো? বলবে কি আমি অন্যায় কথা বলছি? আর একটা মন্তব্য শোনো: তুমি ওঁর সঙ্গে কখনো অন্তরঙ্গ হতে পারবে না, কেউ কখনো ওঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারেনি। আমি শিল্পী বলে উনি আমাকে ঘৃণা করেন। কিন্তু ওঁর ঘৃণার জন্যে আমি গর্ব বোধ করি। খড়ের মতোই উনি শুকনো, কিন্তু আমাদের সবাইকে উনি গুঁড়িয়ে দিতে পারেন। নিজের দেশের সঙ্গে ওঁর বন্ধনটা দৃঢ়, সেখানেই আমাদের অন্তঃসারশূন্য লোকেদের সঙ্গে ওঁর তফাৎ। তারা জনগণের তোষামোদ করে, যেন বলতে

চায়, “হে জীবনের ফোয়ারা, আমাদের ভরে তোলো!” কিন্তু ওঁর কাজটা অনেক সহজ, সেটা বোঝাও সহজ: ওদের শুধু তুর্কিদের দূর করতে হবে — সে খুব একটা কঠিন কাজ নয়! কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এসব গুণ মেয়েদের মনে রেখাপাত করে না। ওঁর মধ্যে কোনো যাদু নেই, charme নেই — তোমার আমার মধ্যে যেমন আছে।'

'এর মধ্যে আমি কী সূত্রে এলাম?' বিড়বিড় করে বেরসেনেভ বললো। 'অন্য বিষয়েও তুমি ভুল করছো, কারণ তোমাকে ও একটুও ঘৃণা করে না। নিজের দেশবাসীর সঙ্গেও ওর নিকট সম্বন্ধ ... সে কথা আমি জানি।'

'কিন্তু সেটা তো অন্য কথা! তাদের কাছে উনি হিরো। কিন্তু হিরো সম্বন্ধে আমার ধারণাটা আলাদা: হিরো'র জানার একেবারেই দরকার নেই কী করে কথা বলতে হয়, তার শুধু ষাঁড়ের মতো চিৎকার করা দরকার, তার দরকার শুধু শিঙ দিয়ে ধাক্কা মেরে দেয়াল চুরমার করে দেওয়া। কেন যে সে শিঙ ব্যবহার করছে সে কথা জানারও তার দরকার নেই — শিঙগুলো শুধু তার ব্যবহার করলেই চলবে। অবিশ্যি হতে পারে যে আমাদের সময়ে অন্য ধরনের হিরো'র দরকার।'

'ইনসারভকে নিয়ে তুমি অত মাথা ঘামাচ্ছো কেন?' বেরসেনেভ প্রশ্ন করলো। 'আমার কাছে শুধু তার চরিত্রের বর্ণনা দেবার জন্যেই তুমি নিশ্চয়ই ছুটে আসোনি?'

'বাড়িতে ভারি মন খারাপ লাগছিলো বলেই এসেছি,' শুবিন বললো।

'তাই নাকি? আশা করি আবার কাঁদতে শুরু করবে না?'

'ইচ্ছে হলে আমাকে নিয়ে হাসতে পারো। এখানে এসেছি কারণ আমার চুল ছেঁড়ার ইচ্ছে হচ্ছে, এসেছি কারণ হতাশ হয়ে পড়েছি, কারণ আমার হিংসে হয়েছে, বিরক্ত হয়েছি ...'

'কার ওপর তোমার হিংসে?'

'তোমার ওপর, ওঁর ওপর, সবাইকার ওপর। এ কথা ভাবলে যন্ত্রণা হয় যে যদি আগে আমি এলেনাকে বুঝতাম, যদি জানতাম এ ব্যাপারে

কী ভাবে এগুতে হয় ... কিন্তু সে-সব কথা বলে আর লাভ কী! শেষ পর্যন্ত এলেনা যা বলে আমি তো সেই রকম হাসি ঠাট্টা আর ভাঁড়ামো করবো, তারপর গলায় দড়ি দেবো।'

'তুমি আর যাই করো গলায় কখনো দড়ি দেবে না,' বেরসেনেভ বললো।

'অবশ্যই এরকম রাতে নয়। কিন্তু শরৎ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এরকম রাতেও লোকে মরে, কিন্তু তারা মরে আনন্দে। হায় আনন্দ! গাছ থেকে পথের ওপর ছড়িয়ে পড়া প্রতিটি ছায়া যেন ফিসফিস করে বলছে, "আমি জানি আনন্দ কোথায় আছে ... চাও কি সে-কথা তোমায় বলবো?" আমার সঙ্গে তোমাকে বেড়াতে যেতে বলতাম, কিন্তু এখন তুমি গদ্যের প্রভাবগ্রস্ত। শুয়ে পড়ো, স্বপ্নে যেন অঙ্কের ফরমুলা দেখো! কিন্তু আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে। তোমাদের মতো ভদ্রলোকরা কাউকে হাসতে দেখলে ভাবো জীবনটা বুঝি তার কাছে সহজ... তোমরা প্রমাণ করতে পারো সে নিজেই নিজের প্রতিবাদ করছে, অতএব সে কষ্ট পাচ্ছে না ... বেশ কথা, যা খুসি ভাবো!'

শুবিন জানালার কাছ থেকে দ্রুত পায়ে চলে গেলো। পিছন থেকে আর একটু হলেই বেরসেনেভ চেঁচিয়ে উঠতো "আন্নুশকা!" কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিলো, কারণ যন্ত্রণায় শুবিনের মুখটা সত্যিই বিকৃত হয়ে গেছে। খানিক পরে বেরসেনেভের মনে হোলো ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দও সে যেন শুনতে পেলো। উঠে সে জানালাটা খুললো। বাইরেটা চুপচাপ, শুধু বোধহয় কোনো চাষী দূর দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে টেনে টেনে গাইছে "মজ্‌দক স্তেপ"।

১৩

কুন্‌ৎসভো এলাকায় উঠে আসার প্রথম পনের দিনের মধ্যে ইনসারভ স্তাখভদের বাড়িতে চার-পাঁচবারের বেশী যায়নি। বেরসেনেভ তাদের সঙ্গে দেখা করতো একেক দিন পর পর। সে গেলে এলেনা খুসি হোতো। সর্বদাই তাদের আলাপ আলোচনাটা হোতো সজীব আর চিত্তাকর্ষক।

তা সত্ত্বেও কিন্তু প্রায়ই সে বিষণ্ণ মুখে বাড়ি ফিরতো। শুবিনের প্রায়ই দেখা পাওয়া যেতো না। দারুণ পরিশ্রম করে সে তার শিল্প কাজে লেগেছিলো। হয় সে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে থাকতো, সেখান থেকে সে বেরুতো স্মক পরে আর আপাদমস্তক কাদা মেখে – নয়তো সে সময় কাটাতো তার মস্কো স্টুডিওতে। সেখানে তার কাছে আসতো নানা মডেল, ইতালীয় ঢালাইকর, বন্ধু আর শিক্ষকেরা। নিজের খুসি মতো ইনসারভের সঙ্গে এখনো এলেনা একবারও কথা বলার সুযোগ পায়নি। তার অবর্তমানে এলেনা তাকে জিগগেস করার জন্যে নানা প্রশ্ন ভেবে রাখতো। কিন্তু সে এলে নিজের প্রস্তুতির জন্যে এলেনা লজ্জা পেতো। ইনসারভের প্রশান্তি দেখে সে কুণ্ঠা বোধ করতো। তার মনে হয়েছিলো ইনসারভকে জোর করে কথা বলাবার অধিকার তার নেই। স্থির করেছিলো অপেক্ষা করবে। তবু তার মনে হয়েছিলো ইনসারভ প্রতিবার আসার পর, যত তুচ্ছ কথাই না তারা পরস্পরের সঙ্গে বলুক, সে তার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে ক্রমশ বেশী করে। কিন্তু তার সঙ্গে একলা থাকার সুযোগ সে পায়নি। অথচ কোনো লোককে ভালো করে জানতে হলে অন্তত একবার মুখোমুখি হয়ে তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। বেরসেনেভের সঙ্গে তাকে নিয়ে সে অনেক আলোচনা করতো। বেরসেনেভ বুঝতে পেরেছিলো ইনসারভ এলেনার কল্পনাকে নাড়া দিয়েছে। শুবিন যে জোর দিয়ে বলেছিলো তার বন্ধু বিফল হয়েছে সেটা না হওয়ায় সে খুসি। ইনসারভ সম্বন্ধে যত কথা সে জানতো সোৎসাহে অনেকক্ষণ ধরে সব কথা এলেনাকে সে বলতো। (প্রায়ই কারুর মন পাবার জন্যে বন্ধুদের আমরা প্রশংসা করে থাকি। এ-কথাটা একেবারেই সন্দেহ করি না যে ঐ ভাবে বন্ধুদের প্রশংসা করে আমরা নিজেদের প্রশংসাই করছি।) মাঝেমাঝে শুধু যখন এলেনার ফ্যাকাশে গাল দুটো মৃদু আরক্ত আর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে বড় হয়ে উঠতো, তখন একদা যে অশুভ বিষণ্ণতা সে উপলব্ধি করেছিলো সেই বিষণ্ণতায় ভরে উঠতো তার হৃদয়...

এক দিন সকাল দশটার ঠিক পরেই বেরসেনেভ স্তাখভদের বাড়ি

গেলো। এ সময়টা অস্বাভাবিক। বসার ঘরে এলেনা তার সঙ্গে দেখা করতে এলো।

কাষ্ঠহাসি হেসে সে বলতে শুরু করলো, 'ভাবুন একবার, আমাদের বন্ধু ইনসারভ উধাও হয়েছে।'

'উধাও হয়েছে?' এলেনার গলা ধরে এলো।

'হ্যাঁ। গত পরশু সে চলে গেছে, তারপর থেকে ফেরেনি।'

'তিনি কোথায় যাচ্ছেন আপনাকে বলেছিলেন?'

'না।'

এলেনা একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়লো।

'নিশ্চয়ই তিনি মস্কো গেছেন,' মৃদু স্বরে বললো এলেনা। চেষ্টা করলো একটা উদাস ভাব ফোটাতে। ভেবে পেলো না কেন সে ঐ রকম করছে।

বেরসেনেভ উত্তর দিলো, 'আমার তা মনে হয় না। সে একা যায়নি।'

'আর কে ছিলো?'

'গত পরশু দুপুরের খাবারের ঠিক আগে তার কাছে দু'জন লোক আসে — মনে হয় তার দেশের লোক।'

'বুলগেরিয়ান? কীসে বুঝলেন?'

'যতদূর শুনতে পেয়েছিলাম তারা কথা বলছিলো আমার অজানা ভাষায়, কিন্তু ভাষাটা স্লাভনিক। এলেনা নিকলায়েভনা, আপনি মনে করেন যে ইনসারভ বিশেষ রহস্যজনক লোক নয়। কিন্তু ঐ লোকদের আসার চেয়ে রহস্যজনক আর কী হতে পারে? ভাবুন একবার - তারা তার ঘরে গিয়ে দারুণ চিৎকার আর তর্ক করতে থাকে। সেও চেঁচায়।'

'সেও চেঁচায়?'

'হ্যাঁ। ওদের ওপর সে চোটপাট করে। মনে হোলো পরস্পরের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করছে। লোকগুলোকে যদি একবার দেখতেন!

কালো কালো মুখ, নিরেট চেহারা, বাকা নাক, গালের হাড় স্পষ্ট। দুজনেরই বয়েস সম্ভবত চল্লিশ পেরিয়েছে, পোষাক জীর্ণ, ধুলো মাখা, ঘামে ভেজা। দেখে বোঝা দায়, কী ওদের পেশা — কারিগরও নয়, ভদ্রলোকও নয়... ভগবানই জানেন তারা কী ধরনের লোক।'

'আর তাদের সঙ্গে তিনি চলে গেলেন?'

'হ্যাঁ। সে তাদের কিছু খেতে দেয়, তারপর চলে যায় তাদের সঙ্গে। বাড়িউলি আমাকে বলছিলো লোক দুটো বিরাট এক পাত্র পরিজ খেয়েছে। বলছিলো, দুটো নেকড়ের মতো তারা পাল্লা দিয়ে গপগপ করে গিলছিল।'

এলেনা মৃদু হাসলো।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত এ সবই নেহাৎ গদ্যময় কিছু একটা হয়ে দাঁড়াবে,' সে বললো।

'তাই যেন হয়! শুধু "গদ্যময়" কথাটা আপনার ব্যবহার করা উচিত হয়নি। ইনসারভের মধ্যে গদ্যময় কিছুই নেই, শুবিন জোর দিয়ে বললেও...'

'শুবিন, রাখুন তার কথা!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে এলেনা বাধা দিয়ে উঠলো। 'আপনাকে কিন্তু মানতেই হবে যে ঐ দুই ভদ্রলোকের গপগপ করে পরিজ খাওয়াটা...'

'সালামিসের লড়াইয়ের আগের দিন সন্ধেয় ফেমিস্‌টোক্‌ল্‌স্‌ও খেয়েছিলেন,' মৃদু হেসে বেরসেনেভ বললো।

'সত্যি; কিন্তু পরের দিন ছিলো যুদ্ধ। যাই হোক তিনি ফিরলে আমাকে জানাবেন,' এলেনা যোগ করে দিলো। তারপর চেষ্টা করলো অন্য বিষয়ে কথা কইতে। কিন্তু কথাবার্তা আর জমলো না।

জোয়া ভিতরে এসে পা টিপে-টিপে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অর্থাৎ বোঝা গেলো আন্না ভাসিলিয়েভনা তখনো ঘুমচ্ছেন।

বেরসেনেভ চলে গেলো।

সন্ধেয় তার কাছ থেকে এলেনা একটা চিঠি পেলো।

চিঠিতে লেখা, "ও ফিরেছে। চেহারাটা রোদ-পোড়া, ভুরু পর্যন্ত

ধ্লোয় ঢাকা। কিন্তু কোথায় বা কেন সে গিয়েছিলো সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই। আপনি সেটা বার করতে পারেন?”

‘“আপনি সেটা বার করতে পারেন!”’ ফিসফিস করে এলেনা বললো। ‘কখনো কি তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন?’

১৪

পরের দিন দ্পুরবেলায় এলেনা বাগানের মধ্যেকার ছোটো একটা কুকুরশালার সামনে দাঁড়িয়েছিলো। সেখানে সে দ্টো কুকুরবাচ্চা রেখেছে। মালী তাদের বেড়ার কাছে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার কাছে নিয়ে আসে। ধোবানীরা তাকে বলেছিলো এলেনার সবরকম জন্তুজানোয়ারের উপর মায়া। হিসেবে তার ভুল হয়নি, কারণ কুকুরছানাগ্লোর জন্যে এলেনা তাকে প‍ঁচিশ কোপেক দেয়।

এলেনা কুকুরশালার মধ্যে উ‍ঁকি মেরে দেখলো বাচ্চা দ্টো ভালো আছে কিনা, কুকুরশালার মেঝেয় কিছ্ নতুন খড় বিছানো হয়েছে কিনা। দেখে আশ্বস্ত হয়ে সে ঘ্রে দাঁড়াতেই বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, কারণ দেখা গেলো পথ দিয়ে সোজা তার কাছে ইনসারভ আসছে, একলা।

‘নমস্কার,’ কাছে এসে টুপি খ্লে সে বললো। এলেনা লক্ষ্য করলো বাস্তবিকই তার ম্খটা রোদে প্ড়ে গেছে। ‘আন্দ্রেই পেত্রভিচের সঙ্গে আমি আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখনো সে তৈরি হয়নি। তাই আমি একাই রওনা হই। আপনাদের বাড়িতে কেউ নেই, প্রত্যেকেই হয় ঘ্মচ্ছে কিম্বা বেড়াচ্ছে তাই আমি এখানে এলাম।’

এলেনা উত্তর দিলো, ‘কথাগ্লো কৈফিয়ত দেওয়ার মতো শোনাচ্ছে। কৈফিয়ত দেবার একেবারেই দরকার নেই। আপনাকে দেখে সবাই আমরা খ্সি হয়েছি ... এই ছায়ার নীচে বেঞ্চিতে বসা যাক।’

এলেনা বসলো, ইনসারভ বসলো তার পাশে।

‘শ্নেছি গত কয়েকদিন আপনি বাড়ির বাইরে ছিলেন, তাই না?’ এলেনা বললো।

ইনসারভ উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ, বাড়ির বাইরে ছিলাম। আন্দ্রেই পেত্রভিচ কি আপনাকে বলেছে?'

ইনসারভ আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে টুপিটা নাড়াচাড়া করতে লাগলো। হাসবার সময় ঘনঘন চোখ মিটমিট করতে লাগলো সে, ঠোঁট দুটোকে করলো ছুঁচলো, তাতে ভারি ভালোমানুষের মতো দেখালো তাকে।

'আন্দ্রেই পেত্রভিচ একথাও নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন যে আমি গিয়েছিলাম দুজন... জঘন্য লোকের সঙ্গে,' সে বললো। এখনো সে হাসছে।

এলেনার একটু অস্বস্তি হলো। কিন্তু পরের মুহূর্তেই সে বুঝতে পারলো যে ইনসারভকে সর্বদাই সত্যি কথা বলা উচিত।

'হ্যাঁ,' দৃঢ় স্বরে সে বললো।

'আমার সম্বন্ধে আপনি তখন কী ভেবেছিলেন?' হঠাৎ ইনসারভ প্রশ্ন করলো।

এলেনা তাকালো তার দিকে।

উত্তর দিলো, 'ভেবেছিলাম যা করছেন তা জেনে শুনেই করছেন, ভেবেছিলাম অন্যায় কিছু আপনি করতে পারেন না।'

'একথা বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। জানেন তো, এলেনা নিকলায়েভনা,' তার কাছে সরে এসে ইনসারভ বিশ্বস্ত স্বরে বলতে শুরু করলো, 'আমাদের নিয়ে এখানে একটা ছোট সংসার আছে, আমাদের কারুর কারুর শিক্ষাদীক্ষা খুবই কম। কিন্তু একই উদ্দেশ্যে সবাই নিজেদের উৎসর্গ করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, ঝগড়াঝাঁটি না করে পারা যায় না। সবাই আমাকে জানে আর বিশ্বাস করে বলে আমাকে ডাকা হয়েছিল একটা ঝগড়ার মীমাংসা করতে। আমাকে যেতেই হয়।'

'জায়গাটা কি এখান থেকে দূরে?'

'আমি গিয়েছিলাম "ত্রইৎস্কি পোসাদে", এখান থেকে প্রায় ষাট ভার্স্ট দূরে। সেখানকার মঠে আমাদের কিছু লোক আছে। যাই হোক সময়টা নষ্ট হয়নি -- আমি নিষ্পত্তি করে দিয়েছি।'

‘কাজটা কি শক্ত ছিল?’

‘হ্যাঁ। একজন কিছুতেই বাগ মানতে চাইছিলো না। কিছু টাকা ফেরৎ দিতে সে অস্বীকার করে।’

‘কী বললেন! টাকা নিয়ে তাদের ঝগড়া বেধেছিলো?’

‘হ্যাঁ, আর টাকাও খুব বেশী নয়। আপনি কি ভেবেছিলেন অন্য কিছু নিয়ে?’

‘এই তুচ্ছ ব্যাপারের জন্যে আপনি অতো দূরে গিয়েছিলেন? আর তার জন্যে তিনটে দিন নষ্ট করেছেন?’

‘এলেনা নিকলায়েভনা, যেখানে আমার দেশবাসী জড়িত সেটা কখনোই তুচ্ছ ব্যাপার হতে পারে না। যেতে আপত্তি করলে অন্যায় হতো। আমি তো দেখতে পাচ্ছি আপনি এমন কি কুকুরছানাদেরও সাহায্য করতে আপত্তি করেন না, সে জন্যে আপনি আমার শ্রদ্ধেয়। সময় নষ্ট করে আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। আমি সেটা পুষিয়ে নিতে পারবো। আমাদের সময়ের মালিক তো আমরা নই।’

‘কে মালিক তাহলে?’

‘আমাদের যাদের দরকার। এ সব কথা বলছি, কারণ আপনার মতামতকে আমি দাম দিই। বুঝতে পারছি আন্দ্রেই পেত্রভিচ নিশ্চয়ই আপনাকে ভারি অবাক করে দিয়েছিলো!’

‘আমার মতামতকে আপনি দাম দেন,’ রুদ্ধশ্বাসে এলেনা বললো। ‘কিন্তু কেন?’

‘কারণ আপনি খুব ভালো মেয়ে, এ্যারিস্টোক্র্যাট নন — সেই কারণে...’

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

এলেনা বললো, ‘দ্‌মিত্রি নিকানরভিচ, আপনি কি জানেন এই প্রথম আপনি আমার সঙ্গে এরকম খোলাখুলি কথা বলেছেন?’

‘তাই নাকি, এখন? আমি ভাবতাম সবসময় আপনাকে আমার মনের কথা বলেছি।’

‘না, এই প্রথম। আর এর জন্যে আমি খুব খুসি। আমিও আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলবো। বলতে পারি কি?’

হেসে ইনসারভ বললো, 'পারেন।'

'আপনাকে কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, আমি অত্যন্ত কৌতূহলী।'

'ঠিক আছে, বলুন।'

'আপনার জীবন, আপনার যৌবনের অনেক কথা আন্দ্রেই পেত্রভিচ আমাকে বলেছেন। আমি একটা ঘটনার কথা জানি, সাংঘাতিক এক ঘটনার কথা... জানি পরে আপনি নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। দোহাই আপনার, আমার প্রশ্নটা বেয়াড়া ধরনের মনে করলে উত্তর দেবেন না। কিন্তু একটা কথা বারবার আমার মনে হয়... বলুন, সেই লোকটার সঙ্গে আপনার কি কখনো দেখা হয়েছিল?...'

এলেনার বুকটা ধক করে উঠলো। নিজের ধৃষ্টতার জন্যে লজ্জা হলো তার, ভয় লাগলো। চিবুকে হাত বোলাতে বোলাতে একটু চোখ কুঁচকে ইনসারভ তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

'এলেনা নিকলায়েভনা,' অবশেষে সে বলতে শুরু করলো। যেভাবে সে কথা বলে তার চেয়ে স্বরটা তার নীচু, তাতে এলেনা প্রায় ভয় পেয়ে গেলো। 'আমি জানি কোন লোকের কথা বলছেন। না, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, সে জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি তার খোঁজ করিনি। তাকে মেরে ফেলার আমার যে অধিকার নেই একথা নয়, — নির্বিকার চিত্তে তাকে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু প্রশ্নটা যখন দেশবাসীর প্রতিহিংসা, তখন তার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার স্থান নেই। কথাটা ঠিক হোলো না, বলা উচিত প্রশ্নটা যখন জনগণের মুক্তি। ও কাজ করলে এ মুক্তিতে বিঘ্ন ঘটতো। তবে তারও দিন আসবে ... সেদিনও আসবে,' কথাটা আবার বলে সে মাথা নাড়ালো।

এলেনা আড়চোখে তার দিকে তাকালো।

'নিজের দেশকে কি আপনি খুব ভালোবাসেন?' ভীরু স্বরে সে প্রশ্ন করলো।

ইনসারভ উত্তর দিলো, 'সেটা এখনো বলা যায় না। নিজের দেশের জন্যে যতক্ষণ না কেউ প্রাণ দেয় ততক্ষণ বলা যায় না সে তার দেশকে ভালোবাসে।'

'তাহলে, বুলগেরিয়ায় ফিরে যেতে আপনাকে বাধা দেওয়া হলে,' এলেনা বলে চললো, 'আপনার কি রাশিয়ায় জীবন কাটাতে কষ্ট হবে?'

ইনসারভ মাথা নীচু করলো।

'মনে হয় না সেটা সহ্য করতে পারবো,' সে বললো।

এলেনা আবার বলতে শুরু করলো, 'আচ্ছা, বুলগেরিয়ান ভাষা শেখা কি শক্ত?'

'একটুও না। বুলগেরিয়ান না জানলে রুশীদের লজ্জা হওয়া উচিত। রুশীদের সমস্ত স্লাভ উপভাষাগুলো জানা দরকার। আপনাকে কি কিছু বুলগেরিয়ান বই এনে দেবো? আপনি দেখতে পাবেন ভাষাটা কত সহজ। আর আমাদের কী সুন্দরই না সব গান আছে! সেগুলো মোটেই সেরবিয়ান গানের চেয়ে খারাপ নয়। আপনার জন্যে একটা আমি তর্জমা করছি। গানটার বিষয়বস্তু হলো ... আমাদের ইতিহাস কি কিছু জানেন?'

'না, কিছুই জানি না,' এলেনা উত্তর দিলো।

'তাহলে আপনাকে একটা বই এনে দেবো। তাতে অন্তত প্রধান প্রধান ঘটনার কথা জানতে পারবেন। এখন গানটা শুনুন। কিন্তু আমার মনে হয় লিখিত তর্জমাটাই আপনার জন্যে নিয়ে আসা ভালো। আমি নিঃসন্দেহ, আমাদের আপনার ভালো লাগবে, কারণ যারাই নিপীড়িত তাদেরই আপনি ভালোবাসেন ... যদি জানতেন আমাদের দেশের প্রাচুর্যের কথা! আর তা সত্ত্বেও দেশটাকে ওরা পা দিয়ে দলছে, সেখানকার লোকদের নির্যাতন করছে,' অলক্ষ্যে হাত নেড়ে সে যোগ করলো, মুখটা হয়ে উঠলো থমথমে। 'আমাদের সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে — আমাদের গির্জা, আমাদের অধিকার, আমাদের জমিজমা। বিধর্মী তুর্কিরা আমাদের সঙ্গে গরুভেড়ার মতো ব্যবহার করে, আমাদের জবাই করে।'

'দ্মিত্রি নিকানরভিচ!' আর্তনাদ করে উঠলো এলেনা।

ইনসারভ থামলো।

'ক্ষমা করবেন। এ বিষয়ে ঠাণ্ডা ভাবে কথা কইতে আমি পারি না। আপনি এইমাত্র আমাকে জিগগেস করছিলেন আমার দেশকে আমি ভালোবাসি কিনা। কিন্তু দেশকে ছাড়া আর কাকে ভালোবাসা সম্ভব?

এমন একমাত্র কী বস্তু আছে যা শাশ্বত, যা সব সন্দেহের অতীত, ঈশ্বরের পরেই যাকে বিশ্বাস না করা অসম্ভব? সেই দেশ যখন আপনাকে চায়... মনে রাখবেন বুলগেরিয়ার সবচেয়ে গরিব চাষী, হীনতম কাঙালীর সঙ্গে আমিও একই জিনিসের প্রার্থী। আমাদের সবাইকার উদ্দেশ্যই এক। ভেবে দেখুন, কী আস্থা, কী শক্তি আমরা পাচ্ছি তা থেকে।'

মুহূর্তের জন্যে থেমে ইনসারভ আবার বলে চললো বুলগেরিয়া সম্বন্ধে। এলেনা শুনতে লাগলো একাগ্র গভীর বিষণ্ণ মনোযোগের সঙ্গে। তার কথা শেষ হলে এলেনা আবার প্রশ্ন করলো, 'তাহলে কোনো কিছুই আপনাকে রাশিয়ায় ধরে রাখতে পারবে না?'

ইনসারভ চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত এলেনা তাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে লাগলো। সেদিন ইনসারভ তার কাছে হয়ে উঠলো অন্য এক লোক। যে লোকটির সঙ্গে এইমাত্র সে কথা কইলো, সে যেন আর সেই লোক নয় যার সঙ্গে দু'ঘণ্টা আগে তার দেখা হয়েছিলো।

সে দিনের পর থেকে এলেনার সঙ্গে ইনসারভ আরও ঘন ঘন দেখা করতে লাগলো, এদিকে বেরসেনেভের আসাটা গেলো অনেক কমে। দু' বন্ধুর মধ্যে অদ্ভুত কী যেন একটা ধীরে ধীরে জেগে উঠলো। দুজনেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারলেও সেটার নাম দিতে পারছিলো না। সে সম্বন্ধে আলোচনা করতেও তাদের ভয় হচ্ছিলো। এইভাবে এক মাস কেটে গেলো।

১৫

পাঠকরা জানেন আন্না ভাসিলিয়েভনা বাড়িতে থাকতেই ভালোবাসেন। কিন্তু মাঝে মাঝে একেবারে আচমকা অসাধারণ কিছু একটা করার জন্যে তাঁর অদম্য ইচ্ছে হয়, অসাধারণ কোনো partie de plaisir* এর জন্যে। সেই partie de plaisir-এর ব্যবস্থা করা যত কঠিন হয়ে ওঠে, তার জন্যে যত বেশী আয়োজন আর গোছগাছ করতে হয়, এবং তার

* ফরাসী ভাষায় — চড়ুইভাতি।

জন্যে আন্না ভাসিলিয়েভনার যত বেশী উৎকণ্ঠা হয় ততই তিনি রোমাঞ্চ বোধ করেন। ঐ খেয়ালটা তাঁর শীতকালে চাপলে তিনি পাশাপাশি দু'তিনটে বক্স রিজার্ভ করে সব বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে থিয়েটারে যান, কিম্বা এমন কি যান মুখোশ পরা বলনাচের আসরে। গ্রীষ্মকালে গ্রামের কোনো দূর জায়গায় তিনি যান বেড়াতে। পরের দিন মাথা ধরেছে বলে কাতরান আর অভিযোগ করেন, বিছানায় শুয়ে থাকেন। কিন্তু মাস দুই পরে আবার তাঁর অদম্য আগ্রহ জাগে কোনো কিছু "অসাধারণ" ব্যাপারের জন্যে। এবারেও সে ঘটনা ঘটলো। কে একজন তাঁকে ৎসারিৎসিনোর সৌন্দর্যের কথা বলে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন পরশু ৎসারিৎসিনোয় তিনি যাবেন। বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেলো। স্তাখভকে আনার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে মস্কোয় ছুটলো এক দূত। তার সঙ্গে চললো এক খানসামা। তার ওপর কেনার ভার—মদ, মাংসের পেস্ট আর নানা ধরনের খাবার। শুবিনকে বলা হলো একটা ছাতখোলা গাড়ি ভাড়া করতে, কারণ কোচে জায়গা হবে না আর আরও কতকগুলো ঘোড়া জোগাড় করতে। ছোকরা চাকরকে দুবার ছুটতে হোলো নেমন্তন্ন চিঠি নিয়ে বেরসেনেভ আর ইনসারভের কাছে — জোয়ার প্রথম চিঠিটা লেখা রুশীতে, পরেরটা ফরাসীতে। আন্না ভাসিলিয়েভনা স্বয়ং তরুণীদের বেড়াবার পোষাকের ভার নিলেন। ইতিমধ্যে আর একটু হলেই কিন্তু ঐ partie de plaisir প্রায় ভেস্তে গিয়েছিলো। মস্কো থেকে স্তাখভ ফিরলেন, তাঁর মেজাজটা চড়া আর তিরিক্ষি। এখনো তাঁর অগুস্তিনা খৃস্তিয়ানভনার সঙ্গে বনিবনাও হয়নি। ব্যাপারটা শুনে সোজা তিনি বলে দিলেন যাবেন না। বললেন যে কুন্‌ৎসভো থেকে মস্কো, তারপর মস্কো থেকে ৎসারিৎসিনো, তারপর ৎসারিৎসিনো থেকে আবার মস্কো, তারপর মস্কো থেকে আবার কুন্‌ৎসভোয় দৌড়ঝাঁপ করার কোনো মানে হয় না। তিনি যোগ করে দিলেন, "আর শেষ কথা ... কেউ আমার কাছে প্রমাণ করে দিক যে পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বেশী ফুর্তি আছে, তাহলেই আমি যাবো।" সে কথাটা অবশ্য কেউই প্রমাণ করতে পারলো না। সম্ভ্রান্ত সঙ্গীর অভাবে আন্না ভাসিলিয়েভনা আর একটু হলেই ঐ partie de plaisir-কে বাতিল করে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু উভার ইভার্নভিচের কথা মনে পড়লো। এই বিপদে তাঁকে তিনি ডেকে পাঠালেন। মনে মনে বললেন, 'ডুবন্ত লোক খড় কুটোকেও চেপে ধরে।' উভার ইভার্নভিচের ঘুম ভাঙানো হলো। নীচে এলেন তিনি। আন্না ভাসিলিয়েভনার কথাগুলো নিঃশব্দে শুনলেন, আঙুলগুলো নাড়লেন আর যেতে রাজী হয়ে সবাইকে দারুণ অবাক করে দিলেন। আন্না ভাসিলিয়েভনা তাঁর গাল চুম্বন করে বললেন, তিনি ভারি ভালো লোক। বিদ্রূপের হাসি হেসে স্তাখভ বললেন: quelle bourde*। (সুযোগ পেলেই তিনি "কেতাদুরস্ত" ফরাসী কথা বলে থাকেন।) পরের দিন সকাল সাতটায় গাড়ি দুটো স্তাখভ'এর বাড়ির উঠোন থেকে বেরুলো। জিনিসপত্রে একেবারে ঠাসা। একটা গাড়িতে বসেছে মেয়েরা, ঝি আর বেরসেনেভ। কোচোয়ানের কাছে উঠেছে ইনসারভ। অন্য গাড়িতে উভার ইভার্নভিচ আর শুবিন। উভার ইভার্নভিচ স্বয়ং আঙুল দিয়ে শুবিনকে ইঙ্গিত করেছিলেন তাঁর পাশে বসার জন্যে। তিনি জানতেন ৎসারিৎসিনো পর্যন্ত সমস্ত পথ শুবিন তাঁর পিছনে লাগবে। কিন্তু এই "কালো মাটির প্রাণরস" আর তরুণ শিল্পীটির মধ্যে একটা অদ্ভুত বন্ধন আর অমার্জিত সারল্য ছিলো। এবার কিন্তু শুবিন তার মোটা বন্ধুর পিছনে লাগলো না। সে চুপচাপ, অন্যমনস্ক আর শান্ত হয়ে রইলো।

অসম্পূর্ণ ৎসারিৎসিনো দুর্গে গাড়ি দুটো যখন থামলো তখন নীল নির্মেঘ আকাশের অনেক উপরে সূর্য উঠেছে। এমন কি দুপুর বেলাতেও দুর্গটাকে থমথমে দেখাচ্ছে। সবাই ঘাসের উপর নেবে সঙ্গে-সঙ্গে বাগানে গেলো। সামনে চললো এলেনা, জোয়া আর ইনসারভ। তাদের পিছনে উভার ইভার্নভিচের হাতে ভর দিয়ে চললেন আন্না ভাসিলিয়েভনা। আন্না ভাসিলিয়েভনার মুখটা পরিপূর্ণ আনন্দে উজ্জ্বল। উভার ইভার্নভিচ হাঁপাতে হাঁপাতে হেলে-দুলে হাঁটতে লাগলেন। নতুন স্ট্র হ্যাটটা তাঁর কপালে চেপে বসেছে, উঁচু বুটে ঘেমে উঠেছে তাঁর পা দুটো। কিন্তু তাঁরও ভালো লাগছিলো। শুবিন আর বেরসেনেভ চললো সবাইকার

---

* কী বাজে কথা।

পিছনে। বেরসেনেভকে শুবিন ফিসফিস করে বললো, "ভেটার‍্যানদের মতো আমরা ভাই, থাকবো রিজার্ভে।" এলেনার দিকে ভুরু তুলে সে বললো, "এলেনার সঙ্গে এখন বুলগেরিয়া।"

দিনটা ভারি চমৎকার। চারদিকে ফুল ফুটেছে, চারদিকে গুনগুনুনি আর গান। দূরে পুকুরগুলো ঝিকমিক করছে। সবকিছুই মনকে প্রফুল্ল করে তোলে। "কী চমৎকার! কী চমৎকার!" ক্রমাগত বলে চললেন আন্না ভাসিলিয়েভনা। তাঁর উৎসাহিত চীৎকারের প্রত্যুত্তর উভার ইভানভিচ দিতে লাগলেন সামান্য মাথা নেড়ে। এমন কি একবার বলেও বসলেন, "সত্যিই!" এলেনা মাঝে মাঝে ইনসারভের সঙ্গে কথা কইতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে জোয়া তার টুপিব চওড়া কিনারটা ধরে রইলো দু'আঙুল দিয়ে। চঞ্চল পায়ে সে চলেছে। পরনে একটা গোলাপী বারেজের পোষাক। ছোট্ট পায়ে ফিকে ছাই-রঙা, সামনের দিক ভোঁতা জুতো। বারবার সে এপাশ-ওপাশ বা পিছনে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চাপা স্বরে শুবিন চীৎকার করে উঠলো, "আরে! মনে হচ্ছে জোয়া নিকিতিচনা পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। আমি বরং তার কাছে যাই। এলেনা নিকলায়েভনা আজকাল আমাকে ঘেন্না করে আর আন্দ্রেই পেত্রভিচ, তোমাকে সে করে ভক্তি। এ দুটো একই জিনিস। আমি চললাম। যথেষ্ট আমি মন খারাপ করে থেকেছি। আর শোনো হে, আমার উপদেশ, গাছপালায় তুমি মন দাও -- তোমার অবস্থায় এটাই সবচেয়ে ভালো। বিজ্ঞানের দিক দিয়েও এতে তোমার উপকার হবে। বিদায়!" জোয়াব কাছে দৌড়ে গিয়ে সে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "Ihre Hand, Madame"*। তারপর তারা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো। এলেনা থেমে বেরসেনেভকে ডেকে তার হাতটা ধরলো। কিন্তু কথা বলে চললো ইনসারভের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলো লিলি অফ দি ভ্যালি, মেপল, ওক, লাইম-গাছের বুলগেরিয়ান নাম কী। (বেচারা বেরসেনেভ মনে-মনে বললো, "বুলগেরিয়া!")

---

* জার্মান ভাষায — আপনার হাত অনুগ্রহ করে দিন।

হঠাৎ সামনে থেকে একটা চীৎকার শোনা গেলো। প্রত্যেকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলো শুবিনের সিগার-কেসটা একটা ঝোপে ছিটকে পড়ছে। জোয়া সেটা ছুঁড়েছে। "এর জন্যে তোমায় মজা দেখাচ্ছি!" শুবিন বললো। ঝোপে গিয়ে সিগার-কেসটা নিয়ে সে ফিরে এলো জোয়ার কাছে। কিন্তু জোয়ার কাছে আসতে-না-আসতেই সিগার-কেসটা আবার ছিটকে পড়লো পথের ওপাশে। এই খেলাটা চললো চার-পাঁচ বার। শুবিন ক্রমাগত হেসে সাঙ্ঘাতিক ভয় দেখাতে লাগলো। জোয়া কিন্তু শুধু ধূর্ত হাসি হাসছিলো, উঠছিলো খিলখিল করে। শেষটায় শুবিন তার আঙুলগুলো ধরে এমন জোরে মুচড়ে দিলো যে সে মৃদু গলায় উঠলো আর্তনাদ করে। অনেকক্ষণ ধরে রাগের ভাণ করে সে আঙুলে ফুঁ দিতে লাগলো, আর শুবিন তার কানে-কানে কী যেন গুনগুন করতে লাগলো।

'ভারি দুষ্টু সব ছেলেমেয়েরা,' উভার ইভানভিচকে আন্না ভাসিলিয়েভনা হাসতে হাসতে বললেন।

তিনি আঙুল নাড়লেন।

'কেমন লাগছে জোয়া নিকিতিচনাকে?' এলেনাকে বেরসেনেভ প্রশ্ন করলো।

'আর শুবিনকে?' এলেনা উত্তর দিলো।

সবাই পেঁছিলো মিলভিদভো নামে এক কুঞ্জমণ্ডপে। সেখানে থেমে তারা ৎসারিৎসিনোর পুকুরগুলোর তারিফ করতে লাগলো। কয়েক ভার্স্ট ধরে একটার পর একটা পুকুর ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের পিছনে ঘন কালো বন। পাহাড়ের পাশ থেকে প্রধান পুকুরটা পর্যন্ত ঘাসে ঢাকা জমি। তার ফলে জলের রঙটা অদ্ভুত উজ্জ্বল পান্না-সবুজ হয়ে উঠেছে। জলে কোথাও ঢেউ বা ফেনা নেই, এমন কি তীরের কাছেও না। জলের উপরটা মসৃণ, ছোটো ছোটো ঢেউও নেই। যেন একটা বিরাট "ফণ্ট"*কে কাঁচ গলিয়ে ভরা হয়েছে আর সেই কাঁচটা জমাট বেঁধে ভারী আর স্বচ্ছ পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। আকাশটা ডুবে গেছে তার তলায়। ঝাঁকড়া

* খৃষ্টধর্মে অভিষিক্ত করার জলাধার।

গাছগুলো স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে তার স্বচ্ছ গভীরতায়। অনেকক্ষণ ধরে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করলো — এমন কি শুবিনও রইলো চুপ করে, জোয়াও হয়ে উঠলো চিন্তামগ্ন। শেষে তারা স্থির করলো নৌকোয় চড়বে। ঘাসে ঢাকা ঢালু জমি দিয়ে শুবিন, ইনসারভ আর বেরসেনেভ ছুটলো পরস্পরকে তাড়া করে। বিরাট একটা রঙ-করা নৌকো আর দুজন দাঁড়ীর দেখা পেয়ে তারা মহিলাদের ডাকলো। মহিলারা এলো তাদের কাছে। মহিলাদের পিছন-পিছন সাবধানে এলেন উভার ইভানভিচ। তিনি নৌকায় উঠে বসার সময় সবাই খুব হাসলো। "দেখবেন কর্তা, ডুবে যাবেন না যেন," একজন দাঁড়ী বললো। লোকটা তরুণ, নাকটা খাঁদা। পরনে তার আলেক্সান্দ্রিয়ান শার্ট। "হারামজাদা, মুখ বুজে থাক," উভার ইভানভিচ উত্তর দিলেন। নৌকো ছাড়লো। দাঁড় ধরলো যুবক তিনজন। কিন্তু একমাত্র ইনসারভই পারলো দাঁড় টানতে। শুবিন প্রস্তাব করলো এক সঙ্গে কোনো রুশী গান ধরা যাক। নিজে শুরু করলো "মা ভল্‌গা দিয়ে যেতে যেতে"। বেরসেনেভ, জোয়া এমন কি আন্না ভাসিলিয়েভনাও তার সঙ্গে গাইতে লাগলেন (ইনসারভ গাইতে পারে না)। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে উঠলো কেমন যেন বেসুরো ধরনের। তৃতীয় পঙক্তিতে গায়কদের বেধে গেলো। একমাত্র বেরসেনেভই চেষ্টা করলো খাদে গাইতে: "ঢেউতে দেখা যায় না কিচ্ছুই।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারও লজ্জা হোলো। দাঁড়ী দুজন পরস্পরের দিকে চোখ মটকে হেসে উঠলো। তাদের দিকে ফিরে শুবিন বললো। "দেখা যাচ্ছে এঁরা বিশেষ গাইতে জানেন না, তাই না?" আলেক্সান্দ্রিয়ান শার্ট-পরা ছোকরা শুধু মাথা ঝাঁকালো। শুবিন বললো, "দাঁড়াও খাঁদা, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। জোয়া নিকিতিচনা, নাইদরমেয়রের Le lac*টা গাও। দাঁড় টানা বন্ধ কর তো!" ভিজে দাঁড়গুলো ডানার মতো উঠে স্থির হয়ে রইল শূন্যে, টপটপ করে জল ঝরতে লাগলো। নৌকোটা খানিকটা ভেসে গিয়ে থেমে রাজহংসের মতো সামান্য দুলতে লাগলো। জোয়া দেখালো যেন তার

---

* হ্রদ।

ইচ্ছে নেই। আন্না ভাসিলিয়েভনা মিষ্টি করে বললেন, "Allons!"* জোয়া টুপি খুলে গাইলো: "O lac! l'année à peine a fini sa carrière..."**

তার স্বরটা জোরালো না হলেও স্পষ্ট। আয়নার মতো পুকুরের উপর দিয়ে সে স্বর ভেসে ভেসে গেলো। দূরের বনে প্রতিধ্বনি উঠলো প্রতিটি কথার। মনে হোলো সেখানেও যেন কেউ গাইছে পরিষ্কার, রহস্যময়, কিন্তু অমানুষিক ও অপার্থিব স্বরে। জোয়ার গান শেষ হতেই তীরের এক কুঞ্জমণ্ডপ থেকে জোরে শোনা গেলো "ব্রাভো" আর দৌড়ে বেরিয়ে এলো জন কয়েক লাল-মুখো জার্মান। ওরা ৎসারিৎসিনোয় এসেছিলো kneipen*** করতে। তাদের কয়েকজন ফ্রককোট, নেকটাই, এমন কি ওয়েস্টকোটও খুলে ফেলেছে। এমন সাংঘাতিক জোরে তারা "এনকোর" বলে চেঁচাতে লাগলো যে আন্না ভাসিলিয়েভনা আদেশ দিলেন পুকুরের অন্য পাড়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে। কিন্তু নৌকোটা তীরে ঠেকবার আগেই উভার ইভানভিচ আবার সবাইকে অবাক করে দিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বনের একাংশে প্রত্যেকটি শব্দের অতি স্পষ্ট প্রতিধ্বনি ওঠে। হঠাৎ তিনি কোয়েলের মতো তীক্ষ্ম স্বরে চেঁচাতে লাগলেন। প্রথমে সবাই চমকে উঠেছিলো, কিন্তু পরের মুহূর্তে তারা আন্তরিকভাবে হেসে ওঠে। কারণ উভার ইভানভিচ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চেঁচাচ্ছিলেন। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি চেষ্টা করলেন মিউ-মিউ করতে। কিন্তু তাঁর মিউ-মিউ করাটা অত ভালো হোলো না। আর একবার চেঁচিয়ে, দলের লোকদের দেখে তিনি চুপ করে গেলেন। শুবিন তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে চেষ্টা করলো। তাকে কিন্তু তিনি ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ঠিক তখনই নৌকোটা তীরে ঠেকলো। সবাই নেমে পড়লো।

ইতিমধ্যে গাড়োয়ান, চাকর আর ঝি গাড়ি থেকে বাস্কেটগুলো এনে

* এখানে মানে 'গাও'।

** হে হ্রদ! বছরের গতি এখনি শেষ হয়েছে।

*** মদ খেয়ে ফুর্তি করা।

কতকগুলো প্রাচীন লাইম-গাছের তলায় ঘাসের উপর খাবার পরিবেশন করে রেখেছিলো। টেবিলক্লথ ঘিরে বসে মাংসের পেস্ট আর অন্যান্য খাবার খাওয়ার শুরু হলো। দেখা গেলো সবাইকারই চমৎকার ক্ষিদে পেয়েছে। আন্না ভাসিলিয়েভনা ক্রমাগত অতিথিদের আরও খাবার দিয়ে চললেন, জোর দিয়ে বললেন যে খোলা জায়গায় খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো। এমন কি উভার ইভানভিচকেও তিনি সে উপদেশ দিলেন। উভার ইভানভিচের মুখটা খাবারে ঠাসা। তিনি অস্পষ্ট স্বরে বললেন, “দুর্ভাবনা কোরো না।” “কী চমৎকার দিনটা!” বারবার বলতে লাগলেন আন্না ভাসিলিয়েভনা। তাঁর চেহারায় অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসেছে, বয়েস যেন কুড়ি বছর কমে গেছে। বেরসেনেভ সে-কথা তাঁকে বললো। তিনি বললেন, “হ্যাঁ, কম বয়সে আমার চেহারাটা ভালোই ছিলো, প্রথম দশজন ভালো চেহারার মেয়েদের মধ্যে সব সময়েই পড়তাম।” শুবিন জোয়ার পাশে বসেছিলো। ক্রমাগত জোয়ার গেলাসটা সে মদ দিয়ে ভরে দিচ্ছিলো। খেতে অস্বীকার করছিলো জোয়া। শুবিন কিন্তু খাবার জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি করে শেষে নিজেই শেষ করছিলো তার গেলাসটা। তারপর আবার শুরু করছিলো গোড়া থেকে। এ কথাও জোয়াকে সে বললো যে তার কোলে মাথা রেখে শুতে তার ইচ্ছে করছে। জোয়া কিন্তু তাকে “অতটা স্বাধীনতা” নিতে দিলো না। সবাইকার চেয়ে এলেনাকেই দেখাচ্ছিলো বেশী গম্ভীর। কিন্তু তার অন্তরে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি। বহুদিন সেরকম প্রশান্তি সে অনুভব করেনি। অসীম প্রীতিতে ভরে গিয়েছিলো তার মন। তার পাশে শুধু সে ইনসারভকে চাইছিলো না, বেরসেনেভকেও চাইছিলো... আন্দ্রেই পেত্রভিচ তার অর্থ অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিলো আর চুপিচুপি ফেলছিলো দীর্ঘশ্বাস।

হু-হু করে সময় কেটে গেলো। ঘনিয়ে এলো সন্ধে। হঠাৎ আন্না ভাসিলিয়েভনা ভয় পেয়ে উঠলেন। বললেন, “ভারি দেরী হয়ে গেছে। আপনারা তো সবাই পানাহার করেছেন। এবার ফেরার সময় হয়েছে।” ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি আর সবাইও ব্যস্ত হয়ে পড়লো। উঠে পড়ে ধীরে ধীরে সবাই চললো দুর্গের দিকে। গাড়িগুলো দুর্গের কাছে

ছিলো। পুকুরগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার থামলো সবাই শেষ বারের মতো ৎসারিৎসিনোর সৌন্দর্য উপভোগ করতে। পল্লী অঞ্চল সূর্যাস্তের নানা উজ্জ্বল রঙে জ্বলে উঠেছে। আকাশটা গাঢ় লাল। সবে মৃদু বাতাস বইতে শুরু করেছে। সে বাতাসে রামধনু রঙের পাতাগুলো ঝিকমিক করে নড়ছে। দূরের জলটা গলা সোনার মতো জ্বলজ্বলে। পার্কের মধ্যেকার ছড়ানো কুঞ্জমণ্ডপ আর বুরুজগুলো গাঢ় সবুজ গাছগুলোর পটভূমিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "বিদায়, ৎসারিৎসিনো, আজকের বেড়াবার কথা কখনো আমরা ভুলবো না!" অস্ফুট স্বরে বললেন আন্না ভাসিলিয়েভনা... ঠিক সেই মুহূর্তে, যেন তাঁর কথাগুলোকে প্রমাণ করার জন্যেই এমন একটা ঘটনা ঘটলো বাস্তবিকই যেটা শীগগির ভোলা সম্ভব নয়।

ৎসারিৎসিনোকে আন্না ভাসিলিয়েভনা বিদায় জানাতে-না-জানাতেই নানা গলার চীৎকার আর প্রচণ্ড হাসি শোনা গেলো কিছু দূরের এক লাইলাক ঝোপের পিছন থেকে, আর সত্যিসত্যিই একদল লোক ছুটে বেরিয়ে এলো পথে। চুল তাদের এলোমেলো। এরাই সেই সঙ্গীত অনুরাগী যারা জোয়াব গানের অমন প্রচণ্ড তারিফ করেছিলো। ভদ্রলোকরা সম্ভবত একটু বেশী টেনেছিলো। মহিলাদের দেখে তারা থেমে গেলো। তাদের মধ্যে একজন কিন্তু টলমল করে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন করতে করতে এগিয়ে এলো আন্না ভাসিলিয়েভনার কাছে। লোকটার চেহারাটা দানবের আর ঘাড়টা ষাঁড়ের মতো, চোখ দুটো টকটকে লাল। আন্না ভাসিলিয়েভনা ভয়ে জমে গেলেন।

'বঁজুর মাদাম,' ভাঙা গলায় সে বললো। 'কেমন আছেন?'

আন্না ভাসিলিয়েভনা চমকে পিছিয়ে গেলেন।

ভাঙা-ভাঙা রুশীতে দানবটা বলে চললো, 'আমাদের কম্পানি যখন "এনকোর" আর "ব্রাভো" বলে চেঁচিয়েছিলো তখন আপনারা আবার গাইলেন না কেন?'

'ঠিক কথা, কেন?' চেঁচিয়ে উঠলো দলের সবাই।

ইনসারভ এক পা এগিয়ে গেলো। কিন্তু শুবিন তাকে থামিয়ে আন্না ভাসিলিয়েভনা আর সেই জার্মানটার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

সে বলতে শুরু করলো, 'শুনুন মাননীয় অপরিচিত ভদ্রলোক! আপনার ব্যবহারে বাস্তবিকই আমরা অবাক হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে আপনি ককেসিয়ান জাতের স্যাক্সন শাখার লোক। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি আপনি ভব্যতার আইনকানুন জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিনা পরিচয়ে আপনি এক মহিলার কাছে এগিয়ে গিয়ে কথা বলেছেন। বিশ্বাস করুন অন্য কোনো সময়ে আপনার সঙ্গে পরিচিত হলে আমি খুব সুখী হতাম। কারণ দেখতে পাচ্ছি আপনার হাতের আর কাঁধের মাংসপেশীগুলো অত্যন্ত বড় বড়। তাই ভাস্কর হিসেবে আপনাকে মডেল পেলে আমার খুসি হবার কথা। কিন্তু এখন আপনাকে অনুরোধ আমাদের জ্বালাতন করবেন না।'

"মাননীয় অপরিচিত ভদ্রলোকটি" শুবিনের কথা শুনলো কোমরে হাত দিয়ে মাথাটা তাচ্ছিল্যভরে উঁচিয়ে।

অবশেষে সে বললো, 'কী বলিলেন কিছুই বুঝলাম না। আপনি হয়তো ভাবিতেছেন আমি মুচি কিংবা ঘড়ি-সারিয়ে, তাই না? শুনুন! আমি Offizier, আমি রাজকর্মচারী।'

'সেটা আমি সন্দেহ করিনি,' শুবিন বললো।

'কিন্তু আমি বলিতেছি,' পথ থেকে কুটো সরাবার মতো করে সবল হাত দিয়ে শুবিনকে সরিয়ে সেই অপরিচিত লোকটি বলে চললো, 'আমি বলিতেছি: যখন "এনকোর" বলে চেঁচিয়েছিলাম কেন আপনারা তখন আবার গাননি? এক্ষুনি আমি চলিয়া যাবো, শুধু চাই যে এই ফ্রইলেন,- না এ মাদামকে নয়, এঁকে দরকার নেই — শুধু এটি, কিংবা ঐটি,' (সে এলেনা আর জোয়ার দিকে আঙুল তুলে দেখালো), 'জার্মান ভাষায় আমরা যাকে বলি einen Kuss, একটি চুমু, তা যদি দেন। হ্যাঁ, একটি চুমু, তাতে কোনো ক্ষতি নেই।'

'না, einen Kuss-এ কোনো ক্ষতি নেই,' তার দলের লোকরা সমস্বরে আবার বলে উঠলো।

'Ih! der Sakramenter!*' একজন জার্মান বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়লো। লোকটা একেবারে মাতাল হয়ে পড়েছে।

জোয়া ইনসারভের হাতটা চেপে ধরলো। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে সোজা দাঁড়ালো প্রকাণ্ড চেহারার অসভ্য লোকটার সামনে।

'চলে যান,' নীচু অথচ তীক্ষ্ম গলায় লোকটাকে সে বললো।

জার্মানটা অট্টহাসি হাসলো।

'চলে যান — মানে ? ভারি মজার কথা তো! আমিও কি বেড়াইতে পারি না? কথাটার মানে কী — চলে যান? কেন চলিয়া যাবো ?'

'কারণ এক মহিলাকে বিরক্ত করার দুঃসাহস আপনার হয়েছে,' বলে হঠাৎ ইনসারভ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। 'কারণ আপনি মাতাল।'

'কী? আমি মাতাল? কথাটা শুনিলে? Hören Sie das, Herr Provisor?** আমি Offizier, আর ওর কিনা সাহস... আমি Satisfaction চাই! Einen Kuss will ich!***'

'যদি আর এক পা এগোন...' ইনসারভ বলতে শুরু করলো।

'তা হইলে কী?'

'আমি আপনাকে জলে ছুঁড়ে ফেলবো।'

'জলে? Herr Je!**** আর কিছু না? বেশ, দেখা যাক, ভারি ইণ্টারেস্টিঙ। মানে কী, জলে...'

Offizier হাত তুলে এগিয়ে এলো। কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো: কাতরে উঠলো লোকটা, তার বিরাট দেহটা দুলুনি খেয়ে উঠে গেলো মাটির ওপরে, শূন্যে সে পা ছুঁড়তে লাগলো, আর মহিলারা চীৎকার করার আগেই, কী ঘটছে কেউ সেটা বোঝবার আগেই সেই Offizier পুঙ্গব ঝপাং করে পুকুরে পড়ে সঙ্গে-সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জলের মধ্যে তলিয়ে গেলো।

---

* ওঃ, শালা একটা!

** আপনি তো শুনলেন, কম্পাউণ্ডার মশায়?

*** একটি চুমু আমি খেতে চাই!

**** হে যীশু!

'ওঃ!' মহিলারা সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠলো।

'Mein Gott!'* অন্য দিক থেকে শোনা গেলো।

এক মিনিট কাটলো। তারপর জল থেকে উঠলো গোল একটা মাথা। ভিজে চুল তাতে লেপটে রয়েছে। মাথাটা থেকে উঠতে লাগলো ভুড়ভুড়ি। মুখের কাছে দুটো হাত থেকে থেকে অসহায়ভাবে ঝটপট করতে লাগলো।

'লোকটা ডুবে যাবে — ওকে সাহায্য করুন! ওকে বাঁচান!' আন্না ভার্সিলিয়েভনা চেঁচিয়ে বললেন ইনসারভকে। পা দুটো ফাঁক করে তীরে দাঁড়িয়ে ইনসারভ হাঁপাচ্ছিলো।

'ও ঠিকই বেরিয়ে আসবে,' ঘৃণার সুরে, নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্যে সে বললো। 'চলুন, যাওয়া যাক,' আন্না ভার্সিলিয়েভনার হাত ধরে সে যোগ করে দিলো। 'চলে আসুন, উভার ইভানভিচ, এলেনা নিকলায়েভনা।'

'উঃ! আঃ!' বলে চেঁচাতে লাগলো বেচারা জার্মানটা। তীরের কয়েকটা নলখাগড়া সে কোনো মতে ধরেছিলো।

সকলে চললো ইনসারভের পিছন-পিছন। যেতে হবে ঐ কম্পানি'র পাশ দিয়েই। কিন্তু দলপতিকে হারিয়ে হল্লাকারীরা ঘাবড়ে পড়েছিলো। একটা কথাও তারা বললো না। শুধু তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী একজন সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বিড় বিড় করে বললো, "এটা... ভগবানই জানেন এটা কী..." একজন এমন কি নিজের টুপিটাও খুললো। ইনসারভকে তাদের ভয়ংকর কিছু একটা বলে মনে হচ্ছিলো। আর তা মনে হবার যথেষ্ট কারণও ছিল, কারণ তার মুখের ভাবটা হয়ে উঠেছিলো অশুভ, ভয়াবহ। জার্মানরা তাদের সঙ্গীর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাকে জল থেকে টেনে তুললো। শক্ত জমিতে উঠেই সে সজল চোখে গালাগালি দিয়ে "রুশী বদমাইসদের" উদ্দেশে চীৎকার শুরু করলো। বলতে লাগলো তাদের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ করবে, বিচার চাইবে স্বয়ং কাউন্ট ফন কীজেরিট্সের কাছে...

চীৎকারটা কানে না তুলে "রুশী বদমাইসরা" কিন্তু দ্রুত পায়ে চলে

* হা ভগবান!

গেলো দুর্গে। আন্না ভাসিলিয়েভনা মৃদু স্বরে কাতরাচ্ছিলেন। তিনি ছাড়া পার্কটা পেরুবার সময় সবাই রইলো চুপচাপ। কিন্তু গাড়িগুলোর কাছে গিয়ে থামতেই এমন অদম্য হাসির দমকে সবাই কেঁপে উঠলো যে সে হাসি হোমারের স্বর্গবাসীদেরও কাঁপিয়ে তুলতে পারতো। পাগলের মতো তীক্ষ্ম গলায় প্রথম হেসে উঠলো শুবিন। তারপর হেসে উঠলো বেরসেনেভ। সে হাসছিলো ফুর্তির মৃদু চাপা হাসি। তারপর জোয়া ছড়িয়ে দিলো হাসির ছোটো ছোটো দানা। হঠাৎ আন্না ভাসিলিয়েভনা উঠলেন খিলখিল করে হেসে। এমন কি এলেনাও মৃদু না হেসে পারেনি। শেষে ইনসারভও সামলাতে পারলো না। কিন্তু সবচেয়ে জোরে, বেশীক্ষণ ধরে আর প্রচণ্ডভাবে হাসলেন উভার ইভানভিচ। হাসতে হাসতে তাঁর পেটে খিল ধরে গেলো। হাঁচতে লাগলেন, হাঁপাতে লাগলেন। কয়েক সেকেন্ড তিনি চুপ করে থাকেন তারপর সজল চোখে বলতে শুরু করেন, "আমি ... অবাক হয়ে ভাবছিলাম ... ঝপাং করে কী পড়লো?.. তারপর দেখি ... লোকটা ... জলে ডুবছে ..." শেষ কথাটা তিনি হেঁচকি তুলে বলার পর আবার হাসির নতুন দমকে তাঁর সর্বাঙ্গ দুলে উঠছিলো। জোয়া তাঁকে উত্তেজিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। বললো, "আমি দেখলাম এক জোড়া পা শূন্যে নড়ছে ..." উভার ইভানভিচ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "ঠিক বলেছো। এক জোড়া পা ... তারপর ঝপাং করে লোকটা জলে পড়লো!" -- "কিন্তু কী করে উনি পারলেন? ঐ জার্মানটার চেহারা তো ও'র তিনগুণ!" জোয়া বললো।—"আমি তোমাকে বলতে পারি কী করে," চোখ মুছে উত্তরে বললেন উভার ইভানভিচ। "আমি সবটা দেখেছি -- লোকটার কোমর এক হাত দিয়ে জড়িয়ে উনি তাকে উলটে ফেলেন, আর তারপর ... ঝপাং! কানে যেতেই অবাক হয়ে ভাবলাম কিসের শব্দ। ওমা দেখি লোকটা ডুবছে ..."

গাড়িগুলো চলতে শুরু করলো। ৎসারিৎসিনো দুর্গ অদৃশ্য হবারও অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত উভার ইভানভিচের হাসি থামলো না। শেষে শুবিন তাকে ধমক দিয়ে থামালো। এবারও তাঁর সঙ্গে সে একই গাড়িতে যাচ্ছিলো।

ইনসারভের লজ্জা করছিলো। গাড়িতে এলেনার মুখোমুখি সে বসে। বেরসেনেভ বসেছিলো কোচবাক্সে। ইনসারভ কথা বলছিলো না। এলেনাও ছিলো চুপচাপ। ইনসারভের মনে হোলো তার কাজটা এলেনা পছন্দ করেনি। কিন্তু আসলে তা নয়। প্রথমে এলেনা দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তারপর ইনসারভের মুখের ভাব দেখে সে উঠেছিলো চমকে। নানা ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছিলো। কী সে ভাবছিলো নিজেও ভালো করে জানে না। দিনের বেলাকার অনুভূতিটা আর তার নেই। সে কথা সে জানে। কিন্তু তার বদলে এসেছে অন্য একটা অনুভূতি। সেটা যে কী এখনো সে ঠিক বুঝতে পারছে না। Partie de plaisir বড় বেশীক্ষণ ধরে চলেছে। অজ্ঞাতসারে সন্ধেটা পরিণত হয়েছে রাতে। পেকে-ওঠা শস্য ক্ষেতের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়িটা। সেখানকার উষ্ণ সুগন্ধী বাতাসে গমের গন্ধ। চলেছে বিশাল মাঠের পাশ দিয়ে। তাতে হঠাৎ মুখের উপর হালকা তাজা একটা ঝলক এসে লাগে। মনে হয় যেন দিগন্তের কাছে আকাশটা ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। অবশেষে চাঁদ ভেসে উঠলো, ফ্যাকাশে লাল রঙ। আন্না ভাসিলিয়েভনা ঢুলছেন। জানালার বাইরে ঝুঁকে জোয়া পথের দিকে তাকিয়ে। অবশেষে এলেনার মনে হোলো এক ঘণ্টারও বেশী ইনসারভের সঙ্গে সে কথা বলেনি। তাকে একটা তুচ্ছ প্রশ্ন করলো সে। খুসি হয়ে ইনসারভ দিলো জবাব। বাতাসে একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেলো, যেন অনেক দূরে হাজার হাজার লোক কথা কইছে ... সে আওয়াজ মস্কোর, তাদের দিকে ছুটে আসছে মস্কো। সামনে ঝলমল করে উঠলো আলো, সংখ্যায় লাগলো বাড়তে। অবশেষে পথের পাথরে গাড়ির চাকাগুলো ঘড়ঘড় করে উঠলো। আন্না ভাসিলিয়েভনা জেগে উঠলেন। গাড়ির মধ্যে সবাই কথা কইতে লাগলো। কিন্তু কারো কথাই কিছু ঠাহর হচ্ছিলো না; কারণ পথের পাথরে দুটো গাড়ির চাকা আর বত্রিশটা খুর বেদম ঘরঘর করছে। মস্কো থেকে কুন্‌ৎসভো পর্যন্ত যাত্রার মনে হোলো যেন শেষ নেই। যাত্রীরা ঘুমতে লাগলো কিংবা চুপচাপ বসে রইলো। নানা কোণে ঠেস দিয়ে রইলো মাথাগুলো। একমাত্র এলেনাই চোখ বুজলো না, ইনসারভের কালো মূর্তিটার দিকে রইলো একদৃষ্টে তাকিয়ে। শুবিনের মনটা বেজায় খারাপ

হয়ে গেছে। যে মৃদু বাতাস তার মুখে লুটিয়ে পড়ছে তাতে সে উঠছে বিরক্ত হয়ে। গ্রেটকোটের কলার দিয়ে নিজের মাথাটা সে ঢাকলো আর একটু হলেই কেঁদে ফেলতো। সিটে বসে দুলতে দুলতে উভার ইভানভিচ আনন্দে নাক ডাকালেন। অবশেষে গাড়ি দুটো থামলো। দুজন চাকর আন্না ভাসিলিয়েভ্‌নাকে গাড়ি থেকে ধরে নামালো। তিনি ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতিথিদের শুভরাত্রি বলার সময় জানালেন, তিনি আধমরা হয়ে গেছেন। অতিথিরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে শুরু করলো। কিন্তু তিনি শুধু বারবার বলে চললেন, "আধমরা হয়ে গেছি"। ইনসারভের সঙ্গে করমর্দন করলো এলেনা (আগে কখনো সে করেনি)। অনেকক্ষণ ধরে পোষাক না ছেড়ে সে বসে রইলো জানালার ধারে। বেরসেনেভ চলে যাবার সময় এক সুযোগে শুবিন ফিসফিস করে বললো, 'হিরো বটে, মাতাল জার্মানকে জলে ছুঁড়ে ফেলা!'

'তুমি তো তাও করোনি,' উত্তর দিয়ে বেরসেনেভ ইনসারভের সঙ্গে বাড়ির দিকে যাত্রা করলো।

দুই বন্ধু যখন বাড়িতে পেঁছলো তখন ভোর হয়ে আসছে। সূর্য তখনো ওঠেনি, কিন্তু ইতিমধ্যেই মাঠ থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে, শাদা শিশির পড়ে রয়েছে ঘাসে, ভোরের স্কাই লার্কগুলো আধো অন্ধকার আকাশের অনেক উঁচুতে গান গাইছে। সে আকাশ থেকে সব শেষের মস্তো একটি তারা নীচের দিকে তাকিয়ে আছে এক নিঃসঙ্গ চোখের মতো।

১৬

ইনসারভের সঙ্গে আলাপ হবার অল্প পর থেকেই এলেনা একটা ডায়েরি লিখতে শুরু করে—এই নিয়ে ডায়েরি লেখা শুরু হলো তার পাঁচ ছ'বার। নীচে সেই ডায়েরি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হলো:

"জুন ... আন্দ্রেই পেত্রভিচ আমাকে বই এনে দেন, কিন্তু সেগুলো আমি পড়তে পারি না। সেকথা তাঁর কাছে কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না, কিন্তু বইগুলো আমি তাঁকে এই বলে ফেরৎ দিতে চাই না যে

সেগুলো আমি পড়েছি। আমার মনে হয় তিনি তাতে হতাশ হবেন। আমি যা করি সবকিছুই তিনি লক্ষ্য করেন। মনে হয় আমার প্রতি তিনি খুব অনুরক্ত। আন্দ্রেই পেত্রভিচ খুব ভালো লোক।

"...কী আমি চাই? আমার হৃদয়টা এতো ভারাক্রান্ত কেন, কেন এতো বেদনাময়? যে পাখীগুলো পাশ দিয়ে উড়ে যায় কেন তাদের দিকে চেয়ে থাকি ঈর্ষান্বিত হয়ে? ইচ্ছে হয় তাদের সঙ্গে উড়ে যাই, কোথায় যাব জানি না। এখান থেকে শুধু সে জায়গাটা হওয়া চাই অনেক অনেক দূরে। এই ইচ্ছেটা কি পাপ নয়? এখানে আমার আছেন মা, বাবা, পরিবারের সবাই। তাঁদের কি আমি ভালোবাসি না? না, যেরকম চাই সেরকম তাঁদের আমি ভালোবাসি না। একথাটা উচ্চারণ করা সাংঘাতিক, কিন্তু এটা সত্যি। হয়তো আমি অত্যন্ত পাপী, আর হয়তো সে কারণেই আমি এতো বিষণ্ণ আর অস্থির। মনে হয় যেন একটা ভারী হাত আমার ওপর চেপে রয়েছে। মনে হয় আমি আছি যেন এক জেলখানায়, দেয়ালগুলো এক্ষুনি বুঝি আমার ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়বে। কিন্তু অন্যদের এরকম মনে হয় না কেন? আমার আত্মীয়দের প্রতি আমি উদাসীন, কী করে তাহলে কাউকে ভালোবাসতে পারি? মনে হয় বাবা যে অভিযোগ করেন আমি শুধু বেড়াল আর কুকুরদের ভালোবাসি সে কথাটা ঠিক। এ বিষয়ে আমাকে আরো বেশী করে ভাবতে হবে। যথেষ্ট প্রার্থনা আমি করি না। আরো বেশী করে প্রার্থনা করতে হবে... তবুও মনে হয় আমি ভালোবাসতে পারবো!

"...এখনো মিঃ ইনসারভের সামনে আমার লজ্জা করে। ভেবে পাই না কেন। আমি তো আর এখন খুব ছোট নেই, আর তিনি তো খুব সাদাসিধে আর সদয়। মাঝে মাঝে তাঁকে খুব গম্ভীর দেখায়। আমাদের ছাড়াও সম্ভবত অন্য বিষয়ে তাঁকে ভাবতে হয়। সেটা আমি বুঝতে পারি। মনে হয় না তাঁর সময় নষ্ট করার দাবি আমার আছে। আন্দ্রেই পেত্রভিচ অন্য ধরনের। তাঁর সঙ্গে সমস্ত দিন ধরে আমি গল্প করতে পারি। কিন্তু তিনিও ক্রমাগত ইনসারভের কথা বলেন। কী সব সাংঘাতিক ধরনের খুঁটিনাটি কথা তিনি আমাকে বলেন! গত রাতে স্বপ্নে তাঁকে দেখেছি। তাঁর হাতে একটা ছোরা।

আমাকে তিনি বলেন, 'আমি তোমাকে মেরে ফেলবো, নিজেকেও।' কী সব বাজে ব্যাপার!

"... কেউ শুধু যদি আমায় বলতো, 'এই কাজটা তোমাকে করতেই হবে!' হৃদয়টা সদয় হওয়াই যথেষ্ট নয়। ভালো কাজ করা ... হ্যাঁ ... সেটাই জীবনের প্রধান কাজ। কিন্তু কী করে আমি তা করবো? নিজেকে যদি শুধু সংযত করতে পারতাম! আমি বুঝতে পারি না কেন মিঃ ইনসারভের কথা অত ভাবি। কখনোই নিজেকে জাহির করতে চেষ্টা না করে যখন তিনি এসে বসে বসে মন দিয়ে শুনে যান আমি তখন তাঁর দিকে তাকাই আর তাকিয়ে ভালো লাগে। কিন্তু এর বেশী আর কিছু নয়। যখন তিনি চলে যান তখন তাঁর কথাগুলো ক্রমাগত ভাবি, আর আমি নিজের উপর চটে উঠি, এমন কি বিরক্তও হয়ে পড়ি ... জানি না কেন। (তিনি ফরাসী ভালো জানেন না, কিন্তু তার জন্যে তিনি লজ্জা পান না। সেটা আমার ভালো লাগে।) কিন্তু নতুন লোকদের কথা আমি সর্বদা খুব বেশী করে ভাবি। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ আমাদের চাকর ভাসিলির কথা মনে হয়েছিলো। সে জ্বলন্ত বাড়ি থেকে এক পঙ্গু বুড়োকে উদ্ধার করে, আর তাতে আর একটু হলেই সে নিজে মরতো। বাবা তার প্রশংসা করেন, মা তাকে দেন পাঁচ রুবল বখশিস, আমি কিন্তু শ্রদ্ধায় তাকে প্রণাম করতেও পারতাম। লোকটার মুখটা সাদাসিধে এমন কি বোকা বোকা। পরে সে মদ ধরে।

"... আজ আমি এক ভিখিরি মেয়েকে পয়সা দিই। সে আমাকে জিগগেস করেছিল: 'কেন তুমি অত মনমরা?' কিন্তু আমার মনে হয়নি যে আমাকে মনমরা দেখায়। আমার মধ্যে যতটা ভালো আর যতটা মন্দ আছে তাই নিয়ে একা থাকি বলে, সর্বদাই একা বলে, বোধহয় আমি মনমরা হয়ে থাকি। এমন কেউ নেই যার দিকে হাত বাড়াতে পারি। আমার কাছে যারা আসে তাদের আমি চাই না, আর যাদের চাই ... তারা পাশ দিয়ে চলে যায়।

".. আজ আমার কী হয়েছে ভেবে পাচ্ছি না: আমার মাথা ঘুরছে, নতজানু হয়ে বসে আমি দয়া ভিক্ষা করতে প্রস্তুত। আমি জানি না কে মারছে কিম্বা কী ভাবে মারছে, কিন্তু মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাকে মেরে

ফেলছে। রেগে উঠে মনে মনে আমি চীৎকার করছি, কাঁদছি, নিজেকে সংযত করতে পারছি না... হে ভগবান! আমার এই আবেগগুলোকে শান্ত করে দাও। শুধু তুমিই সেটা পারো, কারণ আর সবকিছুই শক্তিহীন: আমার সামান্য দান, আমার কাজ — কিছুই, কোনো কিছুই আমাকে সাহায্য করতে পারে না। সানন্দে আমি চাকরানির কাজ নিতে রাজি, কারণ তাহলে নিশ্চয়ই অনেক ভালো বোধ করবো।

"আমার যৌবনে কী লাভ, কেন আমি বেঁচে আছি, কিসের জন্যে আমার আত্মা, কিসের জন্য সবকিছু?

"...ইনসারভ... মিঃ ইনসারভ — বাস্তবিকই জানি না কী করে তাঁর উল্লেখ করবো — এখনো আমার মন জুড়ে আছেন। তাঁর মনের কথাটা জানতে আমার ইচ্ছে করে। তাঁকে মনে হয় ভারি উদার, মনে হয় বোঝা খুব সহজ। তবুও কিন্তু কিছুই আমি দেখতে পাই না। মাঝে মাঝে তিনি ভারি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান — নাকি সেটা শুধুই আমার কল্পনা? পল ক্রমাগতই আমাকে বিরক্ত করে। তার উপর আমি চটে গেছি। সে কী চায়? সে আমার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু তার ভালোবাসা আমি চাই না। সে জোয়ার প্রেমেও পড়েছে। আমি তার প্রতি অবিচার করছি। গতকাল আমায় সে বলেছিলো অর্ধ-অবিচার করতে আমি জানি না। কথাটা ঠিক। এটা খারাপ।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোনো রকম একটা দুর্ভাগ্য, দারিদ্র্য কিম্বা অসুস্থতা দরকার নইলে মানুষের গর্ব যায় না।

"... ঐ দুই বুলগেরিয়ানের কথা আজ আমায় আন্দ্রেই পেত্রভিচ কেন বললেন? মনে হয় ইচ্ছে করেই তিনি বলেছেন। মিঃ ইনসারভ আমার কে? আন্দ্রেই পেত্রভিচের ওপর আমি চটে গেছি।

"... কলম নিয়ে আমি ভেবে পাচ্ছি না কী করে শুরু করবো। আজ বাগানে কী রকম আচমকা তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন! কী নরম তাঁর স্বভাব, কী আস্থা! কতো তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটে গেল! আমরা যেন অনেক দিনের বন্ধু, সবে যেন পরস্পরকে চিনতে পেরেছি। তাঁকে বুঝতে আমার এতো দেরি হলো কেন! এখন আমার কাছে তিনি কত নিকট! আর

সবচেয়ে মজার কথা এখন আমি অনেক শান্ত হয়ে পড়েছি। আশ্চর্য, গতকাল আমি আন্দ্রেই পেত্রভিচ আর তাঁর ওপর চটেছিলাম, এমন কি তাঁকে বলেছিলাম 'মিঃ ইনসারভ', কিন্তু আজ ... অবশেষে আমি এক সত্যবাদী লোকের দেখা পেয়েছি, যাঁর ওপর আমি নির্ভর করতে পারি। ইনি মিথ্যেবাদী নন। এই প্রথম আমি একজন মানুষকে দেখলাম যিনি মিথ্যে কথা বলেন না, কারণ সবাই আর সবকিছুই মিথ্যাচারী। আমার প্রিয় সদয় বন্ধু আন্দ্রেই পেত্রভিচ, আপনার উপর আমি এমন অবিচার করছি কেন? কিন্তু না! 'তাঁর' চেয়ে আন্দ্রেই পেত্রভিচ হয়তো বেশী শিক্ষিত, এমন কি বেশী বুদ্ধিমানও হতে পারেন কিন্তু 'তাঁর' পাশে ও'কে ভারি ছোট মনে হয়। যখন 'তিনি' তাঁর দেশের কথা বলেন তখন তাঁর চেহারাটা ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে, তাঁর মুখটা হয়ে ওঠে আরো বেশী আকর্ষণীয়, স্বরটা শোনায় ইস্পাতের মতো, আর মনে হয় পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তাঁর চোখ দুটো নত করতে পারবে। তিনি শুধুই কথা বলেন না, অনেক কাজ তিনি করেছেন, আরো কাজ করবেন। তাঁকে আমি অনেক প্রশ্ন করবো। কী রকম আচমকা আমার দিকে ফিরে তিনি মৃদু হেসেছিলেন... ভাই ছাড়া এমন কেউ করতে পারে না। আমি কী খুসি হয়ে উঠেছি! তিনি যখন প্রথম আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন আমি কল্পনাও করতে পারিনি এতো তাড়াতাড়ি আমরা বন্ধু হয়ে উঠবো। প্রথম দিকে উদাসীন ছিলাম বলে এখন আমি খুসি... উদাসীন? এখন কি আর আমি উদাসীন নই?

"...বহুদিন আমি এমন শান্ত বোধ করিনি। আমার হৃদয়টা এখন ভারি শান্ত, অত্যন্ত শান্ত। লেখার কিছুই নেই। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, আর কিছুই নয়। লেখার আর কী আছে?

"...পল আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। আন্দ্রেই পেত্রভিচ আগের চেয়ে কম আসেন... বেচারা! মনে হয় তিনি... কিন্তু তা অসম্ভব। আন্দ্রেই পেত্রভিচের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে... কখনোই নিজের সম্বন্ধে তিনি কথা বলেন না, সর্বদাই কথা বলেন যুক্তিযুক্ত আর প্রয়োজনীয় বিষয়ে। তিনি শুবিনের মতো নন। শুবিন প্রজাপতির মতো জমকালো। কিন্তু নিজের

সাজসজ্জার তারিফ সে নিজেই করে, প্রজাপতিরা তা কখনো করে না। কিন্তু শুবিন আর আন্দ্রেই পেত্রভিচ দুজনেই ... জানি কী বলতে চাইছি।

"...'তিনি' এখানে আসতে ভালোবাসেন, সেকথা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু কেন? আমার মধ্যে তিনি কী দেখেছেন। একথা সত্যি যে আমাদের রুচি এক ধরনের: আমরা কেউই কবিতা ভালোবাসি না, আর শিল্প সম্বন্ধে আমরা কেউই বিশেষ কিছু জানি না। কিন্তু আমার চেয়ে তিনি অনেক ভালো! তিনি শান্ত। আর আমি তো সর্বদাই দুর্ভাবনা করি। তাঁর যাবার পথ আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে সাধন করার। কিন্তু আমার বেলায় কী, কোথায় আমি যাচ্ছি, কোথায় আমার বাসা? তিনি শান্ত, কিন্তু তাঁর সব চিন্তা পড়ে রয়েছে অনেক দূরে। একদিন চিরকালের জন্যে তিনি ফিরে যাবেন সমুদ্রের ওপাশে তাঁর দেশে। ভগবান তাঁর সহায় হোন। তা সত্ত্বেও যতদিন তিনি এখানে আছেন ততদিন তাঁর পরিচয় লাভ করে আমি খুসি থাকবো।

"কেন তিনি রুশী নন? কিন্তু না, তিনি রুশী হতে পারেন না।

"মা'ও তাঁকে পছন্দ করেন। মা বলেন তিনি বিনয়ী। বেচারা মা তাঁকে বুঝতে পারেন না। পল আর আমাকে বিরক্ত করে না—নিশ্চয়ই সে বুঝেছে যে তার ইঙ্গিতগুলো আমি অপছন্দ করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে সে হিংসে করে। দুষ্টু ছেলে! তার কী অধিকার আছে? কখনো কি আমি?...

"এ-সব একেবারে বাজে। এ-সব কথা কেনই বা আমার মনে হয়?

"...এটা কিন্তু অদ্ভুত যে আমার কুড়ি বছর বয়েসের মধ্যে কাউকেই ভালোবাসিনি। আমার মনে হয় দ. (আমি তাঁকে দ. বলে ডাকবো, কারণ দমিত্রি নামটা আমার ভালো লাগে) অমন শান্ত তার কারণ নিজের উদ্দেশ্য, নিজের স্বপ্নের কাছে নিজেকে তিনি সর্বান্তঃকরণে উৎসর্গ করেছেন। কেন তিনি বিরক্ত হবেন? কোনো কিছুর জন্যে মনে-প্রাণে নিজেকে বিলিয়ে দিলে কারুরই দুর্ভাবনা করার কোনো কারণ থাকে না, কারণ থাকে না জবাবদিহি করার। আমি তা চাই না, আমাদের উদ্দেশ্যই তা দাবি করে। একই ফুল দুজনেই আমরা ভালোবাসি। আজ একটা গোলাপ তুলেছিলাম।

একটা পাপড়ি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো। তিনি সেটা তুলে নেন ... পুরো গোলাপটাই তাঁকে দিয়ে দিয়েছি।

"...প্রায়ই দ. আসেন। গতকাল সমস্ত সন্ধে আমাদের সঙ্গে তিনি কাটান। বুলগেরিয়ান ভাষা তিনি আমাকে শেখাতে চান। তাঁর সঙ্গে থাকলে মনে হয় যেন নিজের পরিবারের কারুর সঙ্গে রয়েছি ... যেন তার চেয়েও আপনতর কারো সঙ্গে!

"...দিনগুলো হু-হু করে কেটে যাচ্ছে ... আমি খুসি, কিন্তু কী রকম যেন ভয়-ভয় করে। ইচ্ছে করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কান্না পায়। হে উষ্ণ আনন্দময় দিনগুলি!

"...এখনো আমার মন ভালো, কিন্তু মাঝেমাঝে সামান্য মন খারাপ হয়ে যায়। আমি সুখী ... আমি কি সুখী?

"...গতকালের বেড়াবার কথা বহুকাল ভুলবো না। কী সব অদ্ভুত, নতুন, ভয়ংকর সব স্মৃতি! সেই দানবটাকে যখন তিনি হঠাৎ তুলে বলের মতো জলে ছুঁড়ে ফেলেন তখন আমি ভয় পাইনি... কিন্তু 'তাঁকে' আমার ভয় করেছিলো। আর তা ছাড়া কী অশুভ, প্রায় নিষ্ঠুর মুখটা! কী ভাবে তিনি বললেন: ও ঠিকই বেরিয়ে আসবে! ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠেছিলাম। মনে হয় তাঁকে আমি একেবারেই চিনি না। পরে সবাই যখন হাসে, আমিও যখন হাসি, তখন তাঁর জন্যে আমার কী কষ্টই না হয়েছিলো! তিনি লজ্জা পেয়েছিলেন—সে-কথা আমি বুঝেছিলাম—আমার কাছে তিনি লজ্জা পেয়েছিলেন। পরে সে-কথা গাড়িতে আমায় তিনি বলেছিলেন, যখন অন্ধকারে তাঁকে দেখার চেষ্টা করছিলাম আর ভয় করছিলো। স্পষ্টই বোঝা যায় ঠাট্টাতামাসা করার মতো লোক তিনি নন, তিনি জানেন অপরের পক্ষ কী ভাবে নিতে হয়। কিন্তু ঐ রাগটা কেন, কেন ঠোঁটের কাঁপুনিটা, চোখের বিষটা? বোধহয় তা না হয়ে পারে না? পুরুষ ও যোদ্ধা হলে কি কোমল আর শান্ত হতে পারা যায় না? হালে তিনি আমাকে বলেছেন জীবনটা ভারি কর্কশ। সে-কথা আন্দ্রেই পেত্রভিচকে আমি বলি। তিনি কিন্তু দ.'র সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মধ্যে কার কথা ঠিক? তবু কিন্তু কী সুন্দরভাবে সে-দিনটা শুরু হয়েছিলো! তাঁর পাশে

হাঁটতে আমার কী ভালোই না লাগছিলো, এমন কি যখন তিনি কথা বলছিলেন না তখনও... যাই হোক, ও-ঘটনাটা ঘটেছে বলে আমি খুসি। মনে হয় ও না হয়ে আর কিছু হতে পারতো না।

"...আবার উৎকণ্ঠা। আমার খুব ভালো লাগছে না।

"...কয়েক দিন ধরে এই ডায়েরিতে কিছুই লিখিনি, কারণ লেখার মেজাজ ছিলো না। মনে হয়েছিলো যাই লিখি না কেন সেটা আমার অন্তরের কথা হবে না। আমার অন্তরে কী আছে? তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কয়েছি, তাতে অনেক বিষয়ে আমার চোখ খুলে গেছে। তাঁর পরিকল্পনার কথা আমায় তিনি বলেছেন। (ভালো কথা, এখন আমি জানি কেন তাঁর গলায় ঐ ক্ষতচিহ্নটা। হা ভগবান! যখন ভাবি তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিলো, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন, তিনি আহত হয়েছিলেন...) যুদ্ধ হবে বলে তিনি নিশ্চিত, যুদ্ধ এগিয়ে আসছে বলে তিনি খুসি। সঙ্গে সঙ্গে দ.'কে ওরকম বিষণ্ণ কখনো দেখিনি। কী কারণে তিনি... তিনি... বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলেন? সহর থেকে ফিরে বাবা আমাদের দুজনকে একত্র দেখেন। যেভাবে আমাদের দিকে তিনি তাকান সেটা অদ্ভুত। আন্দ্রেই পেত্রভিচ যখন এলেন দেখলাম তিনি খুব ফ্যাকাশে আর রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর মতে শুবিনের সঙ্গে আমার ব্যবহারটা নিরুত্তাপ আর উদাসীন। তার জন্যে তিনি আমাকে বকলেন। পলকে আমি একেবারে ভুলে গেছি। তার সঙ্গে আবার দেখা হলে না হয় আমার ভুলটা শুধরে নেবো। কিন্তু তার দিকে মন দেবার যে আমার এখন সময় নেই... পৃথিবীর কারুর দিকেই মনে দেবার সময় নেই। আন্দ্রেই পেত্রভিচ এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন যেন তিনি অনুতপ্ত। এ সবের মানে কী? আমার চারিদিকের, আমার অন্তরের সবকিছুই এতো বিষণ্ণ কেন? মনে হচ্ছে আমার চারিদিকে আর আমার অন্তরে রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে। মনে হচ্ছে আমাকে সঠিক কথাটা বার করতেই হবে...

"...গত রাতে ঘুমতে পারিনি। মাথা ধরেছে। কী হবে লিখে? তিনি আজ খুব তাড়াতাড়ি চলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে খুব ইচ্ছে

করেছিলো...মনে হয় আমাকে তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, তিনি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন!

"...কথাটা খুঁজে পেয়েছি—একটা আলো পেয়েছি দেখতে! হে ভগবান, আমায় করুণা কর!.. আমি প্রেমে পড়েছি!"

১৭

যেদিন ঐ শেষ সাংঘাতিক কথাটা এলেনা তার ডায়েরিতে লিখলো সেদিন ইনসারভ বেরসেনেভের ঘরে বসেছিলো আর বেরসেনেভ দাঁড়িয়েছিলো তার সামনে। মুখে বিস্ময়ের ভাব। এইমাত্র ইনসারভ জানিয়েছে আগামী কাল সে সহরে ফিরে যাবে।

বেরসেনেভ চেঁচিয়ে উঠলো, 'কিন্তু বন্ধু, সবচেয়ে ভালো সময় যে সবে শুরু হয়েছে! মস্কোতে তুমি কী করবে? হঠাৎ এই সিদ্ধান্তের মানে? কোনো খবর কি পেয়েছো না অন্য কিছু?'

ইনসারভ উত্তর দিলো, 'আমি কোনো খবর পাইনি। কিন্তু কোনো কারণে এখানে আমি আর থাকতে পারি না।'

'থাকতে পার না!'

ইনসারভ বললো, 'আন্দ্রেই পেত্রভিচ। অনুরোধ করছি পীড়াপীড়ি কোরো না। তোমাকে ছেড়ে যেতে খুব কণ্ট হবে। কিন্তু উপায় নেই!'

বেরসেনেভ তার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

শেষে বললো, 'জানি কিছুতেই তোমার মত বদলানো যাবে না। তোমার সিদ্ধান্তটাই তা হলে চূড়ান্ত?'

'একেবারে চূড়ান্ত,' ইনসারভ উত্তর দিলো। উঠে চলে গেলো সে।

বেরসেনেভ খানিক ঘরে পায়চারি করলো। তারপর টুপিটা নিয়ে চলে গেলো স্তাখভদের বাড়ি।

'আমাকে কিছু বলবেন?' তার সঙ্গে একলা হবার সঙ্গে-সঙ্গে এলেনা বললো।

'হ্যাঁ... কী করে জানলেন?'

'যেমন করেই হোক না। কথাটা বলুন।'

ইনসারভের সিদ্ধান্তের কথা বেরসেনেভ বললো।

ফ্যাকাশে হয়ে গেলো এলেনা।

'এর কারণটা কী বলে আপনার মনে হয়?' অতি কষ্টে সে প্রশ্ন করলো।

বেরসেনেভ বললো, 'জানেন তো, ইনসারভ নিজের কাজের জবাবদিহি করতে ভালোবাসে না। তবু মনে হয়... এলেনা নিকলায়েভনা, বসা যাক। আপনাকে মোটেই সুস্থ দেখাচ্ছে না... মনে হয় এই হঠাৎ চলে যাবার কারণটা বুঝতে পারছি।'

'কী সেটা?' অজ্ঞাতসারে বেরসেনেভের হাতটা চেপে ধরে এলেনা বললো। আঙুলগুলো তার হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গেছে।

'কী করে সেটা বুঝিয়ে বলি?' বিষণ্ণ হেসে বেরসেনেভ শুরু করলো। 'গত বসন্তকালের কথায় আমাকে ফিরে যেতে হবে, যখন ইনসারভকে আমি ভালো করে চিনতে পারি। তখন এক আত্মীয়ের বাড়িতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই আত্মীয়ের একটি মেয়ে ছিলো—ভারি সুন্দরী। মনে হয় তাকে ইনসারভের বেশ ভালো লেগেছিলো। সে-কথা তাকে বলি। সে হেসে বলেছিলো আমার ভুল হয়েছে, কারণ তার হৃদয়ে কোনো দাগ পড়েনি। বলেছিলো সে-ধরনের কিছু ঘটলে সঙ্গে-সঙ্গে সে চলে যেতো কারণ, সে বলেছিলো, ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে তৃপ্ত করার জন্যে সে তার উদ্দেশ্য আর কর্তব্যকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না। সে বলেছিলো, "আমি বুলগেরিয়ান, রুশী প্রেম চাই না।"'

'আর এখন... আপনি কি মনে করেন তিনি?..' ফিসফিস করে এলেনা বললো। এমনভাবে মুখটা ফিরিয়ে নিলো যেন সে আঘাতের আশংকা করছে। কিন্তু বেরসেনেভের হাতটা সে ছাড়লো না।

বেরসেনেভও গলা নামিয়ে বললো, 'মনে হয় সে-বার যে অনুমানটা ভুল করেছিলাম এবার সেটা সত্যি হয়েছে।'

'অর্থাৎ আপনি মনে করেন... আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না!' আচমকা মুখ ফুটে বেরিয়ে এল কথাটা।

তাড়াতাড়ি করে বেরসেনেভ উত্তর দিলো, 'মনে হয় ইনসারভ এক রুশী

মেয়ের প্রেমে পড়েছে। সে মনস্থির করে ফেলেছে তার প্রতিজ্ঞা পালন করবে, চলে যাবে।'

এলেনা তার হাতটা আরও জোর করে ধরে আরও নীচুতে মাথা নোয়ালো। ও যেন লুকতে চায় এক অপরিচিত লোকের দৃষ্টি থেকে, আগুনের শিখার মতো হঠাৎ মুখে গ্রীবায় ছড়িয়ে-পড়া রক্তোচ্ছ্বাসটাকে সে যেন ঢাকতে চায়।

বললো, 'আন্দ্রেই পেত্রভিচ, দেবদূতের মতো আপনি দয়ালু। বিদায় নিতে তিনি আসবেন, আসবেন না?'

'হ্যাঁ, মনে হয় আসবে, কারণ সে যেতে চাইবে না বিনা...'

'তাঁকে বলবেন, দয়া করে বলবেন ...'

বেচারা মেয়ে, আর কিছু সে বলতে পারলো না। ঝরঝর করে তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। দৌড়ে বেরিয়ে গেলো সে।

"এলেনা তাহলে এতো বেশী ওকে ভালোবাসে," ধীরে ধীরে বাড়ি যেতে যেতে ভাবতে লাগলো বেরসেনেভ, "এটা আমি আশা করিনি। ইতিমধ্যে এতো জোরালো হয়ে উঠবে বলে কল্পনা করিনি। এলেনা বলেছে আমি দয়ালু," সে ভেবে চললো... "কে জানে কী ভেবে বা কী উদ্দেশ্যে এলেনাকে ওকথাগুলো বললাম? নিশ্চয়ই দয়ার জন্যে নয়। ছোরাটা বাস্তবিকই ক্ষতের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকেছে কিনা নিতান্ত সেইটে দেখবার জঘন্য ইচ্ছে থেকেই তো তা করেছি... আমার খুসি হওয়া উচিত—ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে আর আমিই তাদের সাহায্য করেছি... 'বিজ্ঞান এবং রুশী জনসাধারণের ভবিষ্যৎ মধ্যস্থ,' শুবিন আমাকে এই বলে ডাকে। স্পষ্টতই আমার কপালে লেখা আছে মধ্যস্থ হব। কিন্তু যদি আমার ভুল হয়ে থাকে? না, ভুল আমার হয়নি..."

বেরসেনেভের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। রাউমরের রচনায় সে মন দিতে পারলো না।

পরের দিন একটার খানিক পরে ইনসারভ স্তাখভদের বাড়িতে গেলো। এমনই কপাল, আন্না ভাসিলিয়েভনার ওখানে একজন অতিথি ছিলেন — পাদ্রির স্ত্রী, তাঁর প্রতিবেশিনী। ভদ্রমহিলা খুব ভালো, সম্ভ্রান্ত। কিন্তু

পুলিসের সঙ্গে তাঁর সামান্য হাঙ্গামা বেধেছে, কারণ খুব গরম এক দিনে তিনি রাস্তার কাছের এক পুকুরে স্নান করেছিলেন। সে-পুকুরের পাশ দিয়ে গাড়ি করে যাতায়াত করেন এক উচ্চপদস্থ জেনারেলের পরিবারের লোকেরা।

বাইরের লোক থাকায় প্রথমে এলেনার মনে হয়েছিলো ভালোই হয়েছে। ইনসারভের পায়ের শব্দ শোনার সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখটা শাদা হয়ে যায়। কিন্তু যখন সে ভাবলো তার সঙ্গে নিভৃতে কথা না বলেই ইনসারভ হয়তো বিদায় নেবে তখন বুকের স্পন্দন প্রায় থেমে গেলো। ইনসারভকে বিব্রত দেখাচ্ছিল। এলেনার দিকে সে তাকালো না। এলেনা ভাবলো, "উনি এখুনি বিদায় নিতে পারেন না, পারেন কি?" যেন তার ভয়টাকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যেই ইনসারভ আন্না ভার্সিলিয়েভনার দিকে ফিরলো। এলেনা তাড়াতাড়ি উঠে তাকে পাশে, জানালার দিকে ডাকলো। অবাক হয়ে পাদ্রির স্ত্রী চেষ্টা করলো ঘুরতে। কিন্তু এমন আঁটসাঁট করে ফিতেগুলো বাঁধা যে প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে তাঁর করসেটটা উঠতে লাগলো খসখস করে। তিনি সে প্রচেষ্টা ত্যাগ করলেন।

এলেনা তাড়াতাড়ি বললো, 'জানি কেন এসেছেন। আপনার সংকল্পের কথা আন্দ্রেই পেত্রোভিচ বলেছেন। কিন্তু আমার অনুরোধ — সনির্বন্ধ অনুরোধ, আজ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবেন না। কাল সকাল এগারটা নাগাদ আসবেন। আপনার সঙ্গে কতকগুলো কথা আমাকে কইতেই হবে।'

ইনসারভ নিঃশব্দে মাথা নোয়ালো।

'আপনাকে আর ধরে রাখবো না... কথা দিলেন তো?'

ইনসারভ আবার ঝুঁকে অভিবাদন করলো, কিন্তু কোনো কথা বললো না।

আন্না ভার্সিলিয়েভনা ডাকলেন, 'লেনা, এখানে এসো। দেখ, কী চমৎকার হাত-ব্যাগটা।'

'নিজে হাতে আমি এম্ব্রয়ডারি করেছি,' পাদ্রির স্ত্রী বললেন।

এলেনা জানালা থেকে চলে এলো।

মিনিট পনের পরে ইনসারভ চলে গেলো। যতক্ষণ সে সেখানে ছিলো এলেনা তাকে দেখছিলো আড়চোখে। ইনসারভের অস্বস্তি লাগছিলো, ক্রমাগত সে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিলো। অদ্ভুতভাবে সে চলে গেলো — গেলো ভারি আচমকা, যেন মিলিয়ে গেলো বাতাসে।

দিনটা খুব ধীরে ধীরে কাটলো। দীর্ঘ, দীর্ঘ রাতটা কাটলো আরও ধীরে। এলেনা কখনো বিছানায় বসে, হাত দিয়ে দু'হাঁটু চেপে ধরে মাথা রাখে তার উপর কিংবা জানালার কাছে গিয়ে ঠাণ্ডা শার্সির উপর গরম কপালটা চেপে ধরে একই কথাগুলো ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে। বুকখানা তার হয়তো বা পাথর হয়ে গিয়েছিলো, নাকি গিয়েছিলো হারিয়ে: হৃদয়ের স্পন্দন সে আর অনুভব করছিলো না। শুধু মাথার মধ্যে দপদপ করে যন্ত্রণা দিতে লাগলো শিরাগুলো, চুলগুলো চামড়ায় জ্বালা ধরিয়ে দিলো আর ঠোঁট দুটো উঠলো শুকিয়ে। "উনি আসবেন — মা'র কাছে উনি বিদায় নেননি… আমাকে উনি ঠকাতে পারেন না… আন্দ্রেই পেত্রভিচের কথাগুলো কি সত্যি? না, তা অসম্ভব। তিনি বলেননি আসবেন। তাঁর সঙ্গে কি আমার চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো?" এই ধরনের নানা চিন্তা তার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো। এ চিন্তার আসা নেই, যাওয়া নেই, কেবল মনের মধ্যে কুয়াশার মতো সেগুলো উঠলো তরঙ্গায়িত হয়ে। "উনি আমাকে ভালোবাসেন!" কথাগুলো তার সমস্ত সত্তার উপর উঠতে লাগলো ঝলসে। অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে সে রইলো চেয়ে। যে হাসি কেউ দেখতে পেলো না সেই হাসি জেগে উঠলো তার ঠোঁটে… কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে আঙুল দিয়ে সে চেপে ধরতে লাগলো মাথার পিছনটা আর যে ভাবনাগুলো থেকেই গেছে সেগুলো আবার তার মনে উঠতে লাগলো তরঙ্গায়িত হয়ে। ঊষার ঠিক আগেই পোষাক ছেড়ে সে বিছানায় শুলো, কিন্তু ঘুমতে পারলো না। সূর্যের প্রথম জ্বলন্ত তীরগুলো তার ঘরে এলো ছুটে… "যদি উনি আমাকে ভালোবাসেন!" হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো। তার উপর যে আলো এসে পড়েছিলো তাতে লজ্জিত না হয়ে সে বাড়ালো তার হাত দুটো…

উঠে পোষাক পরে সে নীচে গেলো। তখনো কেউ ওঠেনি। বাগানে গেলো সে। বাগানটা এতো স্তব্ধ, সবুজ আর তাজা, পাখীরা এমন অন্তরঙ্গ সুরে ডাকছে, ফুলগুলোকে এমন আনন্দে ভরা দেখাচ্ছে যে তার কেমন যেন ভয়-ভয় করলো। সে ভাবলো, "তা যদি সত্যি হয় তাহলে কোনো ঘাসই আমার চেয়ে বেশী সুখী নয়! কিন্তু এ কি সত্যি?" নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সে সময় কাটাবার জন্যে পোষাক বদলাতে লাগলো। কিন্তু সবকিছুই খসে পড়তে লাগলো তার হাত থেকে। প্রসাধনের ছোট আয়নার সামনে অসম্পূর্ণ সাজে সে বসে রইলো, এমন সময় তার ডাক পড়লো চা খাবার। নীচে গেল সে। মা তার ফ্যাকাশে ভাবটা লক্ষ্য করলেন, কিন্তু শুধু বললেন, "আজ সকালে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।" তারপর তিনি আবার চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "পোষাকটা তোমাকে ভারি মানায়। কারুর মন টানতে চাইলে এই পোষাকটা সবসময়ই পরো।" এলেনা এক কোণে বসলো, কোনো কথা বললো না। ঘড়িতে ন'টা বাজলো। এগারোটার জন্যে আরো দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। একটা বই সে তুলে নিলো, তারপর লাগলো ছুঁচের কাজ করতে, তারপর আবার নিলো বইটা। তারপর স্থির করলো এক পথে একশো বার পায়চারি করবে। তাই সে করলো। তারপর অনেকক্ষণ ধরে আন্না ভাসিলিয়েভনার পেশেন্স খেলা দেখলো। কিন্তু যখন সে ঘড়িটার দিকে তাকালো তখন দশটাও বাজেনি। বসার ঘরে শুবিন এলো। এলেনা চেষ্টা করলো তার সঙ্গে কথা কইতে। তার কাছে সে ক্ষমা চাইলো, কিসের জন্যে জানে না। যে কথাই সে বলে তাইতেই কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। শুবিন তার দিকে ঝুঁকে পড়লো... এলেনা ভাবলো সে তাকে ঠাট্টা করবে, কিন্তু চোখ তুলে দেখলো বিষণ্ণ সহৃদয় একটি মুখ। সে-মুখের দিকে তাকিয়ে এলেনা মৃদু হাসলো। শুবিনও মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। এলেনা চাইলো তাকে থামাতে, কিন্তু তাড়াতাড়ি বুঝতে পারলো না কী বলে তাকে ফেরাবে। অবশেষে এগারোটা বাজলো। অধীর হয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো. কান খাড়া করে রইলো। কিছু আর সে করতে পারলো না, এমন কি চিন্তা করাও

থামালো। তার বুকটা ধকধক করে উঠলো, ক্রমশ সেই ধকধকানিটা হতে লাগলো জোরে জোরে, আর অদ্ভুত, মনে হলো যেন সময়টা হু-হু করে কেটে যাচ্ছে। পনেরো মিনিট কাটলো, তারপর আধঘণ্টা, তারপর আরো কয়েক মিনিট, অন্তত তাই তার মনে হলো, আর তারপর বারোটা না বেজে ঘড়িতে একটা বাজতে শুনে হঠাৎ সে উঠলো চমকে। "উনি আসবেন না, বিদায় না নিয়েই উনি চলে যাবেন!" কথাটা মনে হতেই তার মাথায় রক্ত ছুটে এলো। মনে হলো তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, চোখ দুটো উঠলো জলে ভরে। ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে সে বিছানায় আছড়ে পড়লো, মুঠো করা হাতের উপর রাখলো মুখটা।

আধঘণ্টা ধরে স্থির হয়ে সে শুয়ে রইলো, আঙুলের ভিতর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে ভিজিয়ে দিলো বালিশটা। হঠাৎ সে উঠে বসলো। তার মধ্যে অদ্ভুত একটা কিছু ঘটতে লাগলো — তার মুখের ভাবটা গেল বদলে, তার ভিজে চোখগুলো আপনা থেকে শুকিয়ে উঠে চকচক করতে লাগলো, ভুরুগুলো উঠলো কুঁচকে, ঠোঁট দুটো রইলো জোরে চাপা। আরো আধঘণ্টা কাটলো। পরিচিত স্বর শোনার জন্যে এলেনা শেষবারের মতো কান খাড়া করলো। তারপর উঠে গিয়ে বনেট আর দস্তানা পরে কাঁধে লেসের শালটা জড়িয়ে অলক্ষ্যে চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেরসেনেভের বাড়ির পথ ধরে দ্রুত পায়ে চললো।

১৮

পথের দিকে চোখ রেখে মাথা নীচু করে এলেনা হাঁটতে লাগলো। কিছুতেই তার ভয় নেই। কী যে করছে তার কোনো ধারণা নেই। শুধু সে আবার ইনসারভকে দেখতে চায়। খেয়াল নেই যে অনেকক্ষণ সূর্য অদৃশ্য হয়েছে, ঘন কালো মেঘে গেছে ঢেকে। খেয়াল নেই যে দমকা বাতাস শোঁ শোঁ করে গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, টানছে তার পোষাকটা। পথের উপর ধুলো উড়ে ঘুরন্ত স্তম্ভের মতো ছুটছে ... বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো, কিন্তু সে গ্রাহ্য করলো না। বৃষ্টি আরো জোরে পড়তে লাগলো, বিদ্যুৎ লাগলো চমকাতে, মেঘ লাগলো ডাকতে। চারিদিকে

তাকাবার জন্যে এলেনা থামলো... তার কপালটা ভালো, যেখানে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সে পড়েছিলো তার কাছেই একটা ভাঙা কুয়োর ধারে ছিলো একটা পরিত্যক্ত জীর্ণ উপাসনাঘর। সেখানে ছুটে গিয়ে তার নীচু ছাতের মধ্যে সে আশ্রয় নিলো। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। সমস্ত আকাশটা ঢেকে গেছে মেঘে। মৌন হতাশার দৃষ্টিতে এলেনা তাকালো পড়ন্ত বৃষ্টি ফোঁটার ঘন অবগুণ্ঠনের দিকে। ইনসারভকে দেখার শেষ আশাটাও মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে এলো এক বুড়ি ভিখিরি। হাত দিয়ে বৃষ্টির জল মুছে ঝুঁকে অভিবাদন করে সে বললো, "বৃষ্টি থেকে পালিয়ে এসেছি।" তারপর সে কুয়োর কাছে ধাপের উপর বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে আর কাৎরাতে লাগলো। এলেনা নিজের পকেটে হাত ঢোকালো। বুড়ি সেটা দেখলো। একসময় নিশ্চয়ই তার মুখটা সুন্দর ছিল। কিন্তু এখন সেটা রেখাবহুল আর হলদেটে। সে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, "অনেক ধন্যবাদ, মাণিক আমার।" এলেনা নিজের ব্যাগটা খুঁজে পেলো না, বুড়ি কিন্তু ইতিমধ্যেই হাত বাড়িয়েছে।

এলেনা বললো, 'দিদিমা, আমার কাছে পয়সা নেই। কিন্তু এটা তুমি নাও — হয়তো এটা তোমার কাজে লাগবে।'

এলেনা বুড়িকে তার রুমালটা দিলো।

'তোমার রুমাল নিয়ে আমি কী করবো মাণিক?' বুড়ি বললো। 'আমার নাতনির বিয়েতে বোধহয় এটা তাকে দিতে পারবো। তোমার দয়ার জন্যে ভগবান যেন তোমাকে পুরস্কার দেন!'

বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল।

'যীশু খৃষ্ট!' বিড়বিড় করে বুড়ি বলে নিজের উপর তিনবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো। 'মনে হচ্ছে আগে তোমাকে দেখেছি,' খানিক পরে সে বললো। 'মনে হচ্ছে আগে তুমি আমাকে ভিক্ষে দিয়েছিলে।'

এলেনা ভালো করে বুড়ির দিকে তাকিয়ে তাকে চিনতে পারলো।

সে বললো, 'হ্যাঁ, দিদিমা। তখন তুমি আমাকে জিগগেস করেছিলে আমি অত মনমরা কেন।'

'হ্যাঁ মাণিক, আমি তোমায় জিগগেস করেছিলাম। তাই তোমায় আবার

চিনতে পেরেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে এখনো তোমার মনে কষ্ট রয়েছে। রুমালটা যে একেবারে ভিজে — তুমি কি কাঁদছিলে? সব ছেলেমানুষ মেয়েরাই সমান, একই রকম তাদের দুঃখ আর শোক।'

'দিদিমা, কোন দুঃখ?'

'কোন দুঃখ? আমার মতো বুড়িকে, লক্ষ্মীটি, ঠকাতে চেয়ো না! আমি জানি কিসের জন্যে তুমি অতো দুঃখ পাচ্ছো, তোমার বাবা-মাকে হারিয়েছো বলে নয়। একসময়, মাণিক, আমিও ছেলেমানুষ ছিলাম, আমাকেও এরকম দুঃখ পেতে হয়েছে। সত্যিই হয়েছে। তুমি আমাকে এতো দয়া দেখিয়েছো বলে কথাটা তোমায় বলছি: তুমি একটি ভালো লোকের দেখা পেয়েছো। সে চঞ্চল প্রকৃতির নয়। তাকে বিশ্বাস করা যায়। তাকে কিছুতেই ছেড়ো না—প্রাণপণে তাকে ধরে রাখো। হবার হলে হবে, না হলে ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে। ব্যাপারটা এই। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছো কেন? জানো না আমি গুণতে পারি? যদি চাও তাহলে ... তাহলে রুমালের সঙ্গে তোমার সব দুঃখ আমি নিয়ে নেবো। সহজেই নিয়ে নেবো। দেখো — বৃষ্টি ধরে এসেছে। যতক্ষণ না থামে ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করো। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। জীবনে এই প্রথম ভিজছি, তা তো নয়। কথাটা তাহলে, মাণিক, মনে রেখো: তুমি দুঃখ পাচ্ছিলে, কিন্তু এখন তোমার দুঃখ আর নেই। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

সিঁড়ির ধাপ থেকে উঠে বুড়ি নড়বড় করতে করতে চলে গেলো। অবাক হয়ে এলেনা তাকিয়ে রইলো তার দিকে। "এর মানে কী?" নিজের মনে ফিসফিস করে সে বললো।

বৃষ্টি ধরে আসছে। মুহূর্তের জন্যে সূর্য হেসে উঠলো। ঘর থেকে এলেনা বেরুতে যাবে এমন সময় ইনসারভকে সে দেখতে পেলো দশ বারো পা দূরে। যে পথ দিয়ে এলেনা এসেছিলো সেই পথ দিয়ে বর্ষাতি পরে সে আসছে। মনে হলো সে যেন তাড়াতাড়ি চলেছে বাড়িতে।

ছোট্ট অলিন্দের জীর্ণ রেলিঙে হাতে ভর দিয়ে এলেনা চেষ্টা করলো

তাকে ডাকতে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না... চোখ না তুলে ইতিমধ্যেই ইনসারভ তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে...

'দ্মিত্রি নিকানরভিচ!' অবশেষে এলেনা ডাকলো। থেমে গিয়ে ইনসারভ পিছন দিকে তাকালো। প্রথমে এলেনাকে সে চিনতে পারেনি, কিন্তু পরের মুহূর্তেই সে কাছে এগিয়ে এলো।

'আপনি এখানে?' সে চেঁচিয়ে উঠলো।

নিঃশব্দে এলেনা উপাসনাঘরে ফিরে গেল। ইনসারভ এলো তার পিছন পিছন।

'আপনি এখানে?' আবার সে বললো।

এবারেও এলেনা কিছু বললো না, শুধু অনেকক্ষণ ধরে কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। ইনসারভ চোখ নামালো।

এলেনা প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি আমাদের বাড়ি থেকে আসছেন?'

'না ... অন্য এক জায়গা থেকে আসছি।'

'আমাদের বাড়ি থেকে নয়?' কথাটা বলে এলেনা চেষ্টা করলো হাসতে। 'এভাবে তাহলে আপনি কথা রাখেন! আপনার জন্যে সকাল থেকে আমি অপেক্ষা করছিলাম।'

'এলেনা নিকলায়েভনা, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে গতকাল আমি কোনো কথা দিইনি।'

এলেনা আবার দুর্বল হেসে নিজের মুখে হাত বোলালো। সে হাত, সে মুখ দুই খুব ফ্যাকাশে।

'তার মানে আমাদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই আপনি চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ,' ইনসারভ বিড়বিড় করে বললো। তার স্বরটা গম্ভীর ভাবলেশহীন।

'কী বললেন! আমাদের এতো দিনের পরিচয়, আমাদের অত আলাপ আলোচনা, এ সবের পরেও... তার মানে, এখানে যদি দৈবাৎ আপনার সঙ্গে দেখা না হোতো' (এলেনার স্বরটা কেঁপে উঠলো, মুহূর্তের জন্যে

সে থামলো) ... 'তাহলে আপনি আমার সঙ্গে করমর্দন না করেই চলে যেতেন, আর তার জন্যে দুঃখ হোতো না?'

ইনসারভ মুখ ফেরালো।

'এলেনা নিকলায়েভনা, ওভাবে কথা বলবেন না। এমনিতেই আমার মন যথেষ্ট ভার। বিশ্বাস করুন এই সিদ্ধান্ত করতে আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে। যদি আপনি জানতেন ...'

'কেন চলে যাচ্ছেন সেকথা জানতে আমি চাই না,' আতঙ্কিত হয়ে এলেনা তাকে বাধা দিলো। 'বোধহয় আপনাকে যেতে হবেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আমাদের ছাড়াছাড়ি হতেই হবে। উপযুক্ত কারণ না থাকলে নিশ্চয়ই আপনি আপনার বন্ধুদের কষ্ট দিতেন না। কিন্তু বন্ধুরা কি এইভাবে বিদায় নেয়? আপনি আর আমি তো বন্ধু, তাই না?'

'না,' ইনসারভ বললো।

'সে কী?' মৃদু স্বরে বললো এলেনা। তার গাল দুটো সামান্য লাল হয়ে উঠলো।

'আমরা বন্ধু নই বলেই চলে যাচ্ছি। যেকথা বলতে চাই না, আমাকে তা বলতে বাধ্য করবেন না. সেকথা আমি কিছুতেই বলবো না।'

'আমার সঙ্গে আগে আপনি খোলাখুলি কথা বলতেন,' মৃদু তিরস্কারের সুরে এলেনা বললো। 'আপনার মনে আছে?'

'তখন আমি খোলাখুলি কথা বলতে পারতাম, কারণ আমার লুকবার কিছু ছিল না। কিন্তু এখন ...'

'এখন কী?' এলেনা প্রশ্ন করলো।

'এখন ... এখন আমাকে যেতেই হবে। বিদায়!'

সেই মুহূর্তে ইনসারভ চোখ তুললে দেখতে পেতো এলেনার মুখটা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, তার নিজের মুখটা ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে ওঠা সত্ত্বেও। কিন্তু সে জোর করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো।

এলেনা বললো, 'দ্মিত্রি নিকানরভিচ, তাহলে বিদায়। দেখা যখন হয়েছে তখন অন্তত আপনার হাতটা আমাকে দিন।'

ইনসারভ তার হাতটা বাড়াতে গেল।

'না, দিতে পারবো না,' মৃদু স্বরে বলে আবার মুখ ফেরালো।

'দিতে পারবেন না?'

'না। বিদায়।'

দরজার দিকে সে যেতে শুরু করলো।

এলেনা বললো, 'আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। আপনি যেন আমাকে ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু আপনার চেয়ে আমার সাহস বেশী,' সে যোগ করে দিলো, সামান্য শিউরে উঠলো তার সমস্ত শরীর। 'আমি আপনাকে বলতে পারি... আপনি কি চান আমি বলি?.. কেন এখানে আমার দেখা আপনি পেয়েছেন? জানেন কোথায় আমি যাচ্ছিলাম?'

দারুণ অবাক হয়ে ইনসারভ এলেনার দিকে তাকালো।

'আমি আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।'

'আমার কাছে?'

এলেনা হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলো।

ফিসফিস করে সে বললো, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি — কথাটা আপনি আমার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলেন তো। তাই বললাম।'

'এলেনা!' চেঁচিয়ে উঠলো ইনসারভ।

এলেনা মুখ থেকে হাত সরিয়ে ইনসারভের দিকে তাকালো। তারপর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার।

এলেনাকে সে সজোরে চেপে ধরলো বুকে, কোনো কথা বললো না। ভালোবাসে সে কথা এলেনাকে তার বলারও দরকার হলো না। শুধু তার সেই ডাকটা থেকেই, মুহূর্তের মধ্যে লোকটার অমন রূপান্তর থেকে, এলেনা যে বুকটার ওপর বিশ্বাসভরে মাথা রেখেছে সে বুকের অমন ওঠা নামা, এলেনার চুলের ওপর তার অমন আঙুল বুলনো — এই সব থেকে এলেনা টের পেলো তাকে সে ভালোবাসে। ইনসারভ কোনো কথা বললো না, এলেনারও কোনো কথার প্রয়োজন ছিলো না। "ও আমার কাছে, আমায় ভালোবাসে... এর চেয়ে বেশী আমি আর কী চাই?" পরম একটা সুখের, শান্ত একটা আশ্রয়ের, একটা প্রাপ্তির, প্রশান্তির স্বর্গীয় তরঙ্গ তার সর্বাঙ্গে বয়ে গেলো। সে স্বর্গীয় প্রশান্তি মৃত্যুকেও অর্থময় ও

সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। এলেনা কিছুই চাইলো না, কারণ সবকিছুই সে পেয়েছে। "আমার ভাই, আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম!.." ঠোঁট তার ফিসফিস করে উঠলো। এলেনা বুঝতে পারলো না ইনসারভের না তার নিজের, কার হৃৎপিণ্ডটা তার বুকের মধ্যে স্পন্দিত হয়ে অমন মধুর ভাবে মিশে যাচ্ছে।

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ইনসারভ। আলিঙ্গনে বেঁধে রাখল আত্মসমর্পিতা তরুণ একটি প্রাণকে। নিজের হৃদয়ের উপর সে অনুভব করছে নতুন ও অসীম প্রিয় এক ভার। তার দৃঢ় সংকল্পকে চুরমার করে দিলো এক কমনীয় ও অনির্বচনীয় কৃতজ্ঞতা। যে-জল আগে কখনো তার চোখে আসেনি সেই জলে ভরে উঠলো তার চোখ।

এলেনা কিন্তু কাঁদলো না। বারবার সে শুধু বলতে লাগলো, 'বন্ধু আমার! ভাই আমার!'

'তাহলে আমার সঙ্গে যে-কোনো জায়গায় যেতে তুমি রাজী?' মিনিট পনের পরে ইনসারভ তাকে প্রশ্ন করলো। তখনো তাকে সে জড়িয়ে ধরে।

'যে-কোনো জায়গায়, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। তুমি যেখানে সেইখানেই আমার ঠাঁই।'

'নিজেকে ভুল বোঝাচ্ছো না তো? তুমি তো জানো আমাদের বিয়েতে তোমার বাবা-মা কিছুতেই মত দেবেন না।'

'না, ভুল বোঝাচ্ছি না। আমি জানি।'

'তুমি কি জানো আমি গরিব, প্রায় ভিখিরি?'

'জানি।'

'জানো কি আমি রুশী নই, রাশিয়াতে থাকা আমার কপালে লেখা নেই, তোমার দেশ আর আত্মীয়দের সঙ্গে তোমাকে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে হবে?'

'জানি, জানি।'

'তুমি কি এ-কথাও জানো নিজেকে আমি উৎসর্গ করেছি এক কঠিন আর বিপজ্জনক কাজে, জানো কি আমাকে... আমাদের বিপদের

মুখোমুখি হতে হবে, কষ্টে পড়তে হবে, হয়তো অপমানও সহ্য করতে হবে?'

'আমি জানি, সব জানি... তোমায় আমি ভালোবাসি।'

'জানো কি তোমার সব অভ্যেস ছাড়তে হবে, জানো কি সেখানে একলা, অপরিচিত লোকদের মধ্যে খেটে খেতে হবে?'

এলেনা ইনসারভের ঠোঁটে হাত দিলো।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

আবেগভরে ইনসারভ তার গোলাপী ছিপছিপে হাতটা চুম্বন করতে লাগলো। এলেনা হাতটা সরালো না। ছেলেমানুষের মতো আনন্দে, হাসিভরা কৌতূহলে সে চেয়ে চেয়ে দেখলো, হাতের তালু আর আঙুলগুলোকে সে চুম্বনে ভরে দিচ্ছে।

হঠাৎ সে আরক্ত হয়ে উঠে তার বুকে মুখ লুকলো। সস্নেহে দু'হাতে এলেনার মুখখানি তুলে তার চোখের দিকে তাকালো ইনসারভ।

'আমার শুভ কামনা নাও, আমার ধর্মপত্নী!' সে বললো।

১৯

এক ঘণ্টা পরে একহাতে বনেট আর একহাতে লেসের শাল নিয়ে এলেনা ধীরে ধীরে ফিরে এলো বসার ঘরে। তার চুল সামান্য এলোমেলো হয়ে গেছে, দু'গালে দেখা যাচ্ছে দুটি মৃদু লালচে ছোপ, ঠোঁটে ফুটে রয়েছে মৃদু হাসি। এমন কি তার আধবোঁজা চোখ দুটোও হাসছে। এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে যে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু এ ক্লান্তিটা তার ভালো লাগছে -- সত্যি বলতে কি সবকিছুই ভালো লাগছে তার। সবকিছুকেই মনে হচ্ছে ভারি সুন্দর আর মধুর। জানালার পাশে উভার ইভানভিচ বসেছিলেন। কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রেখে সামান্য আড়মোড়া ভেঙে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো সে।

'কী ব্যাপার?' অবাক হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন।

এলেনা জানে না কী বলবে। তাকে চুম্বন করার ইচ্ছে হচ্ছিলো তার।

'ঝপাং করে লোকটা জলে পড়লো...' শেষপর্যন্ত সে বললো।

কিন্তু অবাক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার সময় উভার ইভানভিচের মুখের একটি পেশীও নড়লো না। এলেনা তার শাল আর বনেটটা তাঁর গায়ের উপরে চাপিয়ে দিলো।

বললো, 'উভার ইভানভিচ, ডার্লিং। আমি ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে।' আবার হেসে তাঁর পাশের আরাম-কেদারায় সে গা ঢেলে দিলো।

'হুম,' বিড়বিড় করে উভার ইভানভিচ বললেন নাড়লেন তাঁর আঙুলগুলো। 'হুম . হ্যাঁ, মন্দ নয় '

চারিদিকে তাকিয়ে এলেনা ভাবতে লাগলো, "এইসব ছেড়ে শীগ্‌গিরই আমাকে যেতে হবে, কিন্তু অদ্ভুত কথা এই যে আমার ভয়, সন্দেহ কিম্বা দুঃখ হচ্ছে না ও, হ্যাঁ, মা'র জন্যে আমার দুঃখ হবে!" তারপর আবার সে দেখতে পেলো সেই ছোট্ট উপাসনার ঘরটা, শুনতে পেলো ইনসারভের স্বর আর অনুভব করলো তার আলিঙ্গন। আনন্দে ঢিপ ঢিপ করে উঠলো তার বুক, আনন্দে কিন্তু আস্তে করে, কেননা বুকও যে তার আনন্দে অলস। মনে পড়লো সেই বুড়ি ভিখিরির কথা। ভাবতে লাগলো, "বাস্তবিকই সে আমার দুঃখটা নিয়ে গেছে। আমি কী সুখী! এ সুখের যে আমি যোগ্য নই! কী তাড়াতাড়ি এল আমার সুখ!" আবেগে আর একটু গা ছেড়ে দিলেই তার আনন্দের চোখের জল বুঝি ঝরে পড়তো অঝোরে, কিন্তু সে চোখের জল সে চেপে রেখেছিলো চাপা হেসে। যে ভাবেই সে বসে, যে ভঙ্গীতেই সে থাকে, তাই মনে হয় ভারি সুন্দর, ভারি আরামের, কে যেন তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী হয়ে উঠলো মৃদু ও কোমল। তার সেই স্বাভাবিক অধীরতা, অস্বস্তি আর নেই। জোয়া ঘরে এলো। এলেনার মনে হলো জোয়ার মত সুন্দর মুখ কখনো সে দেখেনি। তারপর এলেন আন্না ভাসিলিয়েভনা। এলেনার বুকটা মুচড়ে উঠলো। কিন্তু ভারি কোমলভাবে সে চুম্বন করলো তাঁর কপালে, সামান্য পাক-ধরা চুলের কাছে। তারপর সে গেল নিজের ঘরে। সেখানকার সবকিছুই যেন তাকে দেখে হাসছে। একটা অত্যন্ত লাজুক উল্লাস আর আত্মদানের ভাব নিয়ে সে তার বিছানায় বসলো, সেই একই বিছানাটায়, যেখানে তিন ঘণ্টা আগে সে অমন যন্ত্রণায় সময় কাটিয়েছিলো! সে

ভাবলো, "অবশ্যই তখনও জানতাম সে আমায় ভালোবাসে। তার আগেও জানতাম ... কিন্তু না! না! ওরকম ভাবাটা পাপ।" "তুমি আমার স্ত্রী," মুখ দিয়ে হাত ঢেকে নতজানু হয়ে বসে ফিসফিস করে সে বলে উঠলো।

সন্ধের দিকে বিষণ্ণ হয়ে উঠলো সে। কতো দিন ইনসারভের দেখা পাবে না ভেবে তার মন খারাপ হয়ে গেলো। সন্দেহ না জাগিয়ে বেরসেনেভের কাছে ইনসারভ থাকতে পারে না। তাই এলেনা ও সে স্থির করেছিলো তাকে মস্কোয় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু গ্রীষ্ম শেষ হবার আগে একবার কি দু'বার আসবে দেখা করতে। এলেনা কথা দিয়েছিলো তাকে চিঠি লিখবে আর সম্ভব হলে কুন্‌ৎসভোর কাছে কোথাও দেখা করার ব্যবস্থা করবে। চা পানের জন্যে বসার ঘরে গেলো এলেনা। তার পরিবারের সবাই আর শুবিনকে সেখানে সে দেখলো। এলেনা ঘরে আসতেই শুবিন তার দিকে তাকালো তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে। এলেনার ইচ্ছে হোলো আগের মতো তার সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা কইতে। কিন্তু তার তীক্ষ্ন দৃষ্টিকে এলেনার ভয় হোলো। আর ভয় হোলো নিজেকে। এলেনার কেমন যেন মনে হোলো পনের দিনের জন্যে শুবিন তাকে যে ছেড়ে দিয়েছে সেটা নেহাৎ অকারণে নয়। অল্প পরে বেরসেনেভ এসে আন্না ভাসিলিয়েভনাকে জানালো ইনসারভ তাঁকে নমস্কার জানিয়েছে আর তাঁর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে মস্কো চলে গেছে বলে ক্ষমা চেয়েছে। সেই দিন এই প্রথম এলেনার সামনে ইনসারভের নাম উঠলো। এলেনা বুঝতে পারলো সে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠছে। বুঝতে পারলো, ওরকম একজন ভালো বন্ধু হঠাৎ চলে যাওয়ায় তার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু সে ভাণ করতে পারলো না, চুপচাপ বসে রইলো স্থির হয়ে। আন্না ভাসিলিয়েভনা খুব দুঃখ করতে লাগলেন। এলেনা চেষ্টা করলো বেরসেনেভের কাছে থাকতে। বেরসেনেভ তার গুপ্ত কথার খানিকটা জানা সত্ত্বেও তাকে সে ভয় করে না। তার সঙ্গে থেকে এলেনা শুবিনকে এড়িয়ে গেলো। উপহাস ভরা নয় কিন্তু তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে শুবিন বারবার তাকাতে লাগলো তার দিকে। সেই সন্ধেয় একাধিকবার বেরসেনেভও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো, কারণ সে আশা করেছিলো এলেনার আরও বেশী মন খারাপ দেখবে। এলেনার কপাল ভালো। বেরসেনেভ

আর শুবিন শিল্প নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলো। এলেনা সরে গিয়ে যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনতে লাগলো তাদের স্বর। ক্রমশ শুধু তারাই নয় ঘর আর তার চারিপাশের সবকিছুই হয়ে উঠলো স্বপ্নের অংশ টেবিলের উপরকার সামোভার, উভার ইভানভিচের খাটো ওয়েস্টকোট, জোয়ার পালিশ করা নখ, দেয়ালে তেল-রঙে আঁকা গ্র্যান্ড ডিউক কনস্তানতিন পাভলভিচের ছবি। সবকিছুই ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেলো। কিছুরই কোনো অস্তিত্ব রইলো না। তবু তাদের জন্যেই দুঃখ হোলো তার। "কী মানে ওদের এ জীবনের?" নিজেকে সে প্রশ্ন করলো।

'লেনা, তোমার কি ঘুম পেয়েছে?' মা প্রশ্ন করলেন।

প্রশ্নটা সে শুনতে পেলো না।

'বলছো, অর্ধ-সঙ্গত ইঙ্গিত?' শুবিনের এই তীক্ষ্ণ কথাগুলো শুনে এলেনা হঠাৎ জেগে উঠলো স্বপ্ন থেকে। শুবিন বলে চললো, 'কিন্তু তাতেই তো মজা! সঙ্গত ইঙ্গিত হতাশ করে, সেটা খৃষ্টধর্মবিরোধী। অসঙ্গত ইঙ্গিতে লোকে কান দেয় না। সেটা বোকামি। কিন্তু অর্ধ-সঙ্গত ইঙ্গিতে লোকে বিরক্তও হয় আর তাদের ধৈর্যের বাঁধও ভাঙে। ধরো, যদি বলি আমাদের দুজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে এলেনা নিকলায়েভনা প্রেমে পড়েছে, তাহলে সেটা কী ধরনের ইঙ্গিত হবে শুনি?'

এলেনা বললো, 'থামো, মঁসিয়ে পল। ইচ্ছে করছে দেখিয়ে দিই কী রকম বিরক্ত হয়েছি, কিন্তু সত্যি বলছি পারছি না। আমি ভারি ক্লান্ত।'

'তাহলে শুতে যাচ্ছো না কেন?' আন্না ভাসিলিয়েভনা প্রশ্ন করলেন। সাধারণত সন্ধেয় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। তাই সবাইকে শুতে পাঠাতে তিনি খুব ব্যগ্র। 'আমাকে শুভরাত্রি বলে যাও আন্দ্রেই পেত্রভিচ কিছু মনে করবেন না।'

এলেনা তার মাকে চুম্বন করে, সবাইকার উদ্দেশে ঝুঁকে অভিবাদন করে চলে গেলো। শুবিন তাকে এগিয়ে দিলো দরজা পর্যন্ত।

দোর গোড়ায় তাকে সে ফিসফিস করে বললো, 'এলেনা নিকলায়েভনা, আপনি মঁসিয়ে পলকে পায়ে মাড়িয়ে যান, নিষ্ঠুরভাবে মাড়িয়ে যান তাকে। তা সত্ত্বেও কিন্তু মঁসিয়ে পল আপনাকে, আপনার ছোট্ট পা দুটিকে,

আপনার ছোট্ট পায়ের জুতোজোড়াকে আর আপনার জুতোর সুখতলাগুলোকে পুজো করে।'

এলেনা কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে দিলো — যে হাতটা ইনসারভ চুম্বন করেছিলো সেটা নয়। নিজের ঘরে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে পোষাক খুলে সে ঘুমিয়ে পড়লো। সে-ঘুম গভীর আর প্রশান্ত, শিশুর ঘুমের মতো, কিংবা রোগমুক্ত শিশুর ঘুমের মতো মা যার দোলনার পাশে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে আর শুনছে তার নিশ্বাসের শব্দ।

২০

'আমার ঘরে একটু এসো,' আন্না ভাসিলিয়েভনাকে বেরসেনেভ শুভরাত্রি জানাবার পরেই শুবিন তাকে বললো। 'তোমাকে কয়েকটা জিনিস দেখাবো।'

শুবিন যেদিকে থাকতো বেরসেনেভ সেদিকে গেলো। ভিজে ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো অসংখ্য ছোটো-বড় সম্পূর্ণ আর আবক্ষ মূর্তি দেখে সে অবাক হোলো। ঘরের সব জায়গায় তা ছড়ানো।

'নিশ্চয়ই তুমি উঠে-পড়ে কাজ করতে লেগেছিলে,' শুবিনকে সে বললো।

শুবিন উত্তর দিলো, 'কিছু তো একটা করতে হবে। একটা যখন সফল হয় না তখন অন্যটার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু কর্সিকানের মতো বিশুদ্ধ শিল্পের চেয়ে বংশগত প্রতিহিংসা নিয়ে আমি বেশী মাথা ঘামাই। Trema, Bisanzia!*'

'বুঝলাম না,' বেরসেনেভ বললো।

'একটু সবুর কর। এই দেখ, বন্ধুবর হিতৈষী আমার, "এক নম্বর" প্রতিহিংসা।'

একটা মূর্তির ঢাকা সে খুললো। বেরসেনেভ দেখলো ইনসারভের চমৎকার আবক্ষ মূর্তি। তার চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। তার

---

* ইতালীয় ভাষায় — ভীত হও, বাইজেনটিয়া।

মুখের রেখাগুলো শুবিন খুঁটিয়ে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছে, একটা আশ্চর্য আকর্ষণীয় ভাব ফুটিয়ে তুলেছে তাদের মধ্যে — সততা, ভদ্রতা ও পৌরুষের ভাব।

বেরসেনেভ খুব খুসি হোলো।

চেঁচিয়ে উঠলো, 'বাস্তবিক, ভারি চমৎকার! অভিনন্দন জানাচ্ছি। এগজিবিশনে দেবার উপযুক্ত। এই চমৎকার শিল্পকাজকে কেন তুমি প্রতিহিংসা বলছো?'

'কারণ তুমি যাকে দয়া করে চমৎকার শিল্পকাজ বলছো সেটা আমি উপহার দিয়ে দেবো। এলেনা নিকলায়েভনার জন্মদিনে তাকে এটা দেবো। গল্পের নৈতিক উপদেশটা বুঝলে? আমি অন্ধ নই, আমার চারপাশে যা ঘটছে তা দেখতে পাই। কিন্তু আমি ভদ্রলোক, তাই প্রতিহিংসা নিই ভদ্রলোকের মতো।'

আর একটা মূর্তির ঢাকা খুলে সে বললো, 'আধুনিক কান্তিবিদ্যা শিল্পীর নানা জঘন্য কাজ করার ঈর্ষণীয় অধিকারকে মেনে নিয়েছে, সেগুলোকে প্রশংসা করে মহৎশিল্পের শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তাই এই বিশেষ কাজটি মহৎ শিল্প হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করে আমি প্রতিহিংসা নিয়েছি একেবারেই ভদ্রলোকের মতো নয়, নিতান্ত en canaille*! এটা হোলো "দু নম্বর"।'

দক্ষ হাতে সে ক্যানভাসটা টেনে সরিয়ে দিলো। বেরসেনেভ দেখলো ইনসারভের আর একটা মূর্তি। মূর্তিটা দান্তনের ধাঁচে করা। অমন হিংস্র, অমন ব্যঙ্গাত্মক কোনো কিছু কল্পনা করা কঠিন। তরুণ বুলগেরিয়ানটিকে দেখানো হয়েছে ভেড়ার মতো। পিছনকার দু'পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ঢুঁ মারার জন্যে মাথাটা তার নীচু। 'সুন্দর লোমওলা ভেড়ীদের এই মরদটি'র মুখে বোকা গাম্ভীর্য, বেপরোয়া, একগুঁয়েমি, আর কুৎসিত নির্বুদ্ধিতার ছাপ। কিন্তু মিলটা এতো স্পষ্ট যে বেরসেনেভ হো-হো করে হেসে উঠলো।

---

* হারামজাদার মতো।

শুবিন বললো, 'মজার, না? হিরো'কে চিনতে পারছো তো? এটাকেও এগজিবিশনে দেবার কথা বলবে? নিজের জন্মদিনে নিজেকে এটা উপহার দেবো... হুজুর, খুসি মনে একটু নাচতে কি পারি?'

শুবিন দু' তিনবার লাফালো। লাফাবার সময় নিজের পিছনে নিজেই লাথি মারলো।

বেরসেনেভ ক্যানভাসটা তুলে নিয়ে মূর্তিটার উপর ছুঁড়ে দিলো।

শুবিন বললো, 'তুমি কী মহান! দাঁড়াও, ইতিহাসে কাকে বিশেষ করে মহান বলে, মনে করো দেখি? আচ্ছা, সে-কথা যাক! আর এখন,' তৃতীয় একটা বেশ বড়সড় গোছের মাটির তালের ঢাকা খুলতে খুলতে সে গম্ভীর বিষণ্ণ সুরে বলে চললো, 'তুমি এমন একটা জিনিস দেখবে যাতে বন্ধুর বিনয় আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবে। তুমি এ-কথাটা ভালো করে জেনে রাখো যে সে বোঝে — এবারেও আসল শিল্পী হিসেবে যে নিজেকে নিন্দে করা কী রকম জরুরী আর উপকারী। অবলোকন করো!'

ক্যানভাসটা সাঁ করে উপর দিকে উঠে গেলো। বেরসেনেভ দেখতে পেলো দুটো মাথা। সেগুলো এতো ঘেঁষাঘেঁষি যে মনে হয় এক সঙ্গে বুঝি বড় হয়ে উঠেছে... প্রথমটায় সে বুঝতে পারলো না সেটা কী। কিন্তু আরও কাছ থেকে তাকিয়ে সে দেখলো একটা মাথা আন্নুশকার আর একটা শুবিনের নিজের। মূর্তি দুটো প্রতিকৃতি ততটা নয়, যতটা ব্যঙ্গমূর্তি। আন্নুশকাকে গড়া হয়েছে সুন্দর মোটাসোটা চাষী মেয়ে হিসেবে। কপালটা ছোটো, চোখ দুটো ড্যাবাড্যাবা, নাকটা খাঁদা ও বেহায়া ধরনের। তার পুরু ঠোঁটে নির্লজ্জ হাসি। মুখের অভিব্যক্তিটা কামাতুর, নিশ্চিন্ত ও বেপরোয়া, সামান্য ভালোমানুষী ভাবও আছে। নিজেকে শুবিন গড়েছে চোয়াড়ে লম্পটের মতো — গাল দুটো বসা, পাতলা চুলের গোছা নেতিয়ে পড়েছে, নিষ্প্রভ চোখে ফাঁকা চাউনি, খাড়া নাকটা মড়ার নাকের মতো।

ঘৃণায় বেরসেনেভ মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

শুবিন বললো, 'এই জুড়িকে কেমন লাগলো? একটা উপযুক্ত নাম দয়া করে ভেবে দেবে? প্রথম দুটোর নাম আগেই ভেবে রেখেছি। আবক্ষ মূর্তিটার তলায় লেখা থাকবে "নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্যে বদ্ধপরিকর বীর"। ও মূর্তিটার তলায় লেখা থাকবে "মুদি, সাবধান!" এখন এটার তলায় লেখা যেতে পারে "শিল্পী পাভেল শুবিনের ভবিষ্যৎ মূর্তি" .. সেটা কেমন?'

উত্তরে বেরসেনেভ বললো, 'চুপ কর। কী করে সময় নষ্ট করতে পারো এ-ধরনের..' সঙ্গে-সঙ্গে উপযুক্ত কথাটা তার মনে পড়লো না।

'তুমি কি "জঞ্জাল" বলতে চাইছো? কিন্তু শোনো হে, এগজিবিশনে দেবার মতো কিছু যদি করে থাকি তাহলে সেটা এই জুড়ি।'

'"জঞ্জাল" কথাটাই ঠিক,' বেরসেনেভ একমত হোলো। 'আর এইসব আজেবাজে জিনিসের মানে কী? এ-ধরনের ভবিষ্যতের দিকে তোমার ঝোঁক আছে বলে মনে হয় না, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে এ-দিকেই আমাদের শিল্পীদের ঝোঁকটা অনেক বেশী। মিছিমিছি তুমি নিজের দুর্নাম করছো।'

বিষণ্ণ সুরে শুবিন বললো, 'তোমার তাই মনে হয়? আমার যদি সেদিকে ঝোঁক না থাকে আর ভবিষ্যতে যদি সে-ঝোঁক হয়, তবে তার দোষ... একটি বিশেষ মেয়ের। জানো,' শোকাবহ ভঙ্গীতে ভুরু কুঁচকে সে যোগ করে দিলো, 'ইতিমধ্যেই মদ ধরার চেষ্টা করেছি?'

'মিথ্যা বলছো?!'

'সত্যি বলছি,' শুবিন উত্তর দিলো। হঠাৎ সে উঠলো হেসে। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'অবশ্য ভালো লাগে না। গিলতে আমার কষ্ট হয় আর পরে মাথাটা দারুণ ধরে। বিখ্যাত লুশ্চিখিন স্বয়ং বলে দিয়েছেন আমি কোনো কর্মের নই। খারলাম্পি লুশ্চিখিনের কথা বলছি। তিনি মস্কোর, এবং কারুর কারুর মতে সমস্ত রাশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় মাতাল। তিনি বলেছেন বোতলে আমার উৎসাহ নেই।'

সেই জুড়িটাকে ভাঙবার জন্যে বেরসেনেভ ঘুঁষি তুললো। শুবিন কিন্তু থামালো তাকে।

'আরে আরে, ও-কাজ কোরো না। ওটা হয়তো ভবিষ্যতে সাবধান করে দেবে, জুজুর কাজ করবে।'

বেরসেনেভ হাসলো।

'বেশ, তাহলে তোমার জুজুটাকে ছেড়ে দিলাম,' সে বললো। 'শাশ্বত বিশুদ্ধ শিল্প দীর্ঘজীবী হোক!'

'দীর্ঘজীবী হোক,' শুবিনও চেঁচিয়ে উঠলো। 'শিল্পের কাছে ভালোকে আরও ভালো বলে মনে হয়, আর যেটা খারাপ সেটা কোনো ক্ষতি করতে পারে না।'

দুই বন্ধু আন্তরিকভাবে করমর্দন করে বিদায় নিলো।

২১

জেগে উঠে এলেনা প্রথমে অনুভব করলো একটা আনন্দে ভরা ভয়। "এ কি সম্ভব? সত্যি এ কি সম্ভব?" নিজেকে প্রশ্ন করলো সে। এতো খুসি সে হয়ে উঠলো যে তার বুকের স্পন্দন প্রায় গেলো থেমে। নানা স্মৃতি ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, আচ্ছন্ন করলো তাকে। তারপর আবার পরম আনন্দ আর উল্লাস ভরা প্রশান্তি নেমে এলো তার মধ্যে। কিন্তু সকালে ক্রমশ সে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতে লাগলো। পরের কয়েকদিন সে অলস ও ক্লান্ত হয়ে রইলো, একলা বোধ করতে লাগলো। একথা সত্যি যে সে এখন জানে কী চায়। কিন্তু তাতে বিশেষ স্বস্তি পেলো না। সেই অবিস্মরণীয় সাক্ষাতের পরে প্রচলিত জীবনধারা থেকে চিরকালের জন্যে-সে ছিটকে পড়েছে। এখন, যদিও আর সে সেই জীবনধারার মধ্যে নেই, আছে তার থেকে অনেক দূরে, তবুও সবকিছু চলতে লাগলো যথারীতি, চিরপ্রচলিত নিয়মে — যেন কোনো কিছুই বদলায়নি। আগেকার জীবনই চলতে লাগলো, সবাই আশা করে রইলো এলেনা তাতে যোগ দেবে, তাকে সাহায্য করবে। এলেনা চেষ্টা করলো ইনসারভকে একটা চিঠি লিখতে, কিন্তু পারলো না। কাগজে যে কথাগুলো সে

লিখলো সেগুলো নিষ্প্রাণ, হয়তো বা মিথ্যে। ডায়েরি লেখা সে বন্ধ করেছিলো। শেষ লাইন যেটা লিখেছিলো তার তলায় টেনেছিলো একটা মোটা দাগ। সে সব অতীতের কথা। এখন তার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত সত্তা উন্মুখ হয়ে রয়েছে ভবিষ্যতের দিকে। মনমরা হয়ে পড়লো সে। মনে হোলো মা'র পাশে বসে বসে তাঁর কথা শোনা, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, তাঁর সঙ্গে কথা বলাটা যেন অপরাধ। তার মা কিছুই সন্দেহ করেননি। নিজের মধ্যে সে অনুভব করলো কেমন যেন কৃত্রিমতা। নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল তার যদিও এমন কিছু সে করেনি যাতে সে আরক্ত হয়ে উঠতে পারে। একাধিকবার তার দুর্নিবার ইচ্ছে হলো মা'কে সব কথা বলতে, সবকথা অকপটে প্রকাশ করতে — তাতে যাই হোক না কেন। "ওই উপাসনাঘর থেকে যেখানে দ্মিত্রি আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল সেখানে কেন সে আমায় সোজা নিয়ে যায়নি?" সে ভাবতে লাগলো। "সে কি আমায় বলেনি আমি তার ধর্মপত্নী? কেন আমি এখানে রয়েছি?" সবাইকে সে এড়িয়ে চলতে লাগলো, এমন কি উভার ইভানভিচকেও। তিনি অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, আগের চেয়ে বেশী করে নাড়তে লাগলেন আঙুলগুলো। তার চারিপাশের জিনিসগুলোকে আর বন্ধুত্বপূর্ণ কিম্বা আনন্দময়, এমন কি স্বপ্নের মতো বলেও মনে হোলো না। সেগুলো দুঃস্বপ্নের মতো তার উপর চেপে রইলো — অচল নিষ্প্রাণ বোঝার মতো। মনে হোলো সেগুলো যেন তাকে তিরস্কার করছে, তার উপর বিরক্তি প্রকাশ করছে, তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছে। মনে হোলো তারা বলছে, "এখনো তুমি যে আমাদের।" এমন কি তার অসহায় ও নিপীড়িত জীবজন্তুরাও তাকাতে লাগলো তার দিকে অবিশ্বাস আর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে — অন্তত তাই তার মনে হোলো। নিজের এই মনোভাবের জন্যে সে লজ্জা পেলো। নিজেকে সে বললো, "যাই হোক না কেন এটা তো আমার বাড়ি, আমার পরিবার, আমার দেশ!" আর একটা স্বর জোর দিয়ে বললো, "না, এখন আর এটা তোমার দেশ কিম্বা তোমার পরিবার নয়।" সে দারুণ ভয় পেয়ে উঠলো, নিজের ভীরুতায় উঠলো বিরক্ত হয়ে।

তার দুঃখের এই তো সবে শুরু, কিন্তু ইতিমধ্যেই সে হারাতে বসেছে তার ধৈর্য... সে যে কথা দিয়েছিল?

নিজেকে সামলাতে তার বেশ সময় লাগলো। একটা সপ্তাহ কেটে গেল, কেটে গেল আর একটা। আর তারপর এলেনা ফিরে পেলো তার আগেকার খানিকটা প্রশান্তি, নিজের নতুন অবস্থায় উঠলো অভ্যস্ত হয়ে। ইনসারভকে দুটি ছোট ছোট চিঠি লিখে সে নিজেই নিয়ে গেলো পোষ্টাফিসে; একে লজ্জা তায় গর্ব, তাই কিছুতেই সে-চিঠি সে দাসীর হাত দিয়ে পাঠাতে পারেনি। আশা করছিলো ইনসারভ নিজে আসবে দেখা করতে, কিন্তু একদিন সকালে তার বদলে এলেন স্তাখভ।

২২

অবসরপ্রাপ্ত গার্ডস্ লেফটেনাণ্ট স্তাখভের বাড়ির কেউ কখনো তাঁর সেদিনকার মতো ওরকম মনমরা অথচ হামবড়া ভারিক্কী ভাব দেখেনি। বসার ঘরে তিনি ওভারকোট আর টুপি পরে ধীরে ধীরে সশব্দে বড় বড় পা ফেলে এলেন। আয়নার কাছে এসে শান্ত কঠোর দৃষ্টিতে মাথা নেড়ে নেড়ে, ঠোঁট কামড়ে নিজের চেহারাটা ভালো করে দেখলেন। আন্না ভাসিলিয়েভনা তাঁর কাছে এলেন - যথারীতি ওপরে ওপরে উদ্বেগ, কিন্তু মনে মনে আনন্দ। স্তাখভ টুপিটা খুললেন না কিম্বা তাঁকে অভিবাদনও করলেন না। নিঃশব্দে তিনি এলেনাকে দিলেন তাঁর সোয়েডের দস্তানাটা চুম্বন করতে। জল-চিকিৎসা সম্বন্ধে আন্না ভাসিলিয়েভনা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কোনো উত্তর পেলেন না। উভার ইভানভিচ ঘরে এলেন। স্তাখভ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যালো!" সাধারণত তিনি উভার ইভানভিচের সঙ্গে নিরুত্তাপ ও উদ্ধত ব্যবহার করে থাকেন, যদিও তিনি স্বীকার করতেন যে "তাঁর মধ্যে খাঁটি স্তাখভ রক্তের নিদর্শন আছে"। একথাটা সর্বজন বিদিত যে রাশিয়ার প্রায় সব অভিজাত পরিবারই বিশ্বাস করে থাকে যে তাদের মধ্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের কুলবৈশিষ্ট্য। একাধিকবার আমাদের কানে এসেছে "পদসাল্লাসকিন" নাক আর "পেরেপ্রেয়েভ" গ্রীবাসন্ধি সম্বন্ধে

"আত্মীয়দের মধ্যে" আলোচনা। জোয়া ঘরে এসে ঝুঁকে পড়ে স্তাখভকে অভিবাদন করলো। স্তাখভ গলা খাঁকারি দিয়ে একটা আরাম-কেদারায় ধপ করে বসে পড়লেন। তারপর কফি আনার আদেশ দিয়ে অবশেষে খুললেন টুপিটা। এক পেয়ালা কফি খেয়ে এক এক করে সবাইকে দেখে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, "Sortez, s'il vous plaît,"* তারপর নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরে যোগ করে দিলেন: "Et vous, madame, restez, je vous prie।"**

আন্না ভাসিলিয়েভনা ছাড়া আর সবাই চলে গেলো। উদ্বেগে কাঁপতে লাগলো আন্না ভাসিলিয়েভনার মাথাটা। স্তাখভের গুরুগম্ভীর চাল দেখে তিনি অবাক হয়ে ছিলেন, অসাধারণ কিছু একটার জন্যে তিনি অপেক্ষা করে রইলেন।

'কী ব্যাপার?' দরজাটা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন।

স্তাখভ তাঁর দিকে তাকালেন উপেক্ষা ভরা দৃষ্টিতে।

'বিশেষ কিছুই না — কেন সবসময় ওরকম মুখ চুন করে থাকেন?' তিনি বলতে শুরু করলেন। প্রতিটি কথা বলার সময় তাঁর ঠোঁটের কোণগুলো কুঁকড়ে উঠতে লাগলো। 'আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাইছিলাম যে আজ দুপুরের খাবারের সময় একজন নতুন অতিথি আসবেন।'

'কে তিনি?'

'কুরনাতভস্কি, য়েগর আন্দ্রেয়েভিচ। আপনি তাঁকে চেনেন না। তিনি সেনেটের প্রধান সেক্রেটারি।'

'তিনি কি দুপুরের খাবার খাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু একথাটা আমাকে বলার জন্যেই আপনি কি সবাইকে ঘরের বাইরে যেতে বলেছিলেন?'

---

* অনুগ্রহ করে বাইরে যান।

** কিন্তু আপনি, মাদাম, দয়া করে থাকুন।

এবার স্তাখভ যে-দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন সেটা শ্লেষে ভরা।

'অবাক হয়ে গেছেন? আপনাকে আরও অবাক করে দিচ্ছি।'

তিনি খানিক থামলেন। আন্না ভার্সিলিয়েভনাও খানিকক্ষণ কোনো কথা বললেন না।

'আমি চাই...' তারপর আন্না ভার্সিলিয়েভনা বললেন।

'আমি জানি সবসময়েই আমাকে আপনি মনে করেন ব্যভিচারী!' একেবারে আচমকা স্তাখভ বলতে শুরু করলেন।

'আমি!' অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে আন্না ভার্সিলিয়েভনা বিড়বিড় করে উঠলেন।

'আপনি হয়তো ঠিকই মনে করেন। আমি অস্বীকার করবো না মাঝেমাঝে অসন্তুষ্ট হবার আপনার যথেষ্ট কারণ থাকে ...' ("সেই ছাই-রঙা ঘোড়াগুলো!" আন্না ভার্সিলিয়েভনার হঠাৎ মনে পড়লো), 'যদিও আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে আপনার ধাত যেরকম...'

'নিকলাই আরতেমিয়েভিচ, কিন্তু আমি তো আপনাকে একেবারেই দোষ দিচ্ছি না!'

'C'est possible*। যাই হোক, নিজেকে সমর্থন করতে চাইছি না। আমার বদলে সময়ই একদিন আমাকে সমর্থন করবে। তাহলেও আপনাকে এ আশ্বাস দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি যে যে-পরিবারের ভার আমার ওপর তার প্রতি আমার কর্তব্যের কথা জানি আর তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও করতে পারি।'

"কী ওঁর মতলব?" আন্না ভার্সিলিয়েভনা ভাবলেন। (তাঁর জানার কথা নয় যে গতকাল ইংলিশ ক্লাবের সোফাঘরের এককোণে একটা তর্ক শুরু হয়েছিলো রুশীরা বক্তৃতা দিতে পারে না এই নিয়ে। "আমাদের মধ্যে কে বক্তৃতা দিতে পারে? পারলে একজনের নাম করুন!" একজন তার্কিক এই বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। "কেন, এই যে স্তাখভ রয়েছেন?"

---

* এটা সম্ভব।

স্তাখভের দিকে আঙুল দেখিয়ে আর একজন উত্তর দিয়েছিলো। আর একটু হলেই স্তাখভ আনন্দে চীৎকার করে উঠতেন।)

স্তাখভ বলে চললেন, 'আমার মেয়ে এলেনার কথাই ধরুন। আপনার কি মনে হয় না যে তার শক্ত করে পা ফেলা উচিত... মানে বিয়ের পথে? কিছুদূর পর্যন্ত, এক বিশেষ বয়েস পর্যন্ত ঐ সব দার্শনিকতা করা আর দয়াদাক্ষিণ্য দেখানোয় কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু যে কুহেলিকার মধ্যে সে রয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে। সময় হয়েছে ঐ সব শিল্পী, ছাত্র আর মনটেনেগ্রিনদের সঙ্গ ছেড়ে এসে সাধারণ লোকের মত হওয়া।'

'কী বলতে চাইছেন?' আন্না ভাসিলিয়েভনা প্রশ্ন করলেন।

'দয়া করে আমাকে শেষ করতে দিন,' স্তাখভ উত্তর দিলেন। আগের মতোই তার ঠোঁটের কোণগুলো কুঁকড়ে উঠলো। 'আজেবাজে কথা না বলে আপনাকে বলতে চাই যে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে — এক যুবকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। তার নাম মিঃ কুরনাতভস্কি। তাঁকে আমি জামাই করতে চাই। আমি ধরে নিয়েছি যে যখন তাঁকে দেখবেন তখন পক্ষপাতিত্ব বা হঠাৎ সিদ্ধান্ত করেছি বলে আপনি আমাকে দোষ দেবেন না।' বলতে বলতে স্তাখভ নিজেই নিজের বক্তৃতা ক্ষমতার তারিফ করলেন। 'চমৎকার শিক্ষাদীক্ষা, উকিল, চমৎকার ব্যবহার, তেত্রিশ বছর বয়েস, প্রধান সেক্রেটারি, কলেজের কাউন্সিলার, "অর্ডার অফ সেণ্ট স্তানিশ্লাভ" পেয়েছে। আমার বিশ্বাস একথাটা আপনি স্বীকার করবেনই যে আমি ঐ সব pères de comédie* নই যারা উচ্চপদস্থ লোকদের জন্যে পাগল। আপনি তো আমাকে বলছিলেন যে এলেনা নিকলায়েভনা সেই সব লোকদের ভালোবাসে যাদের স্পষ্ট সাংসারিক জ্ঞান আছে। য়েগর আন্দ্রেয়েভিচ নিজের ক্ষেত্রে একজন অসাধারণ কর্মী লোক। অন্য দিকে আবার দয়াদাক্ষিণ্য দেখানোর প্রতিও আমার মেয়ের একটা দুর্বলতা আছে। সেদিক থেকে আপনাকে বলি শুনুন, ওই য়েগর

---

* প্রহসনের বাবার মতো।

আন্দ্রেয়েভিচের অবস্থাটা যেই — বুঝছেন তো? — নিজের বেতনে স্বচ্ছন্দে থাকার মতো হয়, অমনি তাঁর বাবা তাঁকে যে বাৎসরিক ভাতাটা দিতেন সেটা তিনি দিয়ে দেন তাঁর ভাইদের।'

'তার বাবা কী করেন?' আন্না ভাসিলিয়েভনা প্রশ্ন করলেন।

'তাঁর বাবা? তাঁর বাবাও নিজের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁর নৈতিক চরিত্র নিখুঁত, un vrais stoïcien,'* অবসরপ্রাপ্ত মেজর বলে আমার বিশ্বাস। কাউণ্ট ব'র সমস্ত জমিদারীর তিনি ম্যানেজার।'

'ও!' আন্না ভাসিলিয়েভনা বললেন।

'ও? ও মানে?' স্তাখভ ধমকে উঠলেন। 'এও কি সম্ভব আপনারও কুসংস্কার আছে?'

'কিন্তু আমি তো কিছু বলিনি,' আন্না ভাসিলিয়েভনা অনুযোগ করে বললেন।

'না, আপনি বলেছিলেন .. আপনি বলেছিলেন "ও"! যাই হোক আমি স্থির করেছি আগে থেকে আমার ইচ্ছেটা আপনাকে জানাবো। ধরে নিচ্ছি... মিঃ কুরনাতভস্কিকে অভ্যর্থনা জানানো হবে a bras ouverts**। মনে রাখবেন তিনি ঐ সব মনটেনেগ্রিনদের একজন নন।'

নিশ্চয়ই। শুধু রাঁধুনী ভাংকাকে বলতে হবে একটা বাড়তি ডিশ করতে।'

'আশা করি আপনি জানেন ও-কাজের ভার আমার নয়,' স্তাখভ বললেন। তিনি উঠে পড়ে খোশ মেজাজে শিস দিতে দিতে - কাকে যেন তিনি বলতে শুনেছিলেন নিজের গ্রীষ্মাবাসে বা ঘোড়ায় চড়ার ইস্কুলে শিস দেওয়া যেতে পারে বেড়াবার জন্যে বাগানে গেলেন। পাশের দিকের নিজের ঘর থেকে শুবিন তাঁর দিকে তাকিয়ে জিভ বার করে ভ্যাঙচালো।

চারটে বাজতে দশ মিনিট আগে একটা ঘোড়ার গাড়ি স্তাখভদের

---

* একটি খাঁটি জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি।

** অত্যন্ত আন্তরিকভাবে।

বাড়ির সামনে থামলো। তা থেকে নামলো এক সুদর্শন যুবক। পোষাকটা আড়ম্বরহীন ও সুরুচিপূর্ণ। সে বললো তার আসার কথাটা জানাতে। ইনিই কুরনাতভস্কি, য়েগর আন্দ্রেয়েভিচ।

পরের দিন ইনসারভকে এলেনা যা লিখেছিলো নীচে তার একাংশ দেওয়া হোলো:

"প্রিয় দ্মিত্রি, আমার একজন বাগদত্ত পুরুষ জুটেছে বলে তুমি আমায় অভিনন্দন জানাতে পারো। গতকাল আমাদের সঙ্গে দুপুরে সে খেয়েছিলো। অবশ্য গতকাল সে বাগদত্ত হিসেবে আসেনি। মনে হয় বাবার সঙ্গে তার আলাপ "ইংলিশ ক্লাবে"। বাবা মা'কে তাঁর ইচ্ছের কথাটা গোপনে বলেছিলেন। মা কিন্তু সেই গুপ্ত কথাটা আমাকে জানিয়ে দেন। তার নাম কুরনাতভস্কি, য়েগর আন্দ্রেয়েভিচ। সেনেটের সে প্রধান সেক্রেটারি। প্রথমে তার চেহারার বর্ণনা দিই। চেহারাটা সামান্য বেঁটে, তোমার চেয়েও বেঁটে, সুগঠিত দেহ। তার মুখাবয়ব সুন্দর, চুল ছোটো করে ছাঁটা, জুলপিটা বড়। চোখগুলো ছোটো ছোটো (তোমার মতো), রঙ বাদামী, আর চঞ্চল। ঠোঁট দুটো বড় বড় আর চ্যাপটা। ঠোঁটে আর চোখে সবসময়েই মৃদু হাসি লেগে আছে। হাসিটা কেমন যেন কৃত্রিম, যেন কর্তব্য করছে। ব্যবহার ভারি সরল, কথা বলে সে স্পষ্ট করে। তার সবকিছুই স্পষ্ট: এমন ভাবে সে হাঁটে, হাসে আর খায় যেন কাজ করছে। 'কী রকম ভালো করে এলেনা ওকে লক্ষ্য করেছে!' মনে মনে তুমি বলতে পারো হ্যাঁ, তাই করেছি, যাতে তোমার কাছে তার বর্ণনা দিতে পারি। আর তা ছাড়া বাগদত্ত পুরুষকে তো ভালো করে জানা দরকার। তার মধ্যে কেমন যেন একটা কঠোর শ্লেষের ভাব আছে কেমন যেন একটা ভোঁতা আর বোকা-বোকা ভাব আর সততার ভাব। লোকে বলে সে ভারি সৎ। তুমিও লোহার মতো, কিন্তু আলাদা জাতের। খাবার সময় সে আমার পাশে বসেছিলো, শুবিন বসেছিলো আমাদের উলটো দিকে। প্রথমে কী যেন নানা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নিয়ে কথা ওঠে। শুনলাম সে-সব সম্বন্ধে সে অনেক কিছু জানে নাকি, আর একটু হলেই নাকি বেসামরিক সরকারী চাকরি ছেড়ে দিচ্ছিলো কোনো এক বড় কারখানার ভার গ্রহণ

করার জন্যে। জানি না কেন সে ছাড়েনি। তারপর থিয়েটারের কথা তুলল শুবিন। মিঃ কুরনাতভস্কি জানায় — স্বীকার করছি কোনো রকম মিথ্যে লজ্জা না দেখিয়ে -- যে শিল্প সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। তাতে তোমার কথা মনে পড়লো। কিন্তু নিজেকে বললাম, 'দ্মিত্রি আর আমার শিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞতা অন্য ধরনের।' মনে হোলো এই লোকটি যেন বলছেন: 'শিল্প সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, শিল্পের দরকারই নেই। যদিও সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রে তাকে সহ্য করা হয়।' কিন্তু পিটার্সবুর্গ কিংবা comme il faut* সম্বন্ধে তার বিশেষ উৎসাহ নেই। একবার এমন কি নিজেকে সে প্রলেতারিয়ান বলে। বলে, 'শ্রমিকের চেয়ে আমরা বেশী কিছু নই!' ভাবলাম: 'দ্মিত্রি ও-কথা বললে আমার ভালো লাগতো না। কিন্তু এই লোকটি যাই বলুক না কেন কিংবা যতই বড়াই করুক না কেন আমার কিছু আসে যায় না!' আমার সঙ্গে সে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করে কিন্তু তা সত্ত্বেও সবসময় মনে হচ্ছিলো যেন কোনো অত্যন্ত প্রশ্রয়দাতা কর্তা আমার সঙ্গে কথা কইছে। কাউকে প্রশংসা করতে চাইলে সে বলে অমুক-অমুক লোকের 'নিয়ম আছে' — এই কথাগুলো প্রায়ই সে বলে। লোকটা নিশ্চয়ই আত্মবিশ্বাসী, পরিশ্রমীও হবে, আত্মোৎসর্গও করতে পারে (দেখতে পারছো তো আমি কী রকম নিরপেক্ষ), অর্থাৎ নিজের স্বার্থকে পারে জলাঞ্জলি দিতে। কিন্তু ভারি অত্যাচারী লোক। বাস্তবিকই তার হাতে পড়া খুব খারাপ ব্যাপার। খাবার সময় ঘুষ সম্বন্ধে কথা হচ্ছিলো...

"বললো, 'আমি জানি অনেক ক্ষেত্রে যে ঘুষ নেয় তার দোষ নেই, কারণ না নিয়ে সে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধরা পড়লে তাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

"আমি চেঁচিয়ে উঠি:

"'গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত -- নির্দোষ লোককে!'

"'হ্যাঁ, আদর্শের দিক দিয়ে।'

"'কোন আদর্শ?' শুবিন প্রশ্ন করলো।

---

* ফরাসীতে সাধারণত মানে "যথার্থ", এখানে সম্ভ্রান্ত সমাজ

"কুরনাতভস্কি হয় হতবুদ্ধি নয় অবাক হয়ে ওঠে। বললো, 'তা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।'

"মনে হয় বাবা তাকে ভয়-ভক্তি করেন। তিনি তার সঙ্গে একমত হলেন। বললেন বাস্তবিকই নিষ্প্রয়োজন। আলোচনাটা বন্ধ হয়ে গেলো। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। সন্ধেয় বেরসেনেভ এসে তার সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিলেন। আমাদের ভালোমানুষ আন্দ্রেই পেত্রভিচকে ওরকম উত্তেজিত হতে আগে কখনো দেখিনি। মিঃ কুরনাতভস্কি অবশ্য একেবারেই বলেনি যে বিজ্ঞান, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির দরকার নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও জানি আন্দ্রেই পেত্রভিচ কেন ওরকম চটে উঠেছিলেন। কারণ ও ভদ্রলোক এগুলোকে মনে করে এক ধরনের জিমনাস্টিক বলে। খাবার পর শুবিন আমার কাছে এসে বললো: 'ইনি এবং উনি (সে তোমার নাম উচ্চারণ করতে পারে না) দুজনেই কাজের লোক। কিন্তু দেখুন তাদের মধ্যে কত তফাৎ: একজনের কাছে তার কাজটা হল জীবন্ত আদর্শ, জীবনের কাছ থেকে পাওয়া। কিন্তু এর কাছে তা এমন কি কর্তব্যের মতোও নয়। সে শুধু এক সরকারী কর্মচারীর সততা, অন্তঃসারশূন্য দক্ষতা।' শুবিন চালাক। তার কথাগুলো তোমার জন্যে মনে করে রেখেছি। কিন্তু বাস্তবিকই আমি মনে করি না তোমার আর তার মধ্যে কোনো মিল আছে। তোমার 'আস্থা' আছে, তার নেই, কারণ শুধু নিজের উপরেই 'আস্থা রাখা উচিত নয়'।

"অনেক রাতে সে গেলো। মা আমাকে জানিয়ে দিলেন যে আমাকে তার ভালো লেগেছে আর বাবা অত্যন্ত খুসি হয়েছেন। কে জানে আমার সম্বন্ধেও সে বলেছিলো কিনা যে আমারও নিয়ম আছে। আর একটু হলেই মা'কে বলে ফেলেছিলাম যে দুঃখিত, আমার স্বামী আছে। বাবা তোমাকে অত অপছন্দ করেন কেন? মা'র মত কোনো রকমে করানো যাবে ..

"প্রিয়তম, ঐ ভদ্রলোককে অমন খুঁটিয়ে বর্ণনা করলাম শুধু নিজের মনমরা ভাবটা কাটাতে। তুমি ছাড়া আমার জীবন ব্যর্থ। ক্রমাগত তোমাকে দেখছি, তোমার কথা শুনছি... তুমি যে প্রস্তাব করেছিলে এ বাড়িতে

তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে তা আমি করবো না ভেবে দেখো, আমাদের পক্ষে সেটা কী রকম কঠিন আর কষ্টকর হবে। চিঠিতে যেখানে লিখেছিলাম সেখানে অপেক্ষা করবো — সেই কুঞ্জবনে। আমার প্রিয়তম! তোমাকে আমি কী ভালোই না বাসি!"

২৩

কুরনাতভস্কি প্রথম বার আসার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে আন্না ভাসিলিয়েভনা মস্কোয় ফিরে গেলেন প্রেচিস্তেঙ্কা স্ট্রীটের কাছে তাঁর বড় কাঠের বাড়িতে। এলেনা এতে দারুণ খুসি হোলো। বাড়িটায় নানা থাম, প্রত্যেকটি জানালার উপর শাদা লায়ার আর একটি করে মালা, একটা চিলেকুঠরি, নানা বাইরের চালা, একটা ফুলবাগান, ঘাস-ভরা একটা বিরাট অঙ্গন, উঠোনে একটা কুয়ো আর কুয়োর পাশে একটা কুকুরশালা। এতো তাড়াতাড়ি আন্না ভাসিলিয়েভনা আগে কখনো ফিরে আসেননি। কিন্তু সে-বছর শরতের প্রথম ঠাণ্ডায় তাঁর মাড়িতে ফোড়া হয়েছিলো। চিকিৎসা শেষ হওয়ায় স্তাখভেরও স্ত্রীর জন্যে মন কেমন করছিলো। আরও বেশী করে করছিলো কারণ অগাস্তিনা খ্রিস্তিয়ানভনা রেভালে গিয়েছিলো আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। এক বিদেশী পরিবার মস্কোতে এসে দেখাচ্ছিলো নানা "প্লাস্টিক পোজ" - des poses plastiques। "মস্কোভস্কিয়ে ভেদমস্তিতে" তার বিবরণ পড়ে আন্না ভাসিলিয়েভনা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। সংক্ষেপে গ্রামে থাকা অসুবিধেজনক এবং স্তাখভ যাকে বলতেন তাঁর "পরিকল্পনা" তা সম্পাদন করার জন্যে সেখানে থাকা এমন কি অর্থহীনও হয়ে উঠলো। শেষ পনের দিন এলেনার কাছে ভারি দীর্ঘ বলে মনে হয়েছিলো। কুরনাতভস্কি দু'বার এসেছিলো রবিবারে। অন্য দিন সে ব্যস্ত থাকতো। এলেনার সঙ্গে সে দেখা করতে এলেও কিন্তু প্রধানত কথা কইতো জোয়া'র সঙ্গে। তাকে জোয়া'র খুব পছন্দ হয়েছিলো। তার গাঢ়, পুরুষালি মুখের দিকে তাকিয়ে আর তার আত্মনির্ভরশীল কথা শুনতে শুনতে সে ভাবতো, "Das ist ein

Mann!"*। সে নিঃসন্দেহ ছিলো যে এর মতো অমন আশ্চর্য স্বর কারুর নেই কিংবা অমন নিখুঁতভাবে কেউ বলতে পারে না: "আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো", কিংবা "আমি একেবারে সন্তুষ্ট"। স্তাখভদের বাড়িতে ইনসারভ আসেনি। কিন্তু একবার এলেনা তার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করেছিলো মস্কো নদীর পাশের এক ছোটো কুঞ্জবনে। তারা শুধু সামান্য কথা কইবার সময় পেয়েছিলো। আন্না ভাসিলিয়েভনার সঙ্গে শুবিন মস্কোতে ফিরলো। কয়েক দিন পরে বেরসেনেভও এলো সেখানে।

ইনসারভ নিজের ঘরে বসে তৃতীয় বার চিঠিগুলো পড়ছিলো। সে-চিঠিগুলো বুলগেরিয়া থেকে এনেছিলো এক দূত, কারণ ডাকে চিঠি পাঠানো নিরাপদ বলে মনে করা হোতো না। চিঠিগুলো পড়ে সে শঙ্কিত হয়ে পড়লো। প্রাচ্যের ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটে চলেছে। ড্যানুব রাজশাসিত রাষ্ট্রগুলি রুশী সৈন্য দখল করে বসায় সবাই চঞ্চল হয়ে গেছে। ঝড় উঠছে, যুদ্ধ আসন্ন বলে মনে হয়। মহাযুদ্ধের সূত্রপাত সর্বত্র দেখা দিচ্ছে। কেউই আগে থেকে বুঝতে পারছে না কোন দিকে অগ্নিকান্ডটা মোড় নেবে কিংবা কোথায় সেটা থামবে। পুরনো অভিযোগগুলো আবার জেগে উঠছে, জেগে উঠছে আবার পুরনো আশাগুলোও। ইনসারভের বুকের স্পন্দন আরও বেড়ে গেলো: তার আশাগুলোও সফল হতে চলেছে। নিজেকে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলো, "এত তাড়াতাড়ি? যদি বিফল হয় তাহলে? এখনো আমরা প্রস্তুত নই। তবু তাই হোক! আমাকে যেতে হবেই।"

বারান্দায় খসখস শব্দ শোনা গেলো, দরজাটা জোরে খুললো, এলেনা এলো ঘরের মধ্যে।

ইনসারভ তার কাছে ছুটে গেলো। আপাদমস্তক তার থরথর করছে। নতজানু হয়ে তার কোমর জড়িয়ে নিজের মাথাটা তার দেহের উপর চেপে ধরলো সে।

---

* এই তো খাঁটি পুরুষ

'আমি আসবো বলে আশা করনি তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে এলেনা বললো। (সিঁড়ি দিয়ে সে দৌড়ে উঠেছিলো।) 'ডার্লিং! ডার্লিং!' এলেনা তার হাত দুটো ইনসারভের মাথায় রেখে চারিদিকে তাকালো। 'এই তোমার ঘর! তোমাকে খুঁজে বার করতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি — তোমার বাড়িওলার মেয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। কয়েক দিন হোলো আমরা ফিরেছি। তোমাকে চিঠি লিখতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আর লিখলাম না। ভাবলাম নিজে এসে দেখা করাই বরং ভালো। আমি মাত্র পনের মিনিট থাকতে পারি। উঠে দরজাটায় চাবি দিয়ে দাও।'

ইনসারভ উঠে তাড়াতাড়ি দরজায় চাবি দিয়ে এলেনার কাছে ফিরে এসে তার হাত দুটো তুলে নিলো। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলো: ফলে সে কথা কইতে পারলো না। এলেনা হাসতে হাসতে ইনসারভের চোখের দিকে তাকালো... সে চোখে এতো আনন্দ যে লজ্জা হলো এলেনার।

ধীরে ধীরে নিজের হাত দুটো সযত্নে সরিয়ে নিয়ে এলেনা বললো, 'দাঁড়াও, আমার বনেটটা খুলি।'

বনেটের ফিতেগুলো খুলে সেটা ছুঁড়ে ফেললো সে। শালটা কাঁধ থেকে খুলে, চুলগুলো ঠিকঠাক করে ছোটো জীর্ণ সোফাটায় বসলো। ইনসারভ নড়লো না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'বোস,' চোখ না তুলে পাশের জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এলেনা বললো।

সোফায় না বসে ইনসারভ বসলো মেঝেতে, তার পায়ের কাছে।

'এই যে আমার দস্তানাগুলো খুলে দাও তো,' কাঁপা কাঁপা গলায় এলেনা বললো। ভয় করতে শুরু করেছে তার।

ইনসারভ বোতাম খুলে দস্তানা টেনে খুলতে লাগলো। কিন্তু পুরোটা না খুলেই যে শাদা, সুন্দর হাতটা সে আবরণমুক্ত করেছিলো তার উপর ব্যগ্র হয়ে চেপে ধরলো নিজের ঠোঁট।

এলেনা চমকে উঠে চেষ্টা করলো অন্য হাত দিয়ে তাকে ধীরে ধীরে ঠেলে সরাতে। ইনসারভ কিন্তু হাতটিকে চুম্বন করতে শুরু করলো।

এলেনা হাতটা সরিয়ে নিলো, ইনসারভ মাথাটা হেলালো পিছনে — এলেনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে পড়লো, তারপর মিলিত হোলো তাদের ঠোঁট ...

খানিকক্ষণ কাটলো। এলেনা সরে গিয়ে ফিসফিস করে বললো, "না! না!" তারপর তাড়াতাড়ি সরে গেলো ডেস্কের কাছে।

'আমিই তো এখানকার কর্ত্রী, তাই না? আমার কাছ থেকে কিছুই লুকোবে না,' গলার স্বরটা স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করে ইনসারভের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সে বললো। 'তোমার কত সব কাগজপত্র! এ চিঠিগুলো কী?'

ইনসারভ ভুরু কোঁচকালো।

'চিঠিগুলো?' উঠে পড়ে সে বললো। 'ওগুলো তুমি পড়তে পার।'

এলেনা সেগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

'চিঠিগুলো যে অনেক, আর ভারি ছোটো হাতের লেখা। এদিকে আমাকে যে যেতেই হবে এক্ষুনি.. ওগুলো পড়বো না। আশা করি ওগুলো আমার কোনো প্রতিযোগিনীর কাছ থেকে আসেনি ... আরে, এগুলো যে রুশী ভাষাতেই লেখা নয়,' পাতলা কাগজগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে সে যোগ করে দিলো।

ইনসারভ তার কাছে এসে তার কোমর স্পর্শ করলো। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে, খুসি হয়ে হেসে, তার কাঁধের উপর হেলে পড়লো এলেনা।

'এলেনা, এ চিঠিগুলো বুলগেরিয়া থেকে এসেছে। বন্ধুরা আমায় ডাকছে।'

'এখনি তোমায় ডাকছে? ওখানে?'

'হ্যাঁ.. এখনি। সময় থাকতে থাকতে, পথ খোলা থাকতে থাকতে।'

হঠাৎ এলেনা ইনসারভের গলা জড়িয়ে ধরলো।

'আমাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তো?'

ইনসারভ তাকে বুকের উপর চেপে ধরলো।

'তুমি আশ্চর্য মেয়ে, কী তোমার সাহস, কী মিষ্টি তোমার কথাগুলো! কিন্তু আমার বাড়ি নেই, আমি একলা লোক। আমার সঙ্গে তোমাকে টেনে

নিয়ে যাওয়া কি পাপ আর পাগলামি নয়?.. আর কিনা অমন এক জায়গায়!..'

এলেনা হাত দিয়ে তার মুখটা বন্ধ করলো।

'চুপ!.. নইলে তোমার ওপর রাগ করবো। আর কখনো আসবো না। আমরা কি নিজেদের মধ্যে সবকিছু স্থির, সবকিছু নিষ্পত্তি করিনি? আমি কি তোমার স্ত্রী নই? স্ত্রী কি স্বামীর সঙ্গ ছাড়ে?'

'স্ত্রীরা যুদ্ধে যায় না,' বিষণ্ণ হেসে সে মৃদু স্বরে বললো।

'অর্থাৎ যখন তারা বাড়িতে থাকতে পারে। কিন্তু আমি এখানে কী করে থাকবো?'

'এলেনা, তুমি দেবী! কিন্তু মনে রেখো আমাকে হয়তো মস্কো ছাড়তে হবে দু'সপ্তাহের মধ্যে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার শোনা বা এখানে আমার কাজ শেষ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাতে কী?' এলেনা বলে উঠলো। 'তুমি বলছো তোমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তাই না? বেশ, তুমি চাও এখন থেকে বরাবরের মতো তোমার কাছে আমি থাকি, এই মুহূর্ত থেকে আর কখনো বাড়ি না ফিরি? তাই চাও কি? তোমার ইচ্ছে হলে চলো এখনই আমরা যাই!'

ইনসারভ তাকে আরও জোরে বুকে চেপে ধরলো।

সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'অন্যায় করলে ঈশ্বর আমায় শাস্তি দিন! আজ থেকে চিরকালের জন্যে আমরা মিলিত হলাম!'

'আমি কি থাকবো?' এলেনা প্রশ্ন করলো।

'না লক্ষ্মী, না সোনা। তুমি এখন বাড়ি ফিরে যাও, কিন্তু তৈরী থেকো। এ-ব্যাপারটার সহজে নিষ্পত্তি আমরা করতে পারবো না। আমাদের সবদিক ভাবতে হবে। আমাদের টাকার দরকার, পাসপোর্টের দরকার ...'

'আমার কিছু টাকা আছে,' বাধা দিয়ে এলেনা বলে উঠলো। 'আশি রুবল্।'

'অবশ্য ওটা খুব বেশী নয়,' ইনসারভ বললো। 'কিন্তু তা সত্ত্বেও ওটা কাজে লাগতে পারে।'

'আমি আরও বেশী জোগাড় করতে পারি, ধার করতে পারি, কিংবা মা'র কাছে চাইতে পারি.. না, মা'র কাছে চাইবো না। আমার ঘড়িটা বিক্রি করতে পারি... তা ছাড়া আমার আছে কানের দুল, দুটো ব্রেসলেট... কিছুটা লেস।'

'এলেনা, কথাটা টাকা নিয়ে নয়। তোমার পাসপোর্টের কী হবে?'

'সত্যিই তো। পাসপোর্ট না হলে আমার তো চলবেই না, তাই না?'

'একেবারেই চলবে না।'

এলেনা হাসলো।

'এইমাত্র একটা কথা মনে পড়েছে। আমি যখন ছোট্ট ছিলাম তখন আমাদের ঝি পালায়। সে ধরা পড়ে, তাকে ক্ষমা করা হয় আর তারপর থেকে অনেক দিন আমাদের কাছে সে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাই তাকে ডাকতো "পলাতকা তাতিয়ানা" বলে। তখন ভাবিনি তার মতো আমিও একদিন পালাবো।'

'এলেনা, নিজের জন্যে তোমার লজ্জা করে না?'

'কেন লজ্জা হবে? সত্যি কিন্তু পাসপোর্ট পেলে ভালো হয়। যদি পাসপোর্ট না পাই '

'সে ব্যবস্থা পরে আমরা করবো তুমি অপেক্ষা কর,' ইনসারভ বললো। 'আমাকে ব্যাপারটা সবদিক দিয়ে বুঝতে দাও, ভাবতে দাও। সবকিছু আমরা খুঁটিয়ে আলোচনা করে দেখবো। আর কিছু টাকা আমারও আছে।'

ইনসারভের কপালের ওপর যে চুলগুলো এসে পড়েছিলো হাত দিয়ে এলেনা সেগুলো পিছন দিকে সরিয়ে দিলো।

'দ্মিত্রি। একসঙ্গে যেতে ভারি মজা লাগবে।'

'হ্যাঁ,' ইনসারভ বললো, 'কিন্তু আমরা যখন সেখানে পৌঁছবো..'

বাধা দিয়ে এলেনা বলে উঠলো, 'একসঙ্গে মরতেও কি মজা লাগবে

না? কিন্তু মরবো কেন? আমরা বেঁচে থাকবো, আমাদের বয়েস কম। তোমার বয়েস কত? ছাব্বিশ না?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বয়েস কুড়ি... এখনো আমাদের সামনে প্রচুর সময়। বুলগেরিয়ান, আমার কাছ থেকে তুমি পালাচ্ছিলে! তুমি কোনো রুশী প্রেম চাওনি। এবার দেখব কী করে আমার হাত ছাড়াবে! কিন্তু সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে না গেলে কী হতো!'

'এলেনা, তুমি তো জানো কেন আমি চলে যাচ্ছিলাম।'

'জানি ... তোমার ভালোবাসাকে তুমি ভয় পেয়েছিলে। কিন্তু সত্যিই কি তুমি একেবারেই জানতে না যে তোমাকেও আমি ভালোবাসতাম?'

'সত্যি বলছি, এলেনা, জানতাম না।'

আচমকা টুক করে এলেনা তাকে চুম্বন করলো।

'ঠিক এ কারণেই আমি তোমাকে ভালোবাসি। এখন বিদায়।'

'আরো একটু থাকতে পারো না?' ইনসারভ প্রশ্ন করলো।

'না গো, পারি না। তুমি কি ভাবছো একলা চলে আসা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে? ঐ পনেরো মিনিট অনেকক্ষণ কেটে গেছে।' এলেনা শালটা গায়ে দিলো, বনেটটা পরলো। 'কাল সন্ধেয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসো। না, পরশু এসো। বিশ্রী আর একঘেয়ে লাগবে বটে, কিন্তু উপায় নেই। অন্তত দুজনে দুজনকে দেখতে পাবো। বিদায়। আমায় ছেড়ে দাও।' ইনসারভ তাকে শেষ বারের মতো আলিঙ্গন করলো। 'আমার চেনটাকে ছিঁড়ে দিয়েছো, দুষ্টু ছেলে। যাকগে, ভেবো না। ভালোই হয়েছে। আমি "কুজনেৎস্কি মস্তে" গিয়ে ওটা সারাবো। যদি ওরা আমায় জিগগেস করে কোথায় গিয়েছিলাম তাহলে বলবো এই ওখানে।' এলেনা দরজার হাতলটা ধরলো। 'ভালো কথা, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি যে খুব সম্ভব মঁসিয়ে কুরনাতভস্কি কয়েক দিনের মধ্যেই আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে। কিন্তু সে পাবে এইটা।' এলেনা কলা দেখালো। 'এখনকার মতো আসি। আমি এখন পথ চিনি ... দেখো, সময় নষ্ট করো না যেন ...'

এলেনা দরজাটা একটু ফাঁক করে কান পাতলো। তারপর ইনসারভের দিকে ফিরে মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল।

বন্ধ দরজার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ইনসারভ, সেও কান পাতলো। উঠনে যাবার দরজাটা সশব্দে বন্ধ হলো। সোফার কাছে ফিরে এসে বসে পড়লো সে, হাত দিয়ে ঢাকলো নিজের মুখটা। জীবনে এ-ধরণের অভিজ্ঞতা তার কখনো হয়নি। ভাবতে লাগলো, "এমন ভালোবাসা পাবার মতো কী আমি করেছি? না কি এটা স্বপ্ন?"

তার দরিদ্র, অন্ধকার ছোটো ঘরে এলেনা মিগনোনেটের যে সূক্ষ্ম গন্ধ রেখে গিয়েছিলো তাইতে এলেনার কথা তার মনে পড়ছিলো। সেই সঙ্গে বাতাসে যেন জড়িয়ে রয়েছে তার তরুণ গলার স্বর, তার হালকা পায়ের শব্দ, তার তরুণ কুমারী দেহের উষ্ণতা আর সজীবতা।

২৪

আরো সঠিক খবরের জন্যে ইনসারভ স্থির করলো অপেক্ষা করবে, কিন্তু ইতিমধ্যে যাত্রার জন্যে সে প্রস্তুত হতে লাগলো। অসুবিধে অনেক। একথা সত্যি তার নিজের কোনো অসুবিধে নেই — তাকে শুধু পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করতে হবে। কিন্তু এলেনার জন্যে সে কী করবে? আইনগত উপায়ে তার জন্যে পাসপোর্ট জোগাড় করা অসম্ভব। লুকিয়ে তাকে বিয়ে করে তারপর সে কি যাবে তার বাবা-মা'র কাছে? সে ভাবলো, "তখন তাঁরা আমাদের যেতে দেবেন। আর যদি যেতে না দেন? তা সত্ত্বেও আমরা যাবো। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা যদি অভিযোগ করেন? যদি... না, কোনোরকমে একটা পাসপোর্ট জোগাড় করার চেষ্টা করাই ভালো।"

সে স্থির করলো তার এক পরিচিত লোকের উপদেশ নেবে অবশ্যই কারুর নাম উল্লেখ না করে। লোকটি অবসরপ্রাপ্ত কিম্বা পদচ্যুত সরকারী উকিল। সব ধরনের গোপনীয় ব্যাপারে তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। গুণী লোকটি থাকত অনেক দূরে। একটা ঝরঝরে দ্রজ্কি চেপে তার বাড়িতে পেঁছুতে ইনসারভের পুরো একঘণ্টা লাগলো। তা সত্ত্বেও কিন্তু

ইনসারভ তার দেখা পেলো না। ফেরার পথে আচমকা তুমুল বৃষ্টিতে জুবজুবে হয়ে সে ভিজে গেলো। পরের দিন দারুণ মাথা ধরা সত্ত্বেও ইনসারভ দ্বিতীয় বার চেষ্টা করলো। অবসরপ্রাপ্ত উকিলটি মন দিয়ে তার কথা শুনলো, মাঝেমাঝে নস্যি নিতে লাগলো পূর্ণবক্ষ এক পরীর ছবি-আঁকা বাক্স থেকে, আর ধূর্ত ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে কটাক্ষে তাকাতে লাগলো তার অতিথির দিকে। চোখ দুটোর রঙও নস্যির মতো। ইনসারভের কথা শুনে সে "তথ্যপূর্ণ উপাত্ত সম্বন্ধে আরো, সঠিক ব্যাখ্যা" জানতে চাইলো। কিন্তু ইনসারভকে সবিস্তারে বর্ণনা করতে খুব বেশী আগ্রহান্বিত না দেখে (বাস্তবিকই এখানে আসতে ইনসারভের ইচ্ছে ছিলো না) সে শুধু এইটুকু পরামর্শ দিল যে তার অতিথি যেন প্রথমে pieniądze* জোগাড় করে। আবার আসতেও বললো, "যখন," সে যোগ করে দিলো খোলা বাক্স থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে, "আপনার মনোভাবটা আরো বিশ্বাসপূর্ণ আর কম সন্দিগ্ধ হবে। আর পাসপোর্টের কথা," সে বলে চললো, যেন নিজের মনে কথা বলছে, "সেটা তো মানুষের তৈরি। ধরুন কোনো মহিলা চলেছেন.. কে বলতে পারে তিনি মারিয়া ব্রেদিখিনা কিম্বা ক্যারোলিন ফগেলমেয়ের?" ইনসারভের দারুণ বিরক্তি ধরে গেল, তবু উকিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে কথা দিলো দু'একদিনের মধ্যে আবার আসবে।

সেদিন সন্ধেয় সে গেলো স্তাখভদের বাড়িতে। আন্না ভাসিলিয়েভনা তাকে সহৃদয় স্বাগত জানালেন, তাঁদের ভুলে গিয়েছে বলে তিরস্কার করলেন। আর তার চেহারাটা ফ্যাকাশে দেখে প্রশ্ন করলেন শরীর কেমন আছে। স্তাখভ কোনো কথা বললেন না, ইনসারভের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলেন চিন্তিত, অবজ্ঞা ও কৌতূহল ভরা দৃষ্টিতে। শুবিন তার সঙ্গে নিরুত্তাপ ব্যবহার করলো। কিন্তু এলেনা তাকে অবাক করে দিলো। তার জন্যে এলেনা অপেক্ষা করে ছিলো। তার জন্যে সে পরেছিলো সেই পোষাকটা যেটা সে পরেছিলো উপাসনাঘরে যেদিন তাদের দেখা হয়।

---

* পোলিশ ভাষায় — টাকা।

কিন্তু সে তাকে অভিবাদন জানালো এমন শান্তভাবে, এমন সদয় নিরুদ্বেগ হাসিখুসি ভাব দেখালো যে কেউ ধারণা করতে পারত না যে তার ভাগ্য বাঁধা হয়ে গেছে, তার মুখাবয়বে যে সজীবতা এসেছে, তার প্রতিটি গতিবিধির মধ্যে যে হালকা ভাব আর মাধুর্য ফুটেছে তার কারণ এক সুখী প্রেমের গুপ্ত চেতনা। জোয়ার বদলে এলেনাই চা ঢাললো ক্রমাগত কথা বলতে বলতে, হাসিঠাট্টা করতে করতে। এলেনা জানতো শুবিন তাকে লক্ষ্য করবে আর ইনসারভও মুখটা ভাবলেশহীন করে থাকতে পারবে না। তাই আগে থেকেই সে প্রস্তুত হয়েছিলো। তার অনুমানটা ঠিকই — শুবিন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার দিকে, আর সমস্ত সন্ধে ইনসারভ অত্যন্ত অন্যমনস্ক আর চুপচাপ রইলো। এলেনার এতো আনন্দ হচ্ছিলো যে তার ইচ্ছে করলো ইনসারভকে জ্বালাতন করে।

'আপনার সেই পরিকল্পনাটার কী হোলো — কিছু এগিয়েছে? হঠাৎ তাকে সে প্রশ্ন করলো।

ইনসারভ উঠলো চমকে।

'কোন পরিকল্পনা?' মৃদু স্বরে সে বললো।

'আপনার মনে নেই?' তার মুখের উপর হেসে সে জবাব দিলো। হাসিটা আনন্দের। তার মানে জানে শুধু ইনসারভ। 'রুশীদের জন্যে আপনার সেই বুলগেরিয়ান পাঠ্যপুস্তকের কথা বলছি।'

'Quelle bourde!'* বিড়বিড় করে বললেন স্তাখভ।

পিয়ানোর সামনে বসলো জোয়া। প্রায় দেখাই যায় না এমনভাবে এলেনা কাঁধ ঝাঁকালো। তারপর চোখ দিয়ে দেখালো দরজাটা, যেন ইনসারভকে সে চলে যেতে বলছে। তারপর টেবিলটা দু'বার আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে সে তাকালো ইনসারভের দিকে। ইনসারভ বুঝতে পারলো যে এলেনা তার সঙ্গে দেখা করবে দু'দিনের মধ্যে। ইনসারভ বুঝতে পেরেছে দেখে তার মুখে এক হাসির ঝলক খেলে গেলো। যাবার জন্যে ইনসারভ উঠলো, কারণ শরীরটা তার ভালো লাগছিলো না। এমন সময়

---

* যত বাজে কথা!

কুরনাতভস্কি এলো। স্তাখভ লাফিয়ে উঠে ডান হাতটা নিজের মাথার উপর তুলে ধীরে ধীরে সেটা নামালেন প্রধান সেক্রেটারির হাতের তালুর উপর। প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখার জন্যে ইনসারভ আরো খানিকক্ষণ রইলো। এলেনা লুকিয়ে ধূর্তভাবে নাড়লো তার মাথাটা। এই দুজন লোককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া গৃহস্বামী দরকার বলে মনে করলেন না। এলেনাব সঙ্গে শেষবার দৃষ্টি বিনিময় করে ইনসারভ চলে গেলো। শুবিন খানিক বসে রইলো চিন্তিত হয়ে। তারপর সে কুরনাতভস্কির সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিলো এক আইনসম্বন্ধীয় সমস্যা নিয়ে, যে বিষয়ে কিছুই সে জানতো না।

সে রাতে ইনসারভ ঘুমতে পারলো না। সকালে তার শরীরটা খারাপ লাগলো। তা সত্ত্বেও কিন্তু সে শুরু করলো তার কাগজগুলোকে গুছোতে। কতকগুলো চিঠিও সে লিখলো, যদিও তার মাথাটা মনে হচ্ছিলো ভারী আর কেমন যেন এলোমেলো। দুপুরে তার জ্বর এলো, খেতে পারলো না। রাত এগিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে জ্বরটা বেড়ে উঠলো তাড়াতাড়ি। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাতের ব্যথা আর অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় তার অবস্থা উঠলো আরও খারাপ হয়ে। দুয়েক দিন আগে এলেনা যে-সোফায় বসেছিলো তাতে সে শুয়ে রইলো। "উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছি — ঐ বদমাইশটার কাছে আমার যাওয়া উচিত হয়নি," মনে-মনে সে বললো। তারপর চেষ্টা করলো ঘুমতে। কিন্তু অসুখটা ইতিমধ্যেই তাকে কাবু করে ফেলেছিলো। তার শিরাগুলো দারুণ ধকধক করতে লাগলো, মনে হোলো তার রক্তে যেন আগুন ধরে গেছে, চমকে-ওঠা পাখীর মতো তার ভাবনাগুলো সবেগে ঘুরপাক খেতে খেতে চঞ্চল হয়ে উঠলো। জ্ঞান হারালো সে। চিত হয়ে সে পড়ে রইলো, যেন একটা ভার তার উপর চেপে বসেছে। হঠাৎ তার মনে হোলো তার সামনে কে যেন মৃদু হাসছে আর ফিসফিস করছে। জোর করে সে চোখ খুললো। মোমবাতিটা নেভানো হয়নি — আলোটা তরোয়ালের মতো তার চোখে বিঁধলো... কী এটা? তার সামনে সেই বয়স্ক সরকারী উকিল, পরনে তার ফুলার্ড কোমরবন্ধওলা সিল্কের ড্রেসিং-গাউন। আগের দিন তাকে

যেমন সে দেখেছিলো ঠিক তেমনি। ফোকলা মুখটা বিড়বিড় করে বললো, “ক্যারোলিন ফগেলমেয়ের”। ইনসারভ তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সেই বুড়োর চেহারাটা প্রকাণ্ড হয়ে উঠলো — তারপর সে একটা গাছ হয়ে গেলো, মানুষ নয়। তার খাড়া ডালে ইনসারভকে উঠতে হবে। ডালগুলো ধরে ধরে সে উঠতে লাগলো। তারপর সে পড়ে গেলো। একটা তীক্ষ্ন পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেলো তার বুকটা। আর ক্যারোলিন ফগেলমেয়ের একটা বাজারের স্ত্রীলোকের চেহারায় মাটির উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে অস্পষ্ট স্বরে বলে চললো, “পিঠে! পিঠে! পিঠে!” তারপর রক্তস্রোত বইলো, অসহ্যভাবে ঝকমক করতে লাগলো নানা তরোয়াল... “এলেনা!” সে আর্তনাদ করে উঠলো আর সবকিছু মিশে গেলো এক গাঢ় লাল বিশৃঙ্খলার মধ্যে।

২৫

‘কে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় — তালামিস্ত্রি-টিস্ত্রি কেউ হবে,’ পরের দিন সন্ধেয় বেরসেনেভের চাকর তাকে বললো। চাকরটি কেমন সন্দেহবাতিক, প্রভুর প্রতি কঠোর ব্যবহার করা তার স্বভাব।

‘তাকে আসতে বল,’ বেরসেনেভ উত্তর দিলো।

“তালামিস্ত্রি” এলো। বেরসেনেভ তাকে চিনতে পারলো সেই দর্জি বলে ইনসারভকে যে ঘর ভাড়া দিয়েছিলো।

‘কী চাই?’ লোকটিকে সে প্রশ্ন করলো।

‘কর্তা, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে,’ দর্জি বলতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে সে এক পা থেকে অন্য পায়ে শরীরের ভর বদলাতে লাগলো আর মাঝেমাঝে নাড়তে লাগলো তার ডান হাতটা। সেই হাতের শেষ তিনটে আঙুল দিয়ে সে ধরে রইলো নিজের আস্তিনের প্রান্তটা। ‘আমার ভাড়াটের খুব অসুখ। তাঁর কী হয়েছে জানি না।’

‘ইনসারভের কথা বলছো?’

‘হ্যাঁ কর্তা, আমার ভাড়াটের। গতকাল সকাল পর্যন্ত তিনি ভালো ছিলেন। সন্ধেয় তিনি শুধু এক গেলাস জল চান। আমার গিন্নি তাঁকে

জল এনে দেয়। কিন্তু রাতে তিনি ভুল বকতে শুরু করেন। পার্টিশনের ভেতর থেকে আমরা শুনতে পাই। আর আজ সকালে তিনি একেবারেই কথা বলতে পারছেন না, শুয়ে রয়েছেন মড়ার মতো। তাঁর জ্বরটাও সাঙ্ঘাতিক। ভেবেছিলাম, যে-কোনো মুহূর্তে তো ইনি মারা যেতে পারেন। তাই বরং পুলিশকে খবর দিই। কারণ তিনি একেবারে একলা মানুষ। কিন্তু গিন্নি বললো, "সেই ভদ্রলোকের কাছে যাও যিনি আমাদের ভাড়াটেকে গ্রামে ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন। হয়তো তিনি তোমায় কোনো পরামর্শ দেবেন কিংবা নিজেই আসবেন।" তাই কর্তা, আপনার কাছে এসেছি, কারণ আমরা পারি না, মানে ...'

বেরসেনেভ তাড়াতাড়ি নিজের টুপি তুলে নিলো, দর্জির হাতে এক রুবলের একটা নোট গুঁজে দিলো, তারপর তারা দুজন তাড়াতাড়ি গাড়িতে করে চললো ইনসারভের কাছে।

দেখা গেলো ইনসারভ অজ্ঞান হয়ে পুরো পোষাক-পরা অবস্থায় সোফায় শুয়ে রয়েছে। তার মুখটা ভয়ঙ্কর বদলে গেছে। বেরসেনেভ বাড়িওলা আর তার স্ত্রীকে সঙ্গে-সঙ্গে বললো ইনসারভের পোষাক খুলে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে। নিজে ছুটলো ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার নির্দেশ দিলেন জোঁক, ক্যান্থারাইড আর ক্যালোমেল এক সঙ্গে প্রয়োগ করতে আর আদেশ দিলেন অসুস্থ লোকটির রক্ত মোক্ষণ করতে।

'অসুখটা কি খুব খারাপ?' বেরসেনেভ প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, খুব খারাপ,' ডাক্তার উত্তর দিলেন। 'এক সাঙ্ঘাতিক নিউমোনিয়া হয়েছে। এটা সবচেয়ে খারাপ ধরনের পেরিনিউমোনিয়া। এঁর মস্তিষ্কও আক্রান্ত হতে পারে। তা ছাড়া ইনি এখনো তরুণ। এঁর নিজের শক্তিই এখন তাঁর বিরুদ্ধে গেছে। আমাকে খানিক দেরী করে ডেকেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানে যা আছে তার সবকিছুই করবো।'

ডাক্তার নিজে তরুণ, তাই তখনো বিজ্ঞানে তাঁর আস্থা আছে।

বেরসেনেভ সমস্ত রাত রইলো। দেখা গেলো বাড়িওলা আর তার স্ত্রী দয়ালু প্রকৃতির, কাজের লোকও বটে — অর্থাৎ কী করতে হবে

সেটা বলে দিলে তা নিপুণভাবেই করে। সার্জেনের একজন সহকারী এলো আর শুরু হোলো ডাক্তারি যন্ত্রণা দেওয়া।

সকালে কয়েক মিনিটের জন্যে ইনসারভের জ্ঞান ফিরে এলো। বেরসেনেভকে সে চিনতে পেরে প্রশ্ন করলো, "আমার অসুখ করেছে কি?" তার দিকে সে তাকিয়ে রইলো অত্যন্ত অসুস্থ লোকের নিষ্প্রভ, অমনোযোগী বিহ্বল দৃষ্টিতে। তারপর আবার সে অজ্ঞান হয়ে গেলো। বেরসেনেভ বাড়ি ফিরে, জামাকাপড় বদলে কয়েকটা বই নিয়ে ফিরে এলো ইনসারভের কাছে। সে স্থির করেছিলো অন্তত সাময়িকভাবে থাকবে এই অসুস্থ লোকের ঘরে। ইনসারভের বিছানার চারপাশে সে পর্দা খাটাবার ব্যবস্থা করলো, সোফার পাশে নিজের জায়গা করে নিলো। বিষণ্নভাবে ধীরে ধীরে সময় কাটতে লাগলো। খাবার জন্যে বেরসেনেভ একবার মাত্র বাইরে গেলো। সন্ধে হয়ে এলো। একটা ঢাকা-দেওয়া মোমবাতি জ্বালিয়ে সে পড়তে শুরু করলো। ঘরের মধ্যেটা চুপচাপ। পার্টিশনের ওপাশ থেকে শোনা যেতে লাগলো ফিসফিসানি, হাই তোলার আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার শব্দ। ওদিকটায় বাড়িওলা থাকে। কে একজন হাঁচলো। সঙ্গে-সঙ্গে ফিসফিসে গলায় সে ধমক খেলো। পর্দার ওপাশ থেকে শোনা যেতে লাগলো কষ্টকৃত অনিয়মিত নিশ্বাসের শব্দ। থেকে-থেকে শব্দটা থেমে গিয়ে শোনা যেতে লাগলো সংক্ষিপ্ত কাতরানি আর বালিশের উপর যন্ত্রণাকাতর মাথার ছটফটানির শব্দ . বেরসেনেভের মনে অদ্ভুত সব চিন্তা ঘোরাফেরা করতে লাগলো। এমন একজন লোকের ঘরে সে রয়েছে যে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে, যাকে, সে জানে, এলেনা ভালোবাসে ... সেই রাতটার কথা তার মনে পড়লো যখন শুবিন দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলে বলেছিলো এলেনা তাকে ভালোবাসে, বেরসেনেভকে! আর এখন ... "আমি কী করবো?" নিজেকে সে প্রশ্ন করলো। "এলেনাকে কি জানাবো এর অসুখের কথা? নাকি অপেক্ষা করবো? এলেনাকে আগে একবার যে-খবর দিয়েছিলাম এ-খবরটা তার চেয়ে দুঃখের। এদের দুজনের মধ্যে বারবার আমাকে নিয়তির ঠেলে দেওয়াটা কী অদ্ভুত!" সে স্থির করলো অপেক্ষা করাই ভালো। দৃষ্টি

পড়লো ডেস্কের উপর। সেখানে কাগজের স্তূপ। ভাবলো, "ও কি নিজের পরিকল্পনাটা সফল করতে পারবে? এই যদি ওর শেষ হয়?" এই নিস্তেজ হয়ে আসা তরুণ জীবনটির জন্যে তার দুঃখ হোলো। সঙ্কল্প করলো এই জীবনকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

রাতটা ভয়ঙ্কর। রোগী প্রলাপ বকছে। একাধিকবার বেরসেনেভ সোফা থেকে উঠে পা টিপে-টিপে বিছানার কাছে গিয়ে শোকার্ত হয়ে শুনলো ইনসারভের ভুল-বকা। মাত্র একবার অপ্রত্যাশিত স্পষ্টভাবে ইনসারভ বললো, "আমি তা চাই না, আমি তা চাই না, তুমি কিছুতেই ..." চমকে উঠে বেরসেনেভ ইনসারভের দিকে তাকালো। যন্ত্রণায় তার উদভ্রান্ত মুখটা কঠিন আর স্থির হয়ে উঠেছে, হাত দুটো এলিয়ে রয়েছে বিছানার চাদরের উপর। "আমি তা চাই না," আবার সে বললো প্রায় অস্ফুট স্বরে।

সকালে ডাক্তার আবার এলেন। তিনি মাথা নেড়ে আরও কতকগুলো নতুন ওষুধের ব্যবস্থা করলেন।

'ফাঁড়ার এখনো অনেক বাকি আছে,' টুপিটা পরে তিনি বললেন।

'কী হবে তারপর?' বেরসেনেভ প্রশ্ন করলো।

'ফাঁড়ার পর aut Caesar, aut nihil*!'

ডাক্তার চলে গেলেন। বেরসেনেভ বুঝতে পারলো তার খানিক খোলা বাতাসের প্রয়োজন। খানিকক্ষণ সে পথে পায়চারি করলো। তারপর ফিরে গিয়ে আবার সে পড়তে শুরু করলো। অনেক আগেই রাউমের তার শেষ হয়েছে, এখন সে পড়ছে গ্রোটে।

হঠাৎ দরজাটা মৃদু কিচকিচ করে উঠলো আর যথারীতি ভারী একটা রুমাল মাথায় জড়িয়ে বাড়িওলার মেয়ে সাবধানে উঁকি মারলো।

ফিসফিস করে সে বললো, 'সেই তরুণী মহিলা এসেছেন, সেদিন যিনি আমায় দশ কোপেক দিয়েছিলেন ...'

মেয়েটি সরে দাঁড়ালো। ঘরে এলো এলেনা।

---

* হয় সীজার নয় কিছুই না।

বেরসেনেভ এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো যেন তাকে হুল ফোটানো হয়েছে। কিন্তু এলেনা নড়লোও না বা চীৎকার করেও উঠলো না... মনে হোলো নিমেষের মধ্যে সে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। তার মুখটা ভয়ঙ্কর ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। পর্দার কাছে গিয়ে ভিতরে তাকিয়ে হাত নেড়ে সে আড়ষ্ট হয়ে গেলো। পরের মুহূর্তে ইনসারভের দিকে সে ছুটে যেতো। কিন্তু বেরসেনেভ তাকে যেতে দিলো না।

'আপনি করছেন কী?' বেরসেনেভ কাঁপা ফিসফিসে স্বরে বললো। 'ওকে মারবেন নাকি?'

এলেনা থরথর করে কেঁপে উঠলো। বেরসেনেভ তাকে সোফার কাছে নিয়ে এসে বসালো।

বেরসেনেভের মুখের দিকে এলেনা তাকালো, তারপর তাকিয়ে দেখলো তার আপাদমস্তক, তারপর একদৃষ্টে চেয়ে রইলো মেঝের দিকে।

'উনি কি মারা যাচ্ছেন?' এমন ঠাণ্ডা শান্ত গলায় এলেনা প্রশ্ন করলো যে বেরসেনেভ গেলো ভয় পেয়ে।

বললো, 'ভগবানের দোহাই, এলেনা নিকলায়েভনা, কী করে আপনি অমন কথা বলতে পারলেন? অবশ্যই ও অসুস্থ, সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ ... কিন্তু আমরা ওকে বাঁচাবো, আপনাকে কথা দিচ্ছি নিশ্চয়ই ওকে বাঁচাবো।'

'উনি কি অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন?' একই রকম গলায় প্রশ্ন করলো এলেনা।

'হ্যাঁ, এখন অজ্ঞান... এইভাবেই এ-ধরনের অসুখের সর্বদাই সূত্রপাত হয়। কিন্তু তা থেকে কিছুই বোঝায় না ... বিশ্বাস করুন, কিছুই বোঝায় না। এই নিন, একটু জল খান।'

এলেনা মুখ তুললো। বেরসেনেভ বুঝতে পারলো তার কথা এলেনার কানে যায়নি।

ঠিক একই গলায় এলেনা বললো, 'উনি যদি মারা যান তাহলে আমিও মরে যাবো।'

ইনসারভ মৃদু কাতরে উঠলো। এলেনা শিউরে উঠে নিজের মাথাটা চেপে ধরলো, তারপর শুরু করলো তার বনেটের রিবনগুলো খুলতে।

'আপনি এ কী করছেন?' বেরসেনেভ আবার প্রশ্ন করলো।

এলেনা কোনো উত্তর দিলো না।

'আপনি এ কী করছেন?' বেরসেনেভ আবার প্রশ্ন করলো।

'আমি এখানে থাকবো।'

'মানে ... কতক্ষণ?'

'জানি না। হয়তো সন্ধে পর্যন্ত, কিংবা হয়তো সকাল পর্যন্ত, কিংবা চিরকাল... আমি জানি না।'

'এলেনা নিকলায়েভনা, দয়া করে ভেবে দেখুন কী করতে যাচ্ছেন। অবশ্যই এখানে আপনাকে দেখতে পাবো বলে আশা করিনি। কিন্তু মনে হয় আপনি এসেছেন অল্পক্ষণের জন্যে। ভুলবেন না, বাড়ির লোকেরা হয়তো আপনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করবেন...'

'যদিই বা তাঁরা লক্ষ্য করেন তাতে কী?'

'তাঁরা আপনার খোঁজ করতে শুরু করবেন... তাঁরা আপনাকে খুঁজে বার করবেন...'

'তাঁরা খুঁজে বার করলেই বা কী?'

'এলেনা নিকলায়েভনা! বুঝতে পারছেন না? ইনসারভ এখন আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

এলেনা মাথা নীচু করলো, যেন চিন্তায় ডুবে গেলো। তারপর রুমালটা ঠোঁটে চেপে হঠাৎ ভয়ংকর প্রচণ্ডভাবে ফুঁপিয়ে উঠলো.. নিজের ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ চাপবার জন্যে মুখ থুবড়ে সে সোফার উপর পড়লো, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ জালে-পড়া ছোট্ট পাখীর মতো কেঁপে কেঁপে উঠলো ছটফট করে।

'এলেনা নিকলায়েভনা ... দোহাই আপনার!' সামনে দাঁড়িয়ে বারবার করে বলতে লাগলো বেরসেনেভ।

'ও! কী হয়েছে?' হঠাৎ শোনা গেলো ইনসারভের স্বর।

এলেনা খাড়া হয়ে বসলো, বেরসেনেভ দাঁড়িয়ে রইলো একেবারে স্থির হয়ে... খানিক পরে সে গেলো খাটের কাছে ... আগের মতোই বালিশের উপর এলিয়ে রয়েছে ইনসারভের মাথাটা। চোখ বন্ধ।

'উনি কি ভুল বকছেন?' ফিসফিস করে এলেনা প্রশ্ন করলো।

বেরসেনেভ উত্তর দিলো, 'আমার তাই মনে হয়। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সাধারণত তাই হয়, বিশেষ করে যদি...'

'কবে থেকে ও'র অসুখ করেছে?' বাধা দিয়ে উঠলো এলেনা।

'গত পরশু থেকে। গতকাল থেকে আমি এখানে আছি। এলেনা নিকলায়েভনা, আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন। মুহূর্তের জন্যে একে ছেড়ে আমি যাবো না, যথাসাধ্য একে সাহায্য করবো। যদি দরকার হয় তাহলে নানা ডাক্তার নিয়ে একটা পরামর্শ সভার ব্যবস্থা করবো।'

'আমি যখন থাকবো না তখন যদি ওঁর কিছু একটা হয়!' হাত কচলাতে কচলাতে এলেনা চেঁচিয়ে উঠলো।

'আমি কথা দিচ্ছি প্রত্যহ অসুখের অবস্থার কথা আপনাকে জানাবো। যদি বাস্তবিকই বিপদের অবস্থা ঘটে...'

'কথা দিন, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে ডেকে পাঠাবেন — দিনে রাতে যে কোনো সময়। আপনি সোজা আমাকে চিঠি লিখবেন. এখন আমার কাছে সবই সমান। শুনছেন? কথা দিচ্ছেন তো?'

'আমি কথা দিচ্ছি, ঈশ্বর আমার সাক্ষী।'

'শপথ করুন।'

'আমি শপথ করছি।'

হঠাৎ এলেনা বেরসেনেভের হাতটা ধরলো। বেরসেনেভ সেটা ছাড়াতে পারার আগেই এলেনা তার ঠোঁট চাপলো হাতটার উপর।

'এলেনা নিকলায়েভনা! এ কী করলেন!' বেরসেনেভ রুদ্ধশ্বাসে বললো।

'না, না . কোরো না ..' বিড়বিড় করে ইনসারভ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

এলেনা পর্দার কাছে সরে গিয়ে রুমালটা কামড়ে রোগীর দিকে তাকিয়ে রইলো অনেক অনেকক্ষণ ধরে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো চোখের জল।

বেরসেনেভ বললো, 'এলেনা নিকলায়েভনা, ওর জ্ঞান ফিরে আসতে পারে, আর আপনাকে পারে চিনতে। ভগবানই জানেন, তাতে ওর ভালো হবে কি না। তা ছাড়া ডাক্তার আসার সময় হয়ে গেছে।'

এলেনা সোফা থেকে তার বনেটটা তুলে নিয়ে পরলো। তারপর খানিক থামলো। বিষন্ন দৃষ্টিতে সে তাকালো ঘরের চারিদিকে। মনে হোলো স্মৃতির মধ্যে সে যেন ডুবে গেছে।

'আমি যেতে পারবো না,' অবশেষে ফিসফিস করে বললো এলেনা।

বেরসেনেভ এলেনার হাতে চাপ দিলো।

সে বললো, 'নিজেকে সামলে নিন, শান্ত হোন। আপনি একে আমার তত্ত্বাবধানে রেখে যাচ্ছেন। আজ রাতে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।'

এলেনা তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি আমার দরদী বন্ধু!' তারপর ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে সে বেরিয়ে গেলো।

বেরসেনেভ দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। এক দুঃখময় তিক্ত অনুভূতিতে তার বুকটা উঠলো মুচড়ে। কিন্তু সে অনুভূতির মধ্যে একটা অদ্ভুত সান্ত্বনাও আছে। "আমার দরদী বন্ধু!" সে ভাবলো। তারপর কাঁধ ঝাঁকালো।

'ওখানে কে?' ইনসারভের স্বর শোনা গেলো।

বেরসেনেভ গেলো তার কাছে।

'দ্মিত্রি নিকানরভিচ, আমি। কিছু চাও? কেমন বোধ করছো?'

'তুমি কি একা?'

'হ্যাঁ।'

'আর সে কোথায়?'

'সে? কে?' আতঙ্কিত হয়ে বেরসেনেভ প্রশ্ন করলো।

ইনসারভ তক্ষুনি উত্তর দিলো না।

'মিগনোনেট,' ফিসফিস করে সে বললো, তারপর তার চোখ দুটো আবার বুজে গেলো।

পুরো আট দিন ধরে ইনসারভের প্রাণ নিয়ে টানাটানি চললো। ডাক্তার প্রায়ই আসতেন, কারণ তাঁর বয়েস কম আর এই শক্ত কেসটা তাঁর আগ্রহ জাগিয়েছিলো। ইনসারভের সংকটাবস্থার কথা শুনে শুবিন এলো তাকে দেখতে। এলো দেখতে তার দেশবাসী বুলগেরিয়ানরাও। তাদের মধ্যে বেরসেনেভ সেই দুজন অদ্ভুত লোককে চিনতে পারলো যারা অপ্রত্যাশিতভাবে গ্রীষ্মাবাসে গিয়ে তাকে অবাক করে দিয়েছিলো। প্রত্যেকেই আন্তরিক সমবেদনা জানালো, কেউ কেউ বললো বেরসেনেভের বদলে তারা রোগীর কাছে থাকবে। কিন্তু এলেনার কাছে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করে বেরসেনেভ সে কথাটা কানেই তুললো না। বেরসেনেভ এলেনার সঙ্গে রোজই দেখা করতে লাগলো আর লুকিয়ে — কথায় বা চিঠিতে — অসুখটা যে পথে চলেছে তার সব খুঁটিয়ে বিবরণ দিতো। দুরুদুরু বুকে এলেনা থাকতো তার জন্যে অপেক্ষা করে, সাগ্রহে সে শুনতো আর প্রশ্ন করতো। ইনসারভের কাছে এলেনা যেতে চাইতো কিন্তু বেরসেনেভ তাকে অনুরোধ করে বলেছিলো যেন না যায়, কারণ প্রায় কখনোই ইনসারভ একলা থাকে না। যেদিন ইনসারভের অসুখের কথা সে জেনেছিলো সেদিন নিজেও প্রায় সে হয়ে উঠেছিল অসুস্থ। বাড়িতে ফিরেই নিজের ঘরে সে দরজা বন্ধ করে থাকে। কিন্তু দুপুরের খাবার খেতে তার ডাক পড়ে। খাবার ঘরে সে যায়। তার চেহারাটা এতো ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে যে আন্না ভাসিলিয়েভনা আতঙ্কিত হয়ে চেষ্টা করেন তাকে শুতে পাঠাতে। এলেনা কিন্তু নিজেকে সামলে নেয়। "ও মারা গেলে আমিও মারা যাবো," বারবার নিজেকে সে বলে। ঐ কল্পনায় সে সান্ত্বনা পায়, উদাস ভাব দেখাবার শক্তি পায়। কিন্তু কেউই তাকে বিশেষ বিরক্ত করে না। নিজের মাড়ির ফোড়া নিয়ে আন্না ভাসিলিয়েভনা সর্বদাই ব্যস্ত। শুবিন তেড়ে কাজ করে চলেছে। জোয়া থাকে মনমরা হয়ে, সে স্থির করে ভেরটারের উপর রচনাটি পড়বে। "ছাত্রের" ঘনঘন আসায় স্তাখভ দারুণ আপত্তি জানান। আপত্তির বিশেষ কারণ এই যে কুরনাতভস্কি সম্বন্ধে তাঁর যে "পরিকল্পনা" সেটা বিশেষ এগুচ্ছে না, কারণ সাংসারিক

জ্ঞানসম্পন্ন প্রধান সেক্রেটারিটি অনিশ্চয়ে কাল গুণছে। এলেনা বেরসেনেভকে ধন্যবাদও জানায় না, কারণ এমন কতকগুলো কাজ আছে যার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে লজ্জা করে। শুধু একবার, বেরসেনেভের সঙ্গে চতুর্থবার দেখা হবার সময়, এলেনা তাকে মনে করিয়ে দেয় তার শপথের কথা। (তার আগের রাতটা ইনসারভের খুব খারাপ কাটে। ডাক্তার আভাসে পরামর্শ সভা ডাকবার কথা জানান।) বেরসেনেভ এলেনাকে বলে, "বেশ, তাহলে চলে আসুন।" এলেনা বাইরে যাবার পোষাক পরতে শুরু করে। বেরসেনেভ তাকে বলে, "না, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।" সন্ধের দিকে ইনসারভের অবস্থার উন্নতি ঘটে।

এই যন্ত্রণাকর অবস্থা চলে আট দিন ধরে। এলেনাকে শান্ত দেখায়। কিন্তু সে খেতে পারে না, ঘুমতে পারে না। তার সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা ভোঁতা টাটানি। মনে হয় যেন গরম শুকনো ধোঁয়ায় তার মাথাটা ভরে উঠেছে। তার ঝি বলে, "দিদিমণি মোমবাতির মতো গলে যাচ্ছে।"

অবশেষে ন'দিনের দিন সংকট কেটে যায়। বসার ঘরে আন্না ভাসিলিয়েভনার পাশে বসে এলেনা "মস্কোভস্কিয়ে ভেদমস্তি" চেঁচিয়ে পড়ছিলো, যদিও কী যে সে করছে সেদিকে তার কোনো খেয়াল ছিলো না। এমন সময় বেরসেনেভ এলো। এলেনা তার দিকে তাকালো। (প্রতিবারই তার দিকে সে তাকাতো অতি চকিতে আর ভয়ে ভয়ে, তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠায়।) তাকিয়েই বুঝতে পারলো যে বেরসেনেভ ভালো খবর এনেছে। বেরসেনেভ মৃদু হেসে তার দিকে একটু মাথা নাড়লো। এলেনা দাঁড়িয়ে উঠলো তার কাছে যাবার জন্যে।

'বেঁচে গেছে, আর ভয় নেই, এখন থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে সে একেবারে সেরে যাবে,' বেরসেনেভ ফিসফিস করে বললো এলেনার কানে কানে।

এলেনা হাত বাড়ালো, যেন কী একটা আঘাত এড়াতে চায়। কিন্তু কোনো কথা বললো না। তার ঠোঁট দুটো থরথর করতে লাগলো, মুখটা হয়ে উঠলো টকটকে লাল। বেরসেনেভ আন্না ভাসিলিয়েভনার সঙ্গে কথা কইতে লাগলো। এলেনা নিজের ঘরে গিয়ে নতজানু হয়ে বসে শুরু

করলো প্রার্থনা করতে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে ... তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে ঝরতে লাগলো আনন্দাশ্রু। এতদিনের পর এই প্রথম সে বুঝতে পারলো কী দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। বালিশের উপর মাথা রাখলো। ফিসফিস করে বললো, "বেচারা আন্দ্রেই পেত্রভিচ!" তারপর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো। তার চোখের পাতা আর গাল চোখের জলে গেলো ভিজে। অনেকদিন সে ঘুময়নি বা কাঁদেনি।

২৭

বেরসেনেভের ভবিষ্যদ্বাণী শুধু আংশিকভাবে ফলেছিলো। বিপদমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ইনসারভ সেরে উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে। ডাক্তার বললেন গভীর একটা মানসিক আঘাত ইনসারভের সমস্ত শরীর মনকে অভিভূত করেছে। তা সত্ত্বেও ইনসারভ উঠলো খাড়া হয়ে, ঘরের মধ্যে করতে লাগলো ঘোরাফেরা। বেরসেনেভ ফিরে গেলো নিজের ঘরে। কিন্তু প্রতিদিন সে যেতো বন্ধুকে দেখতে, তখনো সে খুব দুর্বল, আর আগের মতো প্রতিদিনই এলেনাকে জানাতো ইনসারভের স্বাস্থ্যের কথা। এলেনাকে চিঠি লিখতে ইনসারভের সাহস হয়নি। বেরসেনেভের সঙ্গে কথা বলার সময়ই সে শুধু পরোক্ষভাবে এলেনার উল্লেখ করতো। বেরসেনেভও কৃত্রিম ঔদাস্য দেখিয়ে তাকে বলতো স্তাখভদের বাড়িতে তার যাবার কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে চেষ্টা করতো তাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে যে এলেনা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো কিন্তু এখন শান্ত হয়েছে। এলেনাও ইনসারভকে চিঠি লিখতো না। তার একটা অন্য অভিপ্রায় ছিলো।

একদিন বেরসেনেভ যখন সানন্দে ঘোষণা করলো যে ডাক্তার ইনসারভকে অনুমতি দিয়েছেন একটা কাটলেট খেতে আর সম্ভবত শীঘ্রই সে বেরুতে পারবে, তখন এলেনা চিন্তিতভাবে মাথা নোয়ালো।

'বলুন তো আপনাকে কী বলতে চাই,' এলেনা বললো।

বেরসেনেভ বিব্রত হয়ে উঠলো। কথাটা সে বুঝেছিলো।

'সম্ভবত বলবেন যে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান,' অন্য দিকে তাকিয়ে বেরসেনেভ উত্তর দিলো।

এলেনা আরক্ত হয়ে উঠে অত্যন্ত ফিসফিসে গলায় বললো, 'হ্যাঁ।'

'আমার তো মনে হয় সহজেই আপনি তা পারেন।'

"ছিঃ!" বেরসেনেভ ভাবলো, "কী জঘন্য আমার মন!"

'আপনি কি বলতে চান যে আমি ইতিমধ্যেই...' এলেনা বললো। 'কিন্তু আমার ভয় করছে... আপনি তো বলেছেন যে এখন প্রায় সবসময়ই তাঁর কাছে লোক থাকে।'

'সহজেই তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে,' বেরসেনেভ উত্তর দিলো, তখনও এড়িয়ে গেলো এলেনার দৃষ্টি। 'অবশ্যই আগে থেকে তাকে আমি সাবধান করে দিতে পারি না। কিন্তু আমার হাতে তার জন্যে একটা চিঠি দিতে পারেন। পুরোনো পরিচিত লোক যার স্বাস্থ্যের জন্য আপনি উদগ্রীব তাকে চিঠি লিখতে কে আপনাকে বাধা দিতে পারে?.. এর মধ্যে দোষের কিছু নেই... তার সঙ্গে দেখা করার একটা সময় ঠিক করুন... মানে তাকে লিখে জানান কখন আপনি আসবেন...'

'আমার লজ্জা করছে,' এলেনা ফিসফিস করে বললো।

'একটা চিঠি লিখে দিন, আমি সেটা তার কাছে নিয়ে যাবো।'

'তার দরকার নেই, কিন্তু আপনাকে অনুরোধ... আন্দ্রেই পেত্রভিচ, রাগ করবেন না... তাঁর কাছে কাল আপনি যাবেন না!'

বেরসেনেভ ঠোঁট কামড়ালো।

'ও, আচ্ছা। বেশ, যাবো না।' আরো কিছু কথা বলে বেরসেনেভ তাড়াতাড়ি চলে গেলো।

"ভালো, সেই ভালো," বাড়ি যেতে যেতে বেরসেনেভ ভাবতে লাগলো। "এতো আর নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেই ভালো। কেন আমি সেই বাসার কাছে ঘুরঘুর করবো যেটা আমার নয়? কিছুর জন্যেই আমার খেদ নেই। আমার বিবেক যা বলেছে তাই আমি করেছি। কিন্তু এখন আর আমার কোনো দায়িত্ব নেই। ওদের যা ইচ্ছে তাই করুক। বাবা আমায় ঠিকই বলেছিলেন, 'শোনো তুমি, আমি, আমরা কেউই অলকাপুরীর লোক নই, আমরা অভিজাত সম্প্রদায়ের নই, নই ভাগ্য বা প্রকৃতির প্রিয়পাত্র, কিম্বা বীর শহিদও নই। আমরা হলাম মজুর, আমরা মজুর!' অতএব

মজুর, তোমার চামড়ার এপ্রনটা পরো তারপর তোমার অন্ধকার কারখানায় তোমার বেঁঞ্চিতে যাও! আর সূর্য, সে আলো দিক অন্যদের! তবু গর্ব করার আনন্দ করার মতো কিছু বস্তু আমাদের এ তুচ্ছ জীবনেও আছে!"

পরের দিন সকালে ইনসারভ এলেনার কাছ থেকে ডাকে একটা ছোট্ট চিঠি পেলো। তাতে লেখা: "আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো। কারুর সঙ্গে দেখা কোরো না। আ. প. আসবেন না।"

২৮

এলেনার চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ইনসারভ তার ছোট্ট ঘরটা গুছতে লাগলো। বাড়িউলিকে বললো ওষুধের বোতলগুলো নিয়ে যেতে। ড্রেসিং-গাউনটা ছেড়ে সে পরলো তার ফ্রককোট। এতো দুর্বল বোধ করলো আর এত খুসি হয়ে উঠলো যে তার মাথাটা লাগলো ঘুরতে। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হোলো। পায়ে সে জোর পাচ্ছিলো না। সোফায় বসে তাকালো ঘড়ির দিকে। মনে মনে বললো, "এখন পৌনে বারো। সম্ভবত দুপুরের আগে এলেনা আসতে পারবে না। এই পনেরো মিনিট আমাকে অন্য কিছু নিশ্চয়ই ভাবার চেষ্টা করতে হবে, তা নাহলে আমি সহ্য করতে পারবো না। সে সম্ভবত এর আগে আসতে পারবে না..."

দরজাটা সজোরে খুলে গেলো। এলেনা ঘরে এসে অস্পষ্ট আনন্দধ্বনি করে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার প্রসারিত বাহুর মধ্যে। পরণে তার একটা সিল্কের হাল্‌কা পোষাক। এলেনাকে দেখাচ্ছে ভারি পাণ্ডুর, ভারি সজীব, আরো তরুণী আর সুখী।

'তুমি বেঁচে আছো, তুমি আমার!' হাত দিয়ে ইনসারভের গলা জড়িয়ে আর তার মাথায় হাত বুলতে বুলতে বারবার এলেনা বলতে লাগলো। ইনসারভ রইলো একেবারে স্থির হয়ে। এলেনার সান্নিধ্যে, স্পর্শে আর নিজের আনন্দে সে রুদ্ধশ্বাস।

এলেনা তার পাশে বসে, তাকে জড়িয়ে ধরে এমন হাসি হাসি কোমল আর সোহাগ ভরা মুখের ভাব করে তাকিয়ে রইলো যা শুধু তার চোখেই জ্বলজ্বল করে যে মেয়ে প্রেমে পড়েছে।

হঠাৎ এলেনার মুখটা কালো হয়ে উঠলো।

'বেচারা, তুমি কী রোগা হয়ে গেছো, দ্মিত্রি,' ইনসারভের গালে হাত বুলিয়ে সে বললো। 'কী রকম দাড়ি গজিয়েছে!'

'এলেনা, তুমিও রোগা হয়ে গেছো,' ইনসারভ বললো। এলেনা তার মুখে হাত বোলাবার সময় ইনসারভ চুম্বন করতে লাগলো তার আঙুলগুলো।

এলেনা আনন্দে ঝাঁকাতে লাগলো নিজের কোঁকড়া চুলগুলো।

'কিছু ভেবো না। দেখো আমরা দুজন কী সুন্দর মোটা হয়ে উঠবো! ঝড় এসেছিলো, উপাসনাঘরে সেদিন আমাদের দেখা হবার সময় যেমন এসেছিলো। ঝড় এসেছিলো, ঝড় চলে গেছে। এবার আমরা বাঁচবো!'

উত্তরে মৃদু হাসলো ইনসারভ।

'কী দিন আমাদের গেছে, দ্মিত্রি, কী নিষ্ঠুর সব দিন! আমি কল্পনা করতে পারি না যাকে ভালোবাসে সে মরে গেলে লোকে কী করে বাঁচে। আন্দ্রেই পেত্রভিচ কী আমাকে বলবে তা আগে থেকেই আমি টের পেতাম। তোমার সঙ্গেই আমার জীবনও ধুকপুক করতো। সুপ্রভাত, আমার দ্মিত্রি!'

ইনসারভ ভেবে পেলো না কী বলবে। এলেনার পায়ের কাছে সে লুটিয়ে পড়তে পারতো।

দ্মিত্রির চুলগুলো পিছনে সরিয়ে এলেনা বলে চললো, 'আর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি। তোমার যখন অসুখ ছিলো তখন অনেক কিছু লক্ষ্য করেছি -- আবিষ্কার করেছি যে লোকে যখন খুব, খুব অসুখী তখন সে ভারি বোকার মতো নিজের চারপাশে যা ঘটছে তা মন দিয়ে লক্ষ্য করে! সত্যি বলছি মাঝেমাঝে আমি বসে-বসে একটা মাছির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু আমার বুকটা আতঙ্কে হিম হয়ে যেতো! কিন্তু সে-সব এখন চুকেবুকে গেছে, তাই না? সামনের সবকিছুই উজ্জ্বল, তাই না?'

ইনসারভ বললো, 'তুমি রয়েছো সামনে, তাতেই আমার কাছে সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।'

'আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে! কিন্তু তোমার সেদিনটা কি মনে পড়ে যখন তোমাকে দেখতে এসেছিলাম, শেষ বার নয়... না! শেষবার নয়' আপনা থেকে সে শিউরে উঠলো, 'যেদিন তুমি আর আমি কথা কইছিলাম, আর জানি না কেন মৃত্যুর উল্লেখ করেছিলাম। তখন সন্দেহই করিনি মৃত্যু আমাদের জন্যে ওৎ পেতে ছিলো। কিন্তু এখন তো তুমি সুস্থ, তাই না?'

'অনেক ভালো বোধ করছি। প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছি।'

'তুমি সুস্থ, তুমি মরে যাওনি। আমার কী আনন্দই না হচ্ছে!'

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

'এলেনা,' ইনসারভ বললো।

'কী গো?'

'বলো তো, কখনো কি তোমার মনে হয়েছে আমার অসুখটা আমাদের দুজনেরই একটা শাস্তি?'

এলেনা গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকালো।

'দ্মিত্রি, তাই মনে হয়েছিলো। কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, "কেন আমি শাস্তি পাবো? কী কর্তব্যে অবহেলা করেছি? কী আমার পাপ?" সম্ভবত আমার বিবেকটা অন্যদের মতো নয়, কিন্তু সেটা ছিলো নিরুত্তর। কিংবা হয়তো তোমার কাছে পাপ করেছি? আমি হয়তো তোমার একটা বাধা, আমি হয়তো তোমাকে বাধা দোবো ...'

'এলেনা, তুমি আমাকে বাধা দেবে না, কারণ আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাবো।'

'হ্যাঁ, দ্মিত্রি, আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাবো। আমি যাবো তোমার পেছন-পেছন ... এটা আমার কর্তব্য। আমি তোমাকে ভালোবাসি . . অন্য কোনো কর্তব্য জানি না।'

ইনসারভ বললো, 'এলেনা! তোমার প্রতিটি কথা কী কঠিন শেকল দিয়ে আমাকে বাঁধছে!'

এলেনা উত্তর দিলো 'শেকল বলছো কেন? তুমি আর আমি স্বাধীন। হ্যাঁ,' সে বলে চললো চিন্তিত হয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে, হাতটা বুলিয়ে চললো ইনসারভের চুলে, 'হালে অনেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে,

আগে সে-সম্বন্ধে কখনোই কোনো ধারণা ছিলো না। আগে কেউ যদি আমাকে বলতো যে আমি, সুশিক্ষিত তরুণী, বাড়ি থেকে একলা বের হয়ে নানা মিথ্যে ছুতোয় দেখা করতে যাচ্ছি কোনো যুবকের সঙ্গে তার বাসায় — তাহলে কী অপমানই না বোধ করতাম! তা সত্ত্বেও তাই ঘটেছে, কিন্তু একেবারেই আমি অপমান বোধ করছি না। একটুও না!' ইনসারভের দিকে ফিরে সে যোগ করে দিলো।

এমন সপ্রেম দৃষ্টিতে ইনসারভ তার দিকে তাকিয়েছিলো যে এলেনা ইনসারভের চুল থেকে হাত নামিয়ে আনলো ইনসারভের চোখের উপর।

এলেনা আবার বলতে শুরু করলো, 'দ্‌মিত্রি, তুমি সে-কথা কিছুই জানো না, কিন্তু তোমাকে আমি দেখেছিলাম ঐ সাংঘাতিক বিছানাটায় ... তোমাকে দেখেছিলাম মৃত্যু যখন তোমার শিয়রে দাঁড়িয়ে, অজ্ঞান অবস্থায় ...'

'তুমি দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

মুহূর্তের জন্যে ইনসারভ চুপ করে রইলো।

'আর বেরসেনেভও এখানে ছিলো?'

এলেনা মাথা হেলালো।

ইনসারভ তার দিকে ঝুঁকে পড়লো।

ফিসফিস করে সে বললো, 'এলেনা, তোমার দিকে তাকাতে আমার সাহস হচ্ছে না।'

'কেন না? আন্দ্রেই পেত্রভিচের হৃদয়টা ভারি দয়ালু! তাঁর সামনে আমার লজ্জা করেনি। লজ্জিত হব কেন? পৃথিবীর সবাইকে বলতে আমার বাধা নেই যে আমি তোমার ... আর আন্দ্রেই পেত্রভিচকে তো আমি বিশ্বাস করি নিজের ভাইয়ের মতো।'

'ও আমাকে বাঁচিয়েছে!' বলে উঠলো ইনসারভ। 'যত লোককে জানি তাদের মধ্যে ও সবচেয়ে উদার, সবচেয়ে দয়ালু!'

'হ্যাঁ ... আর তুমি কি জানো ওঁর কাছে আমি সব দিক দিয়ে ঋণী?

জানো, তিনিই আমাকে প্রথম বলেছিলেন যে তুমি আমায় ভালোবাসো? সব কথা যদি বলতে পারতাম!.. হ্যাঁ, উনি ভারি উদার লোক।'

এলেনার দিকে ইনসারভ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালো।

'সে তোমাকে ভালোবাসে, তাই না?'

এলেনা চোখ নামালো।

'তিনি আমাকে ভালোবাসতেন,' নীচু গলায় বললো এলেনা।

ইনসারভ এলেনার হাতে চাপ দিলো।

সে বললো, 'তোমাদের, রুশীদের হৃদয়টা সোনার। ভাবো একবার, সে-ই কিনা আমার সেবা করেছে, রাতের পর রাত আমার শিয়রে জেগে কাটিয়েছে!.. আর তুমিও, দেবী!.. কোনো তিরস্কার নেই, কোনো দ্বিধা নেই... আর এসব শুধু আমার জন্যে!..'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমারই জন্যে, কারণ তোমাকে লোকে ভালোবাসে। দ্মিত্রি! কী অদ্ভুত! মনে হয় আগেই তোমাকে কথাটা বলেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আবার তোমায় বলতে ভালো লাগছে, আর তুমিও আবার শুনে খুসি হবে যে যখন তোমাকে প্রথম দেখি..'

'তুমি কাঁদছো কেন?' ইনসারভ বাধা দিয়ে উঠলো।

'কাঁদছি? আমি কাঁদছি?' রুমাল দিয়ে এলেনা মুখ মুছলো। 'তুমি কী বোকা! জানো না কি লোকে আনন্দেও কাঁদে! যা বলছিলাম, যখন আমাদের প্রথম দেখা তখন তুমি আমার মনে কোনো ছাপ ফেলোনি, বাস্তবিকই ফেলোনি। আমার মনে পড়ে, প্রথমে শুবিনকে আমার অনেক বেশী ভালো লাগতো, যদিও কখনো তাকে আমি ভালোবাসিনি। আর এক সময় মনে হয়েছিলো আন্দ্রেই পেত্রভিচকেই বুঝি ভালোবাসি। তুমি আমার মনে কোনো ছাপ ফেলোনি। কিন্তু পরে পরে, মনে হয়েছিলো দু'হাত দিয়ে তুমি আমার হৃদয়টা আঁকড়ে ধরেছো!'

ইনসারভ বললো, 'আমায় দয়া করো..' সে উঠতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বসে পড়লো।

'কী হোলো?' উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকে এলেনা প্রশ্ন করলো।

'কিছু না, আমি শুধু সামান্য দুর্বল ... এই আনন্দটা এখনও আমার পক্ষে খুব বেশী।'

'তাহলে শান্ত হয়ে থাকো। নড়ো না কিংবা উত্তেজিত হয়ো না,' তার দিকে একটা আঙুল নাড়িয়ে এলেনা বললো। 'ড্রেসিং-গাউনটা তোমার খোলা উচিত হয়নি। কোট পরে ঘুরে বেড়াবার সময় এখনও তোমার হয়নি। চুপচাপ বসে থাকো। তোমাকে আমি রূপকথার গল্প বলবো। অসুখের পর বেশী কথা বলা তোমার উচিত নয়।'

এলেনা তাকে বলতে লাগলো শুবিন, কুরনাতভস্কি আর গত দু' সপ্তাহ সে কী করেছিলো তার কথা। বললো খবরের কাগজ পড়ে মনে হয় যুদ্ধ অপরিহার্য। অতএব ইনসারভ আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে এক মিনিটও নষ্ট না করে যাবার উপায় তাদের বার করতে হবে... এলেনা ইনসারভের পাশে বসে, তার কাঁধে হেলান দিয়ে কথা বলতে লাগলো।

ইনসারভ তার কথা লাগলো শুনতে। একবার তার মুখটা ফ্যাকাশে একবার লাল হয়ে উঠতে লাগলো। বার কয়েক তাকে থামাবার চেষ্টা করলো সে। তারপর হঠাৎ সে উঠলো খাড়া হয়ে।

এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণ গলায় সে বলে উঠলো, 'এলেনা! দয়া করে আমার কাছ থেকে যাও, যাও।'

'সে কী!' অবাক হয়ে এলেনা মৃদু স্বরে বললো। 'তোমার শরীর খারাপ লাগছে?' তাড়াতাড়ি সে যোগ করে দিলো।

'না... ভালো আছি... কিন্তু দয়া করে চলে যাও।'

'বুঝতে পারছি না। আমায় কি তাড়িয়ে দিচ্ছো?.. করছো কী?' ইনসারভকে প্রায় মেঝে পর্যন্ত নীচু হয়ে তার পায়ের উপর ঠোঁট রাখতে দেখে এলেনা হঠাৎ বলে উঠলো। 'ওরকম করো না, দ্মিত্রি... দ্মিত্রি..'

ইনসারভ উঠলো।

'আমার কাছ থেকে যাও! জানো এলেনা, যখন আমার অসুখ হয় তখন সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যাইনি। জানতাম মৃত্যুর খুব কাছে গিয়ে পড়েছি। আমার খুব জ্বরের সময়ও যখন ভুল বকতাম তখনও

অস্পষ্টভাবে অনুভব করতাম আমার মৃত্যু এগিয়ে আসছে। তাই জীবনকে, তোমাকে, সবকিছুকে বিদায় জানিয়েছিলাম। আমি আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম ... আর তারপর হঠাৎ এই পুনর্জন্ম, অন্ধকারের পরে এই আলো, তুমি ... আমার পাশে, আমার ঘরে তোমার বসে থাকা ... তোমার স্বর, তোমার নিশ্বেস নেওয়া ... এ আমি সহ্য করতে পারছি না! অনুভব করছি তোমাকে দারুণ ভালোবাসি, শুনেছি বলছো তুমি আমার, নিজের ওপর শাসন হারাচ্ছি ... চলে যাও!'

'দ্মিত্রি ...' ইনসারভের কাঁধে মুখ লুকিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলো এলেনা। মাত্র এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে।

ইনসারভ বলে চললো, 'এলেনা! তোমায় ভালোবাসি, তুমি জানো তোমায় ভালোবাসি। তোমার জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত.. কিন্তু আমি যখন দুর্বল, যখন নিজের ওপর আমার কোনো শাসন নেই, যখন আমার রক্তে আগুন ধরে গেছে তখন কেন তুমি এসেছো আমার কাছে? তুমি বলছো, তুমি আমার ... তুমি আমায় ভালোবাসো '

'দ্মিত্রি,' টকটকে লাল হয়ে উঠে ইনসারভের আরো কাছ ঘেঁষে এসে এলেনা আবার বললো।

'এলেনা, আমায় দয়া করো -- চলে যাও, মনে হচ্ছে মরে যাবো, এই আবেগটা হয়তো সহ্য করতে পারবো না ... আমার হৃদয় তোমায় চাইছে ... ভাবো একবার আর একটু হলেই মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিলো ... আর এখন তুমি এখানে, আমার আলিঙ্গনে ... এলেনা ...'

এলেনার আপাদমস্তক শিউরে উঠলো।

'তাহলে আমায় নাও,' প্রায় শোনাই যায় না এমন ফিসফিস করে এলেনা বললো।

২৯

স্তাখভ ভুরু কুঁচকে পড়ার ঘরে পায়চারি করছেন। পায়ের উপর পা দিয়ে জানালার পাশে বসে শুবিন চুপচাপ সিগার টানছে।

সিগারের ছাই ঝেড়ে সে বললো, 'দয়া করে পায়চারি বন্ধ করুন।

আপনার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি। আপনাকে লক্ষ্য করতে করতে ঘাড় ধরে গেছে। আপনার হাঁটার ভঙ্গীর মধ্যে কি রকম যেন একটা উত্তেজিত আর·নাটুকে ভাব রয়েছে।'

স্তাখভ উত্তর দিলেন, 'সবসময় আপনি লোকদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করেন। আমার অবস্থাটা আপনি বুঝছেন না। আপনি বুঝতে চাইছেন না যে ঐ মহিলার সঙ্গ'তে আমি অভ্যস্ত, তাঁর প্রতি আমি আসক্ত, তাঁর অনুপস্থিতি আমার পক্ষে কষ্টকর। ইতিমধ্যেই অক্টোবর শুরু হয়েছে, শীত্ এলো বলে। রেভালে তিনি কী করছেন?'

'মনে হয় তিনি মোজা বুনছেন নিজের জন্যে, আপনার জন্যে নয়।'

'হাসুন, হাসুন। কিন্তু আপনাকে বলি শুনুন যে তাঁর মতো কোনো মহিলা কখনো দেখিনি। তাঁর সততা, তাঁর নিঃস্বার্থতা...'

'টাকার জন্যে তিনি কি তাঁর প্রত্যর্থপত্র পেশ করেছেন?' শুবিন প্রশ্ন করলো।

'তাঁর নিঃস্বার্থতা,' গলা চড়িয়ে স্তাখভ আবার বললেন, 'আশ্চর্য'। শুনেছি পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মেয়ে আছে। কিন্তু তার উত্তরে বলেছি, "সেই লাখ লাখ মেয়েদের আমায় দেখিয়ে দিন, তাদের দেখিয়ে দিন আমায়: ces femmes, qu'on me les montre!* কিন্তু যন্ত্রণার কথা হোলো তিনি আমাকে চিঠি লেখেন না।'

শুবিন বললো, 'পিথাগোরাসের মতোই আপনি বক্তৃতা দিচ্ছেন। কিন্তু জানেন আমার কী প্রস্তাব?'

'কী?'

'অগুস্তিনা খৃস্তিয়ানভনা যখন ফিরবেন কথা বুঝছেন?'

'নিশ্চয়ই বুঝছি। তখন কী?'

'যখন তাঁকে আপনি দেখবেন.. আমার কথাটা বুঝছেন?'

'নিশ্চয়ই আপনার কথাটা বুঝছি!'

---

* এরকম মহিলাদের আমায় দেখিয়ে দিন!

'তাঁকে আচ্ছা করে ধোলাই দেবার চেষ্টা করবেন, তারপর দেখবেন কী হয়।'

স্তাখভ ঘৃণা ভরে মুখ ফেরালেন।

'ভেবেছিলাম আপনি বুঝি সত্যি আমাকে কোনো ভালো উপদেশ দেবেন! কিন্তু আপনার মতো লোকের কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়। শিল্পীর কাছ থেকে, যে লোকের কোনো রীতিনীতি নেই ...'

'কোনো রীতিনীতি নেই ... আপনার প্রিয়পাত্র মিঃ কুরনাতভস্কির রীতিনীতি আছে। লোকে বলে গত রাতে তিনি আপনার কাছ থেকে একশোটা রুপোর রুব্‌ল্‌ জিতেছেন। নিশ্চয় মানবেন যে সেটা ওঁর ভদ্রতা হয়নি।'

'তাতে কী? টাকার জন্যেই আমরা খেলেছিলাম। অবশ্যই আশা করতে পারতাম ... কিন্তু এ বাড়িতে তাঁর কদর এতো কম ...'

'যে তিনি সম্ভবত নিজেকে বুঝিয়েছিলেন, "যা হয় হোক,"' বাধা দিয়ে শুবিন বলে উঠলো, '"উনি আমার শ্বশুর হবেন কি না এখনো তো তার ঠিক নেই, সুতরাং যে লোক ঘুষ নেয় না একশো রুব্‌ল্‌ তার কোনো ক্ষতি করবে না।"'

'শ্বশুর না ছাই! Vous rêvez, mon cher*! একথা সত্যি যে অন্য যে-কোনো মেয়ে ওঁর মতো বরের জন্যে লাফিয়ে উঠতো। যাই বলুন না কেন, উনি চালাক আর কাজের লোক, নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। দুটো গুবের্নিয়ায় কঠিন পরিশ্রম করেছেন ...'

'আর ক ... গুবের্নিয়ার লাটের চোখে ধুলো দিয়েছেন,' শুবিন বললো।

'হতে পারে। খুব সম্ভব তার দরকার ছিলো। তা ছাড়া উনি কাজের লোক, ব্যবসাদার ...'

'আর তাস খেলায় ওস্তাদ,' শুবিন আবার বাধা দিয়ে বললো।

'হ্যাঁ, তিনি ওস্তাদ। কিন্তু এলেনা নিকলায়েভনা! তাকে বোঝা যায়

---

* প্রলাপ বকছেন, বন্ধু!

না। এমন লোকের দেখা পেতে চাই যে আমাকে বলতে পারে এলেনা কী চায়। এলেনা এই হাসিখুসি, এই আবার মনমরা। প্রথমে সে এমন রোগা হয়ে পড়লো যে তার দিকে চাইতে কষ্ট হতো, তারপর সে হঠাৎ উঠলো মোটা হয়ে। এ সবের কোনো স্পষ্ট কারণ নেই ..'

এক কদাকার চাকর একটা ট্রে'তে করে এক পেয়ালা কফি, একটা ক্রীমের পাত্র আর কতকগুলো বিস্কুট নিয়ে এলো।

'বাপ লোকটিকে পছন্দ করে,' একটা বিস্কুট নাড়াতে নাড়াতে স্তাখভ বলে চললেন, 'কিন্তু তাতে তার মেয়ের কী মাথা ব্যথা! সে সব ঠিক ছিলো পুরোনো কুলপতিদের যুগে, কিন্তু বর্তমানে আমরা সে সব বদলে দিয়েছি। Nous avons changé tout ça। আজকাল তরুণী মেয়েরা যার সঙ্গে খুসি তার সঙ্গেই কথা বলে, যা ইচ্ছে তাই পড়ে। একাই তারা বাইরে যায় চাকর কিম্বা ঝি না নিয়ে, ঠিক যেন তারা রয়েছে প্যারিসে। এ সব তো দৈনন্দিন ঘটনা। সেদিন জিগগেস করেছিলাম কোথায় এলেনা নিকলায়েভনা গিয়েছিলো। শোনা গেল সে গেছে বাইরে। কোথায়? জানা নেই। উচিত হয়েছে বলবেন?'

শুবিন বললো, 'দয়া করে পেয়ালাটা নিয়ে লোকটাকে যেতে দিন। আপনিই তো বলেছিলেন আমাদের উচিত নয় devant les domestiques*।' নীচু গলায় সে যোগ করে দিলো।

চাকর শুবিনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো। স্তাখভ পেয়ালাটা নিয়ে নিজেই খানিকটা ক্রীম ঢেলে একমুঠো বিস্কুট নিলেন।

'আমি বলতে চাইছিলাম যে এ বাড়িতে আমি কেউ নই,' চাকর চলে যাবার পর তিনি বললেন। 'আর কিছু নয়। জানেন তো আজকাল লোকদের বিচার করা হয় তাদের চেহারা দিয়ে। কেউ হয়তো অন্তঃসারশূন্য আর বোকা কিন্তু তাকে যদি বেশ ভারিক্কি গোছের দেখায় তাহলে লোকে

---

* চাকরবাকরের সামনে।

তাকে শ্রদ্ধা করে। অন্য লোকের হয়তো এমন প্রতিভা আছে যাতে খুব উপকার হয়, কিন্তু সে খুব বিনয়ী বলে..'

'নিকলাই, আপনি কী বক্তৃতার মহড়া দিচ্ছেন?' সরু তীক্ষ্ম গলায় শুবিন প্রশ্ন করলো।

'ভাড়ামি বন্ধ করুন!' স্তাখভ রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আপনার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাচ্ছে! এতে নতুন করে প্রমাণ হোলো যে এ বাড়িতে আমি কেউ নই, কেউ নই!'

'বেচারা, আন্না ভাসিলিয়েভনা আপনার ওপর জুলুম করেন!' আড়মোড়া ভেঙে শুবিন বললো। 'বাস্তবিকই আপনার লজ্জা হওয়া উচিত! আন্না ভাসিলিয়েভনার জন্যে আপনার কোনো উপহারের কথা ভাবা উচিত। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর জন্মদিন, আর আপনি তো জানেন আপনি তাঁর প্রতি খুব সামান্য মনোযোগ দিলেই তিনি কী রকম খুসি হয়ে ওঠেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন!' তাড়াতাড়ি স্তাখভ উত্তর দিলেন। 'আমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। নিশ্চয়ই আমি ব্যবস্থা করবো। সত্যিই তো, দিন দুই আগে রোসেনশ্ট্রাউহ দোকান থেকে ছোট্ট একটা নেকলেস কিনেছি। কিন্তু বুঝছি না সেটা দিলে হবে কিনা।'

'আপনি তো ওটা ঐ রেভালবাসিনীর জন্যে কিনেছিলেন, তাই না?'

'মানে.. আমি . হ্যাঁ, ভেবেছিলাম..

'তাহলে নিশ্চয়ই ওটা দিলেই চলবে।'

শুবিন চেয়ার থেকে উঠলো।

'পাভেল য়াকভলেভিচ, আজ রাতে কোথায় আমরা যাবো?' শুবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে স্তাখভ খোশামোদের স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'আপনি কি ক্লাবে যাবেন না?'

'জিগগেস করছি ক্লাবের পরে .. ক্লাবের পরে .'

শুবিন আবার আড়মোড়া ভাঙলো।

'নিকলাই আরতেমিয়েভিচ, দুঃখিত। কাল আমায় কাজ করতেই হবে। অন্য কোনো দিন আমরা যাবো,' বলে সে বেরিয়ে গেল।

স্তাখভ ভুরু কুঁচকে ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করলেন। তারপর সেই "ছোট্ট নেকলেস" ভরা একটা মখমলের বাক্স নিয়ে নিজের ফুলার্ড রুমাল দিয়ে সেটা মুছতে মুছতে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপর তিনি আয়নার সামনে বসে নিজের ঘন কালো চুল সযত্নে আঁচড়াতে লাগলেন, গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ালেন প্রথমে ডান দিকে তারপর বাঁয়ে, জিভ দিয়ে ফোলালেন গাল, খুব মন দিয়ে তাকিয়ে রইলেন সিঁথির দিকে। কে একজন তাঁর পেছনে সতর্কভাবে কাশলো। তিনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, যে চাকরটি কফি এনেছিলো সে।

'কী দরকার?' লোকটিকে তিনি প্রশ্ন করলেন।

চাকরটি খানিকটা শ্রদ্ধাভয় মেশানো গলায় বললো, 'নিকলাই আরতেমিয়েভিচ, আপনি আমাদের প্রভু।'

'আমি জানি। তারপর কী?'

'নিকলাই আরতেমিয়েভিচ, কর্তা, আমার ওপর চটবেন না। আপনার কাছে চাকরি করছি ছেলেবেলা থেকে, মানে ক্রীতদাসের মতো আপনার সেবা করবার জন্যে ব্যগ্র বলে ... আপনাকে আমায় জানাতেই হবে ...'

'কথাটা বলে ফ্যাল!'

চাকর সামান্য পা ঘষলো।

সে বলতে শুরু করলো, 'কর্তা, আপনি বলছিলেন যে জানেন না কোথায় এলেনা নিকলায়েভনা গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সে কথা খানিক জানি।'

'তুই মিথ্যে কথা বলছিস, গাধা কোথাকার!'

'কর্তা, আপনার যা খুসি তাই বলুন, কিন্তু চারদিন আগে দিদিমণিকে আমি এক বাড়িতে যেতে দেখেছি।'

'কোথায়? কোন বাড়িতে?'

'একটি গলিতে, পভারস্কায়া স্ট্রীটের কাছে। এখান থেকে সেটা দূরে নয়। দরোয়ানকে জিগ্গেস করেছিলাম সেখানে কে কে থাকে।'

স্তাখভ পা ঠুকলেন।

'চুপ কর্‌, হারামজাদা! তোর তো ভারি আস্পর্দ্ধা!.. গরিবদের বাড়িতে এলেনা নিকলায়েভনা যায় দয়া করে, আর তুই ... দূর হ, গাধা!'

আতঙ্কিত হয়ে চাকরটি ছুটলো দরজার দিকে।

'দাঁড়া!' স্তাখভ চেঁচিয়ে উঠলেন। 'দরোয়ান কী বললো?'

'সে ... সে কিছু বলেনি। সে বললো দিদিমণি গিয়েছেন এক ছা ... ত্রের কাছে।'

'চুপ কর্‌, হারামজাদা! আর শোন্‌, বদমাইশ, যদি স্বপ্নেও এ-কথাটা বলিস ...'

'কর্তা, তাই কখনো বলি?'

'চুপ কর্‌! যদি তুই এ নিয়ে বকবক করিস ... যদি কেউ ... যদি কখনো শুনি ... তাহলে তোর নিস্তার নেই! শুনলি? এখন বেরো!'

লোকটা অদৃশ্য হোলো।

"হা ভগবান! এ সব কী?" একা একা স্তাখভ ভাবতে লাগলেন। "ঐ গাধাটা আমায় বললো কী? এ্যাঁ? যাই হোক ঐ বাড়িটা আর সেখানে কারা থাকে সে খোঁজ আমায় নিতেই হবে ... নিজেই সেখানে যাবো। এই সব কাণ্ড ঘটছে!. Un laquais! Quelle humiliation!*"

"Un laquais!" কথাটা জোরে আবার বলে নেকলেসটা ড্রয়ারে বন্ধ করে স্তাখভ গেলেন আন্না ভাসিলিয়েভনার কাছে। দেখলেন গালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আন্না ভাসিলিয়েভনা বিছানায় শুয়ে। ওঁর যন্ত্রণা হচ্ছে, এটা ভাবতে গিয়ে স্তাখভের কেমন জানি রাগ হতে লাগলো, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁকে তিনি কাঁদিয়ে ছাড়লেন।

৩০

এদিকে প্রাচ্যে যে ঝড় ঘনিয়ে উঠছিলো সেটা বইতে শুরু করলো — তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। রাজশাসিত রাষ্ট্রগুলি থেকে সৈন্য অপসারণের মেয়াদ পেরিয়ে গেলো। সিনপের বিপর্যয় এলো

---

* চাকর! কী অপমান!

ঘনিয়ে। হালে ইনসারভ যে চিঠিগুলো পেয়েছিলো তাতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যেন সে দেশে ফেরে। এখনো সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি। দুর্বলবোধ করে সে। কাশি হয়েছে আর মাঝেমাঝে সামান্য জ্বর হয়। কিন্তু খুব কম সময়ই সে বাড়িতে থাকে। তার হৃদয় জ্বলে উঠেছে, অসুখের কথা ভাবার তার সময় নেই। মস্কোর সর্বত্র লুকিয়ে সে ক্রমাগত নানা লোকের সঙ্গে দেখা করছে, সমস্ত রাত কাটাচ্ছে লিখে আর মাঝেমাঝে সারাদিন ধরে থাকছে বাইরে। বাড়িওলাকে বলেছে যে শীঘ্রই সে চলে যাবে। আগে থেকেই নিজের শস্তা আসবাবপত্র তাকে দিয়ে দিয়েছে উপহার হিসেবে। এলেনাও যাত্রার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এক বর্ষার সন্ধেয় এলেনা তার ঘরে বসে রুমাল সেলাই করতে করতে বাতাসের গর্জন শুনছিলো আনমনা বিষণ্ণভাবে। এমন সময় তার ঝি এসে জানালো যে তার বাবা রয়েছেন মায়ের শোবার ঘরে। তিনি এলেনার সঙ্গে দেখা করতে চান। "আপনার মা কাঁদছেন," এলেনা বাইরে যাবার সময় সে ফিসফিস করে বললো, "আর আপনার বাবা উঠেছেন দারুণ চটে ..."

এলেনা একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে আন্না ভাসিলিয়েভনার শোবার ঘরে ঢুকলো। স্তাখভের ভালোমানুষ স্ত্রী ওঠানো নামানো যায় এমন আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে নিজের রুমালের ওডিকোলন শুঁকছেন আর তার বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন অগ্নিকুণ্ডের পাশে। তাঁর কোটের বোতামগুলো চিবুক পর্যন্ত আটকানো, গলায় একটা মাড়-দেওয়া শক্ত কলার আর উঁচু, শক্ত ক্রাভাট। তাঁর চেহারায় পার্লামেণ্ট বক্তার আভাস। বক্তার মতো ভঙ্গী করে নিজের মেয়েকে তিনি আঙুল দিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। এলেনা যখন তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো তখন তিনি গম্ভীরভাবে মাথা না ফিরিয়েই বললেন, "দয়া করে বসুন।" (নিকলাই আরতেমিয়েভিচ সর্বদা স্ত্রীকে "আপনি" সম্বোধন করতেন, বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর মেয়েকেও।)

এলেনা বসলো।

আন্না ভাসিলিয়েভনা সজল চোখে নাক ঝাড়লেন। ফ্রককোটের বুকের মধ্যে স্তাখভ ডান হাতটা গুঁজলেন।

অনেকক্ষণ পরে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'এলেনা নিকলায়েভনা, আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি একটা বোঝাপড়া করতে, সঠিকভাবে বলতে গেলে আপনার কাছে একটা কৈফিয়ৎ চাইতে। আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছি... না, ওকথাটা খুব নরম করে বলা হোলো: আপনার ব্যবহারে আমি কষ্ট পেয়েছি, অপমানিত হয়েছি ... আপনার মা'ও, যাঁকে আপনি এখানে দেখছেন।'

স্তাখভ শুধু তাঁর গলার খাদের স্বরটা ব্যবহার করলেন। এলেনা তাঁর দিকে তাকালো, তারপর আন্না ভাসিলিয়েভনার দিকে, তারপর ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

স্তাখভ বলে চললেন, 'এমন এক সময় ছিলো যখন মেয়েরা বাপ-মা'কে উপেক্ষা করার সাহস করতো না, যখন বাপ-মা'র প্রভুত্বের সামনে অবাধ্য মেয়েরা উঠতো কেঁপে। বলতে দুঃখ হচ্ছে যে সে কাল কেটে গেছে, কিম্বা অনেকে তাই মনে করে। কিন্তু বিশ্বাস করুন এখনো এমন সব নিয়ম আছে যা নিষেধ করে.. নিষেধ করে ... মানে এখনো নিয়ম আছে। কথাটা দয়া করে মনে রাখুন: নিয়ম আছে!'

'কিন্তু বাবা ...' এলেনা বাধা দিতে চেষ্টা করলো।

'দয়া করে আমার কথায় বাধা দেবেন না। অতীতের কথা মনে করা যাক। আন্না ভাসিলিয়েভনা আর আমি আমাদের কর্তব্য করেছি। আপনাকে শিক্ষা দিতে কোনো রকম কার্পণ্য করিনি, খরচের দিক দিয়েও নয়, যত্নের দিক দিয়েও নয়। সেই যত্ন আর সেই খরচ থেকে আপনি কী উপকার পেয়েছেন সেটা কথা নয়। কিন্তু এটা আশা করার অধিকার আমার আছে... আন্না ভাসিলিয়েভনার আর আমার এটা আশা করার অধিকার আছে... যে আপনি অন্তত সেই নৈতিক নিয়মগুলোকে শ্রদ্ধা করবেন যেগুলো... আমাদের একমাত্র মেয়ে হিসেবে... que nous vous avons inculqués, আপনাকে আমরা শিখিয়েছি। আমাদের আশা করার অধিকার আছে, যে নতুন নতুন অসার সব "ধারণা" যেন সেই সম্পদকে — পবিত্র সম্পদকে যেন ব্যাহত না করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফল হয়েছে কী? আপনার নারীত্ব আর বয়েসের উপযুক্ত চপলতার কথা

আমি বাদ দিচ্ছি... কিন্তু কে কল্পনা করতে পেরেছিলো যে আপনার এমন মাথা খারাপ হবে যে ...'

এলেনা বললো, 'বাবা, আমি জানি কী আপনি বলতে চাইছেন ...'

'না, তুমি জানো না!' স্তাখভ অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। একেবারে ভুলে গেলেন তাঁর পার্লামেণ্টারি হাবভাব, বক্তৃতার মসৃণ গাম্ভীর্য আর খাদের সুরের কথা। 'তুমি জানো না, উদ্ধত বেহায়া মেয়ে কোথাকার!'

'দোহাই আপনার, Nicolas,' বাধো-বাধো গলায় আন্না ভাসিলিয়েভনা বললেন, 'Vous me faites mourir*।'

'আন্না ভাসিলিয়েভনা, বলবেন না que je vous fais mourir**! আপনাকে কী বলতে যাচ্ছি সে-কথা কল্পনা করতেও পারবেন না ... আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এখনো সেই সাংঘাতিক কথাটা বলিনি!'

আন্না ভাসিলিয়েভনা হকচকিয়ে গেলেন।

এলেনার দিকে ফিরে স্তাখভ বলে চললেন, 'না, তুমি জানো না আমি কী বলতে চাইছি!'

'আপনাদের কাছে আমি দোষী,' এলেনা বলতে শুরু করলো।

'শেষ পর্যন্ত কথাটা ঠিক বলেছো!'

এলেনা বলে চললো, 'অনেক আগেই কথাটা খুলে না বলে আপনাদের কাছে আমি দোষী ...'

বাধা দিয়ে স্তাখভ বলে উঠলেন, 'জানো, একটিমাত্র কথা বলে তোমাকে আমি শেষ করে দিতে পারি?'

এলেনা মুখ তুললো।

'হ্যাঁ, মাদাম, একটিমাত্র কথা বলে! আমার দিকে কটমট করে তাকাবেন না!' বুকের উপর তিনি হাত দুটো ভাঁজ করলেন। 'আপনাকে জিগগেস করতে পারি কি পভারস্কায়া'র কাছের গলিতে কোনো বাড়ি আপনি

---

* আপনি আমাকে মেরে ফেলছেন।

** যে আমি আপনাকে মেরে ফেলছি।

চেনেন কিনা? কখনো সে বাড়িতে আপনি গিয়েছিলেন?' স্তাখভ পা ঠুকলেন। 'বেহায়া মেয়ে, উত্তর দাও, ভাণ করার চেষ্টা করো না। মাদাম, আমাদের চাকরবাকররা de vils laquais* আপনাকে যেতে দেখেছে আপনার ...'

এলেনা টকটকে লাল হয়ে উঠলো, জ্বলে উঠলো তার চোখ দুটো।

সে বললো, 'আপনাদের ঠকাবার দরকার নেই। হ্যাঁ, সে-বাড়িতে আমি গিয়েছি।'

'চমৎকার! আন্না ভাসিলিয়েভনা, কথাটা শুনলেন? ধরে নিচ্ছি আপনি জানেন কে সেখানে থাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানি: আমার স্বামী।'

স্তাখভ এলেনার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

'তোমার কে?'

'আমার স্বামী,' এলেনা আবার বললো। 'দ্মিত্রি নিকানরভিচ ইনসারভের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।'

'তোমার?.. বিয়ে হয়েছে?..' আন্না ভাসিলিয়েভনা কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

'হ্যাঁ, মা ... ক্ষমা কোরো ... দু'সপ্তাহ আগে লুকিয়ে আমরা বিয়ে করেছি।'

আন্না ভাসিলিয়েভনা আরাম-কেদারায় এলিয়ে পড়লেন। স্তাখভ পিছু হটলেন দু'পা।

'বিয়ে হয়েছে! ঐ ইতর মনটেনেগ্রিনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে! বনেদী বংশের নিকলাই স্তাখভের মেয়ের বিয়ে হয়েছে এক বাউণ্ডুলে, হতচ্ছাড়া লিবার্যালের সঙ্গে! বাপ-মা'র আশীর্বাদ না নিয়েই! তুমি কি ভেবেছো আমি এটা বরদাস্ত করবো? কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করবো না? তোমাকে অনুমতি দেবো যে... যে তুমি... যে... আমি তোমাকে মঠে পাঠিয়ে দেবো আর ওকে পাঠাবো কয়েদ খাটতে! আন্না ভাসিলিয়েভনা,

---

* নীচ চাকরেরা।

দয়া করে এই মুহূর্তে ওকে বলে দিন যে ওকে আপনি ত্যাজ্যকন্যা করেছেন!'

'নিকলাই আরতেমিয়েভিচ, দোহাই আপনার!' আন্না ভাসিলিয়েভনা কাতরে উঠলেন।

'কী করে এটা ঘটলো, কখন? কে তোমাদের বিয়ে দিয়েছে? কোথায়? কী করে? হা ভগবান! আমাদের বন্ধুবান্ধব আর সব লোকরা কী বলবে! বেহায়া জোচ্চোর কোথাকার! এ-ধরনের কাজ করার পর কী করে তোমার বাপ-মা'র বাড়িতে থাকতে পারলে? তোমার কি ভয় নেই . ভগবানের শাস্তির?'

আপাদমস্তক থরথর করে কাঁপা সত্ত্বেও এলেনা দৃঢ় স্বরে বললো, 'বাবা আমাকে নিয়ে যা খুসি করতে পারেন। কিন্তু আমাকে যে নির্লজ্জ বলে. ভাণ করেছি বলে দোষ দিচ্ছেন সেটা ভুল। আমি চাইনি আগে থেকে আপনাদের বিচলিত করতে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আপনাদের সব কথা বলতামই, কারণ আমার স্বামী ও আমি পরের সপ্তাহে চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছ? কোথায় তোমরা যাবে?'

'তাঁর দেশে, বুলগেরিয়ায়।'

'তুর্কিদের কাছে!' আন্না ভাসিলিয়েভনা চীৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

এলেনা মা'র কাছে ছুটে গেলো।

'সরে যাও!' মেয়ের হাত ধরে স্তাখভ গর্জে উঠলেন। 'সরে যাও, অযোগ্য মেয়ে!'

ঠিক সেই মুহূর্তে সজোরে দরজাটা খুলে গেলো। দেখা গেলো একটা ফ্যাকাশে মুখ আর উজ্জ্বল চোখওলা মাথা। সে-মাথাটা শুবিনের।

'নিকলাই আরতেমিয়েভিচ!' তারস্বরে সে চেঁচিয়ে উঠলো। 'অগুস্তিনা খৃস্তিয়ানভনা ফিরে এসেছেন। তিনি আপনাকে ডাকছেন!'

স্তাখভ দারুণ রেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে শুবিনের দিকে ঘুঁষি উঁচিয়ে মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

এলেনা তার মায়ের পায়ের কাছে পড়ে তাঁর হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরলো।

উভার ইভানভিচ বিছানায় শুয়েছিলেন। বড় স্টাডওলা একটা কলারবিহীন শার্ট তাঁর মোটা গলা জড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর প্রায় মেয়েলি বুকটার উপর। শার্টটায় পড়েছে বড় বড় ঢিলে ভাঁজ। তার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে বড় একটা সাইপ্রেসের ক্রস্ আর মাদুলি। পাতলা একটা কম্বলে তার মোটাসোটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ঢাকা। রাত টেবিলের উপর একটা মোমবাতি মিটমিট করে জ্বলছে, তার পাশে এক মগ ক্ভাস। তাঁর পায়ের কাছে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে শুবিন।

চিন্তিতভাবে সে বললো, 'হ্যাঁ, এলেনা বিয়ে করেছে, অল্প দিনের মধ্যে চলে যাবে। আপনার ভাইপো রত্নটি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলেছিলেন। ব্যাপারটা গোপন করার জন্যে তিনি শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বর গাড়োয়ানও শুনতে পাচ্ছিলো, ঝি-চাকরদের কথা তো ছেড়েই দিলাম! এখনও তিনি রেগে চেঁচামেচি করছেন। আর একটু হলে আমার সঙ্গে তিনি মারামারি বাধিয়েছিলেন। তাঁর পিতৃ-অভিশাপ নিয়ে তিনি বড় বেশী হল্লা করছেন। কিন্তু কিছুই তিনি করতে পারবেন না। আন্না ভাসিলিয়েভনা একেবারে ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু মেয়ের বিয়েব চেয়ে তার আসন্ন যাত্রার জন্যেই তিনি বেশী ব্যাকুল।

উভার ইভানভিচ তাঁর আঙুলগুলো নাড়তে লাগলেন।

বললেন, 'উনি মা, তাই উনি   জানো তো।'

শুবিন বলে চললো, 'আপনার ভাইপো মেট্রোপলিটান, গভর্ণর-জেনারেল আর মন্ত্রীদের কাছে অভিযোগ করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এলেনা শেষ পযন্ত চলে যাবেই। কেউই চায় না নিজের মেয়ের সুখশান্তি ধ্বংস করতে। আরও খানিক তিনি হম্বিতম্বি করবেন তারপর তাঁর সুর নরম হবে।'

'ওদের   কোনো অধিকার নেই,' বলে উভাব ইভানভিচ এক ঢোক ক্ভাস খেলেন।

'ঠিকই। আর সমস্ত মস্কোয় নিন্দে, জল্পনা-কল্পনা আব গুজবেব কী ঢেউই না ছড়িয়ে পড়বে   তাতে সে ভয় পেলো না   এলেনা সে সব

জিনিসের ঊর্ধ্বে। যে জায়গায় সে যাচ্ছে সে কথা ভাবতেও আতঙ্ক। জায়গাটা ভারি দূরে, একেবারে পান্ডববর্জিত! সেখানে তার ভাগ্যে কী আছে? আমার মনে হচ্ছে ভয়ংকর এক তুষার ঝড়ের রাতে, ত্রিশ সিণ্টিগ্রেডের শীতে সে যেন সরাইখানা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। নিজের দেশ, নিজের পরিবার ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও তাকে কিন্তু আমি বুঝি। কাদের সে ফেলে যাচ্ছে? কী ধরনের লোকেদের সঙ্গে এখানে তার পরিচয়? কুরনাতভস্কি, বেরসেনেভ আর আমার মতো লোকের। আর মনে রাখবেন আমরাই সেরা মানুষ। তাই তার দুঃখ করার কী আছে? একমাত্র ভাবনার কথা লোকে বলে তার স্বামী — ধুত্তোর, এখনও ও কথাটা উচ্চারণ করতে আমার কষ্ট হয় ... লোকে বলে ইনসারভের কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে। এটা খারাপ। সেদিন তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তার মুখটা ব্রুটাসের মুখের মডেল করার যোগ্য। উভার ইভানভিচ, ব্রুটাস কে ছিলো জানেন?'

'জানবার আর কী আছে? সে তো ছিলো মানুষ।'

'ঠিক তাই ... "মানুষ ছিলো সে"। বাস্তবিকই, আশ্চর্য তার মুখ। কিন্তু সে মুখ রুগ্ন লোকের, ভারি রুগ্ন লোকের।'

'তাতে কিছু আসে যায় না ... যখন লড়াই করতে হয়,' উভার ইভানভিচ বললেন।

'যখন লড়াই করতে হয় তখন তাতে কিছু আসে যায় না .... ঠিকই বলেছেন। আজ রাতে আপনার মন্তব্যগুলো খুব ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু যখন বাঁচার প্রশ্ন, তখন তাতে যায় আসে বইকি। কারণ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এলেনা তার সঙ্গে জীবনকে ভোগ করতে চায়।'

'তাদের তো বয়েস হয়নি,' উভার ইভানভিচ উত্তর দিলেন।

'হ্যাঁ, তাদের বয়েস হয়নি। উদ্দেশ্যটাও মহৎ আর প্রশংসনীয়। মৃত্যু, জীবন, লড়াই, পরাজয়, জয়, প্রেম, স্বাধীনতা, স্বদেশ ... চমৎকার কথা! ভগবান যেন ও সব সবাইকে দেন। গলা পর্যন্ত জলাজমির মধ্যে বসে থাকা আর ভাণ করা যে কিছুতেই কিছু আসে যায় না, বিশেষত যখন বাস্তবিকই আপনি মনে করেন কিছুতেই কিছু আসে যায় না। তারগুলো কিন্তু সব

টানটান হয়ে উঠেছে। হয় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেগুলো ঝঙ্কার তুলবে নয়তো যাবে ছিঁড়ে!'

শুবিন বুকের উপর মাথাটা নোয়ালো।

অনেকক্ষণ থেমে আবার সে বলতে শুরু করলো, 'হ্যাঁ, ইনসারভ এলেনার যোগ্য। কিন্তু কী সব আজেবাজে কথা! কেউই এলেনার যোগ্য নয়। ইনসারভ... ইনসারভ... মিথ্যে বিনয়ের কী দরকার? একথা স্বীকার করবো যে বাস্তবিকই সে এমন একজন মানুষ যে নিজের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াতে পারে, যদিও এ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মতোই সে কাজ করেছে। কিন্তু সত্যি কি আমরা এমন অকর্মণ্য? উভার ইভানভিচ, আমি কি সত্যিই অকর্মণ্য? ভগবান কি আমাকে কোনো গুণই দেননি? তিনি কি দেননি আমাকে খানিকটা শক্তি আর প্রতিভা? কে বলতে পারে কোনো দিন পাভেল শুবিনের নামটা বিখ্যাত হয়ে উঠবে না? আপনার টেবিলে এই রয়েছে একটা তামার পয়সা। কে বলতে পারে কোনো দিন, হয়তো এখন থেকে একশো বছর পরে, তার কৃতজ্ঞ বংশধররা এই পয়সাটাকে ব্যবহার করবে না পাভেল শুবিনের জন্যে একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে?'

উভার ইভানভিচ কনুই-এ ভর দিয়ে উঠে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন উত্তেজিত শিল্পীর দিকে।

'তার জন্যে অনেকদিন দেরি করতে হবে,' যথারীতি আঙুলগুলো নাড়িয়ে তিনি অবশেষে বললেন। 'আমরা অন্য একজনের সম্বন্ধে কথা কইছি আর তুমি... তুমি... কথা কয়ে চলেছো নিজের সম্বন্ধে।'

শুবিন চেঁচিয়ে উঠলো, 'হে রুশ দেশের বিখ্যাত দার্শনিক! আপনার প্রত্যেকটি কথাই সোনার মতো দামী। আমার জন্যে স্মৃতিস্তম্ভ ওঠা উচিত নয়, আপনার জন্যেই উচিত। সে ভার আমিই নেবো। আপনি এখন যে ভঙ্গীতে শুয়ে রয়েছেন তাতে বলা কঠিন তার মধ্যে আলস্য বেশী নাকি শক্তি বেশী। এই ভাবেই আমি আপনাকে মডেল করবো। আমার স্বার্থপরতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আপনি সঠিক তিরস্কারের তীর দিয়ে বিদ্ধ করেছেন! আপনি ঠিকই বলেছেন... নিজেদের নিয়ে আমাদের আলোচনা করা ঠিক নয়, বড়াই করা উচিত নয়। যতই আমরা খুঁজি না

কেন এখনো আমাদের মধ্যে আসল মানুষ নেই। আমাদের মধ্যে রয়েছে শুধু হয় নগণ্য লোক, ইঁদুর, তুচ্ছ সব হ্যামলেট, বর্বর, বোকা লোক যারা মাটির তলার অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় - নয়তো ঠেলে এগোয়, বচন-বাগীশ, হবুচন্দ্র। কিম্বা এমন ধরনের লোক, যারা নিজেদের বিশ্লেষণ করেছে ন্যক্কারজনক সূক্ষ্মতার সঙ্গে, ক্রমাগত প্রত্যেকটি অনুভূতির নাড়ি দেখে আর নিজেদের বলে: এই আমি বোধ করছি আর এই আমি ভাবছি। প্রয়োজনীয় যুক্তিযুক্ত একখান পেশা! আমাদের মধ্যে বাস্তবিকই যদি কোনো আসল মানুষ থাকতো তাহলে ঐ মেয়েটি, ঐ কোমল আত্মাটি আমাদের ছেড়ে যেতো না, মাছ যেমন জলে পালায় সে ভাবে যেতো না পিছলে চলে। উভার ইভানভিচ, এ সবের মানে কী? কখন আসবে আমাদের সময়? কখন এদেশে জন্মাবে আসল মানুষ?'

উভার ইভানভিচ উত্তর দিলেন, 'তাঁদের সময় দাও, তাঁরা আসবেন।'

'সত্যি তাঁরা আসবেন? হে দেশের মাটি! হে কালো-মাটির প্রাণরস! আপনি বলেছেন তাঁরা আসবেন? মনে রাখবেন, আপনার কথাগুলো আমি লিখে রাখবো। কিন্তু কেন আপনি মোমবাতিটা নিভিয়ে দিচ্ছেন?'

'আমার ঘুম পেয়েছে। শুভরাত্রি।'

৩১

শুবিনের কথাই ঠিক--এলেনার বিয়ের অপ্রত্যাশিত খবরে আর একটু হলেই আন্না ভাসিলিয়েভনা মারা যেতেন। তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। স্তাখভ জোর দিয়ে বললেন তিনি যেন তাঁর মেয়েকে নিজের কাছে আসতে না দেন। বাড়ির একেবারে কর্তা, সংসারের বলিষ্ঠ কর্তা হিসেবে নিজেকে দেখাবার সুযোগ পেয়ে মনে হোলো তিনি যেন আনন্দিত। ক্রমাগত তিনি চাকরবাকরদের উপর তম্বি করে চললেন। থেকে-থেকে বলতে লাগলেন, "তোমাদের দেখিয়ে দোবো আমি কে, এখনো আমাকে টের পাওনি, সবুর কর!" তিনি যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন আন্না ভাসিলিয়েভনা এলেনার দেখা

পেতেন না। জোয়ার সঙ্গ নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হোতো। জোয়া সবসময় তাঁর দেখাশোনা করতো আর ভাবতো: "Diesen Insaroff vor ziehen—und wem!*" স্তাখভ প্রায়ই বাড়ি থেকে চলে যেতেন, কারণ অগুস্তিনা খৃস্তিয়ানভনা ফিরে এসেছেন। তিনি চলে গেলেই এলেনা আসতো তার মা'র কাছে। তিনি তার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকতেন, চোখের জলে তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠতো। সেই নীরব তিরস্কার এলেনাকে আঘাত করতো সবচেয়ে। এমন অসীম অনুকম্পায় ভরে উঠতো তার মন যেটা প্রায় অনুশোচনার সমান।

'মা, মা গো!' মায়ের হাত চুম্বন করে সে বলতো, 'আর কী আমি করতে পারি বলুন? আমি তাঁকে ভালোবাসি, তাই অন্য কিছু করতে পারিনি। সেটা আমার দোষ নয়। এ তো নিয়তির দোষ: নিয়তি আমাকে এমন মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে বাবা যাকে পছন্দ করেন না আর যিনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনাদের কাছ থেকে।'

আন্না ভাসিলিয়েভনা বাধা দিয়ে বলে উঠতেন, 'আমাকে ও-কথা বার বার মনে করিয়ে দিয়ো না। তুমি কোথায় যাচ্ছ ভাবতেই বুক আমার ভেঙে যাচ্ছে...'

এলেনা উত্তর দিতো, 'মা! ভাবুন হয়তো এর চেয়েও খারাপ কিছু হতে পারতো। হয়তো আমি মরে যেতাম। আর কিছু যদি আপনাকে সান্ত্বনা দিতে না পারে তাহলে অন্তত এটা ভেবে শান্তি পান।'

'তোমার দেখা পাবার আশা তো আর আমার নেই। হয় তুমি সেখানে কোনো এক কুঁড়েতে তোমার জীবন কাটাবে,' (আন্না ভাসিলিয়েভনার কল্পনায় বুলগেরিয়া জায়গাটা সাইবেরিয়ার তুন্দ্রার মতো), 'নয়তো এই বিচ্ছেদে আমি মরে যাবো!'

'মা গো, ও-কথা বলবেন না! ভগবানের ইচ্ছে থাকলে আবার আমাদের দেখা হবে। বুলগেরিয়াতেও এমন সহর আছে যেগুলো আমাদের দেশের সহরের চেয়ে খারাপ নয়।'

---

* এই ইনসারভকে বেছে নিলো—আর কার বদলে নিলো বেছে!

'সহর! সেখানে এখন যুদ্ধ হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দিকেই তুমি তাকাও না কেন কামান গর্জাচ্ছে… কবে তোমরা যাচ্ছ?'

'শীগ্‌গিরই, বাবা যদি না… তিনি বলছেন মামলা করবেন, ভয় দেখাচ্ছেন আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে দেবেন।'

আন্না ভাসিলিয়েভনা তাকাতেন আকাশের দিকে।

'না, লেনা, তিনি মামলা করবেন না … মরে গেলেও তোমার বিয়েতে আমি কখনই মত দিতাম না। কিন্তু যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। কাউকেই আমার মেয়েকে অপমান করতে দেবো না।'

এই ভাবে কিছু দিন কাটলো। অবশেষে এক সন্ধেয় আন্না ভাসিলিয়েভনা সাহসে ভর করে শোবার ঘরে স্বামীর সঙ্গে দরজায় খিল দিলেন। বাড়ির সবাই ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়লো, চুপচাপ হয়ে গেলো। প্রথমে কিছুই শোনা গেলো না। তারপর শোনা গেলো স্তাখভের গমগমে গলা, তারপর শুরু হোলো তর্ক, আর তারপর শোনা গেলো চীৎকার আর এমন কি কাতরানির মতো শব্দ … জোয়া আর ঝি'দের সঙ্গে আর একটু হলেই শুবিন আবার সাহায্য করার জন্যে ছুটে যেতো। কিন্তু ক্রমশ শোবার ঘরের হৈচৈ কমে আলোচনায় পরিণত হয়ে একেবারে থেমে গেলো। মাঝেমাঝে শুধু শোনা যেতে লাগলো ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। কিন্তু সেটাও থেমে গেলো। চাবি ঝনঝন করে উঠলো, ডেস্কটা কেউ বোধ হয় খুললো, তার ক্যাঁচকোঁচানি শোনা গেলো… দরজাটা খুললো। স্তাখভ এলেন বেরিয়ে। যারা সামনে পড়লো তাদের দিকে তিনি কটমটিয়ে তাকালেন। তারপর চলে গেলেন ক্লাবে। আন্না ভাসিলিয়েভনা এলেনাকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে সাগ্রহে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ব্যাপারটা চুকে গেছে। উনি আর গণ্ডগোল করবেন না … তোমার যাওয়ায়… আমাদের ত্যাগ করে যাওয়ায় আর কোনো বাধা নেই।'

'দ্‌মিত্রি এসে কি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে পারে?' তার মা খানিকটা প্রকৃতিস্থ হবার সঙ্গে-সঙ্গে এলেনা তাঁকে প্রশ্ন করলো।

'খানিক অপেক্ষা কর, বাছা। যে লোক তোমাকে আমার কাছ থেকে

নিয়ে যাচ্ছে তার দিকে এখন আমি তাকাতে পারবো না। তোমরা চলে যাবার আগে আমি দেখা করবো।'

'আমরা চলে যাবার আগে,' বিষণ্ন স্বরে বললো এলেনা।

"গন্ডগোল করবেন না" বলে স্তাখভ রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু এই আপোষ-মীমাংসার দামের কথাটা আন্না ভাসিলিয়েভনা মেয়েকে বলেননি। এলেনাকে বলেননি যে স্তাখভের সমস্ত দেনার টাকা তিনি দিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন, আর নগদ যে রুপোর হাজার রুব্‌ল্‌ তাঁকে দিয়েছেন সে কথা। স্তাখভ ইনসারভের সঙ্গে দেখা করতে সরাসরি অস্বীকার করে বসলেন। তাকে তিনি বলতে লাগলেন মন্‌টেনেগ্রিন। ক্লাবে গিয়ে বিনা প্রয়োজনে তাঁর তাসের খেড়িকে বলতে লাগলেন এলেনার বিয়ের কথা। লোকটা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়র-জেনারেল। কৃত্রিম স্বাভাবিক স্বরে স্তাখভ বললেন, "শুনেছেন আমার মেয়ে এক ছাত্রকে বিয়ে করেছে ... সম্ভবত খুব বেশী লেখাপড়া শিখেছে বলে?" জেনারেল চশমার ভিতর দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে "হুম" বলে গলা খাঁকারি দিয়ে প্রশ্ন করলেন কোন রঙ নিয়ে তিনি খেলতে চান।

৩২

নভেম্বরের শেষ। যাবার দিন এগিয়ে আসছে। অনেক দিন আগেই ইনসারভ যা কিছু করার করেছে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মস্কো ত্যাগ করতে সে উৎসুক। ডাক্তারও তাকে অনুরোধ করেছিলেন তাড়াতাড়ি যেতে। ইনসারভকে তিনি বলেছিলেন, "আপনার দরকার গরম আবহাওয়া। এখানে কখনো আপনি সেরে উঠবেন না।" এলেনাও অস্থির হয়ে উঠেছে। ইনসারভের পান্ডুরতায় আর শীর্ণতায় সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ... প্রায়ই ইনসারভের বদলে-যাওয়া মুখাবয়বের দিকে তাকায় সে কেমন একটা অস্পষ্ট ভয়ে। বাপের বাড়িতে তার অবস্থাটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। মা তার জন্যে শোক করেন যেন তাঁর মেয়ে মরে গেছে, বাবা তাকে ঘৃণা দেখান। আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে স্তাখভের বুকটাও মুচড়ে ওঠে। কিন্তু ভাবপ্রবণতা আর দুর্বলতাকে লুকনো তিনি মনে করেন কর্তব্য বলে অপমানিত

পিতার কর্তব্য। অবশেষে আন্না ভাসিলিয়েভনা বললেন ইনসারভের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। ইনসারভকে লুকিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে তাঁর কাছে আনা হোলো। ইনসারভ তাঁর ঘরে প্রবেশ করার পর বহুক্ষণ তিনি কথা কইতে পারলেন না, পারলেন না তাঁর দিকে তাকাতে। ইনসারভ তাঁর আরাম-কেদারার পাশে বসে চুপচাপ সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করতে লাগলো তাঁর কথা শোনার। এলেনা বসে রইলো তার মায়ের হাত ধরে। অবশেষে মুখ তুলে আন্না ভাসিলিয়েভনা বললেন, "দ্মিত্রি নিকানরভিচ, ঈশ্বর আপনার বিচার করবেন, আমি ..." তিনি থেমে গেলেন, আর একটু হলেই তিরস্কার করতেন।

'কিন্তু আপনি যে অসুস্থ!' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এলেনা, উনি যে অসুস্থ!'

ইনসারভ উত্তর দিলো, 'আন্না ভাসিলিয়েভনা, আমার অসুখ করেছিলো, এখনো সম্পূর্ণ সেরে উঠিনি.. কিন্তু আশা করি আমার দেশের বাতাসে শরীর সম্পূর্ণ সেরে উঠবে।'

'হ্যাঁ ... বুলগেরিয়া।' আন্না ভাসিলিয়েভনা মৃদু স্বরে বললেন। মনে মনে ভাবলেন, "হা ভগবান! এক বুলগেরিয়ানকে, এক মুমূর্ষু লোককে, যার স্বরটা নিষ্প্রাণ, চোখগুলো ড্যাবাড্যাবা, যার শরীরটা একেবারে অস্থিচর্মসার, পরনে এমন একটা কোট ঝলঝল করছে যে মনে হয় অন্য কারুর গায়ের, রঙটা কাকের পায়ের মতো হলদে — আর এলেনা কিনা তারই স্ত্রী, তাকে সে ভালোবাসে. নিশ্চয়ই আমি স্বপ্ন দেখছি .. ". কিন্তু পরের মুহূর্তে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, 'দ্মিত্রি নিকানরভিচ, আপনার কি একেবারেই. একেবারেই না গেলে নয়?'

'না গেলেই নয়, আন্না ভাসিলিয়েভনা।'

আন্না ভাসিলিয়েভনা তার দিকে তাকালেন।

'দ্মিত্রি নিকানরভিচ, ঈশ্বর করুন আমি এখন যেরকম কষ্ট পাচ্ছি সেরকম কষ্ট আপনি যেন কখনো না পান... কথা দিন এলেনার যত্ন করবেন, তাকে ভালোবাসবেন, কথা দিচ্ছেন তো? . যতদিন আমি বেঁচে থাকি ততদিন তোমাদের টাকার ভাবনা নেই ...'

কান্নায় তাঁর গলা বুজে গেলো। তিনি হাত দুটো প্রসারিত করলেন। এলেনা আর ইনসারভ তাঁকে জড়িয়ে ধরলো।

অবশেষে সেই মারাত্মক দিন এলো। ঠিক হয়েছিলো এলেনা বাড়িতে তার বাবা-মা'র কাছ থেকে বিদায় নেবে তারপর ইনসারভের বাসস্থান থেকে যাত্রা শুরু করবে। দুপুর বেলায় তাদের যাবার কথা। পৌনে বারোটার সময় বেরসেনেভ এলো তাদের তুলে দিতে। সে আশা করেছিলো ইনসারভের বাড়িতে ইনসারভের কয়েকজন দেশবাসীকে দেখতে পাবে, তারাও আসবে তাকে তুলে দিতে। তারা সব কিন্তু আগেই চলে গিয়েছিলো। রহস্যময় সেই দুজন লোকও চলে গিয়েছিলো আগে, যাদের সঙ্গে পাঠক পরিচিত। তারাই ইনসারভের বিয়ের সাক্ষী হয়েছিলো। দর্জিটি তার "দয়ালু কর্তাকে" ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানালো। সম্ভবত তার দুঃখ হচ্ছিলো কিম্বা আসবাবপত্রগুলো পাবার দরুন খুসি হয়ে সে বেশী টেনেছিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার স্ত্রী এসে তাকে নিয়ে গেলো। মালপত্র বাঁধাছাঁদা হয়ে তৈরী মেঝেয় রয়েছে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ট্রাঙ্ক। বেরসেনেভ চিন্তায় ডুবে গেলো, অনেক কথা তার মনে পড়তে লাগলো।

অনেকক্ষণ বারোটা বেজে গেছে, একটা শ্লেজ অপেক্ষা করছে, কিন্তু তখনো এই নব-দম্পতি এসে পেঁছয়নি। অবশেষে সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেলো। ইনসারভ আর শুবিনের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো এলেনা। চোখ দুটো তার লাল: চলে আসার সময় তার মা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। বিচ্ছেদটা অত্যন্ত কষ্টকর হয়েছিলো। এক সপ্তাহেরও বেশী এলেনা বেরসেনেভকে দেখেনি। স্তাখভদের বাড়িতে এখন বেরসেনেভ খুব কমই আসে। বেরসেনেভের দেখা পাবে বলে এলেনা আশা করেনি। এলেনা চেঁচিয়ে উঠলো, "আপনি! ধন্যবাদ!" তারপর ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো। ইনসারভও বেরসেনেভকে আলিঙ্গন করলো। তারপর এক অসহ্য স্তব্ধতা। তারা তিনজন কী বলতে পারে? ঐ তিনটি হৃদয়ে তখন কোন্ অনুভূতি? শুবিন বুঝলো কোনো কথা বলে ঐ অসহ্য স্তব্ধতার অবসান ঘটানো দরকার।

বললো, 'আমাদের তিন মূর্তি আবার এখানে জড়ো হয়েছে শেষ বারের মতো! নিয়তির কাছে নীচু করা যাক মাথা, কৃতজ্ঞভাবে অতীতকে স্মরণ করা যাক—ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে নতুন এক জীবন শুরু করবো! "আমাদের দূর ভ্রমণ ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করুক," ' সে গাইতে শুরু করে থেমে গেলো, হঠাৎ লজ্জা আর অস্বস্তি লাগলো তার। মুমূর্ষু লোকের সামনে গান করা পাপ। সেই মুহূর্তে যে অতীতের কথা সে উল্লেখ করেছিলো, এখানে যারা জড়ো হয়েছে তাদের সে অতীতও সেই ঘরে মরে যাচ্ছে। যদিও সেটা মরে যাচ্ছে নতুন এক জীবনে পুনর্জন্ম লাভ করার জন্যে ... তবুও সেটা মরেই যাচ্ছে।

ইনসারভ বললো, 'এলেনা, মনে হচ্ছে আমরা প্রস্তুত। সবকিছুর দাম চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, সবকিছুই বাঁধাছাঁদা। আমাদের শুধু এই ট্রাঙ্কটাকে নীচে নিয়ে যেতে হবে। ওহে বাড়িওলা!'

বাড়িওলা এলো তার স্ত্রী আর মেয়ের সঙ্গে। সামান্য টলতে টলতে সে ইনসারভের আদেশ শুনলো। তারপর ট্রাঙ্কটা ঘাড়ে করে তাড়াতাড়ি চলে গেলো নীচে। সিঁড়িতে তার বুটগুলো উঠলো খটখট করে।

'রুশী প্রথা অনুযায়ী এখন আমরা বসবো,' ইনসারভ বললো।

সবাই বসলো: বেরসেনেভ বসলো সেই পুরনো সোফায়, এলেনা বসলো তার পাশে। বাড়িউলি আর তার মেয়ে দোরগোড়ায় পরস্পরের সঙ্গে ঘেঁষে বসলো। কেউ কথা কইলো না। সবাই লাগলো আড়ষ্ট হাসি হাসতে, যদিও কেউই জানে না কেন হাসছে। বিচ্ছেদের আগে সবাইকারই ইচ্ছে হচ্ছিলো কিছু বলতে, আর সবাই—অবশ্য বাড়িউলি আর তার মেয়েকে বাদ দিয়ে, তারা শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলো—সবাই বুঝেছিলো ওরকম সময় বলা যায় শুধু সাধারণ কথা, বুঝেছিলো যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিম্বা চতুর কিম্বা শুধুই আন্তরিক কথা বলা অনুপযোগী হবে, এমন কি প্রায় মিথ্যে শোনাবে। ইনসারভ প্রথমে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের উপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে লাগলো.. বললো, "বিদায়, আমাদের ছোট্ট ঘর!"

চুম্বনের শব্দ শোনা গেলো -- বিদায়কালীন সেই সশব্দ অথচ ঠাণ্ডা চুম্বন। শোনা গেলো বিদায়কালীন অসম্পূর্ণ শুভেচ্ছাবাণী, চিঠি লিখবে বলে কথা দেওয়া, ধরাধরা গলার শেষ কথাগুলো।

অশ্রুসিক্ত মুখে এলেনা শ্লেজে উঠলো। ইনসারভ সযত্নে এলেনার পা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলো। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিলো শুবিন, বেরসেনেভ, বাড়িওলা, তার স্ত্রী, সবসময় মাথায় রুমাল বাঁধা তার মেয়ে, দরোয়ান, ডোরাকাটা আলখাল্লা পরা অপরিচিত মিস্ত্রী। এমন সময় একটা তেজী উঁচু জাতের ঘোড়ায় টানা দামী শ্লেজ উঠনের মধ্যে এলো ছুটে। তার ভিতর থেকে স্তাখভ লাফিয়ে নেবে নিজের গ্রেটকোটের কলার থেকে তুষার ঝাড়লেন।

'ভগবানকে ধন্যবাদ, এখনো তোমরা এখানে রয়েছো!' বলে তিনি উঠে ছুটে গেলেন অন্য শ্লেজটার পাশে। 'এলেনা, এই নাও তোমার বাবা-মা'র শেষ আশীর্বাদ।' তিনি তাঁর ফ্রককোটের পকেট থেকে মখমলের ব্যাগের মধ্যে সেলাই করা ছোট্ট একটি বিগ্রহ বার করে তার গলায় সেটি বেঁধে দিলেন। এলেনা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে স্তাখভের হস্তচুম্বন করলো... স্তাখভের গাড়োয়ান শ্লেজের সামনে থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন আর তিনটে গেলাশ বার করলো।

'শোনো,' স্তাখভ বলতে লাগলেন, তাঁর কোটের বিভার কলারের উপর ঝরঝর করে চোখের জল পড়তে লাগলো, 'তোমাদের উপযুক্তভাবে আমরা বিদায় জানাবো... কামনা করবো তোমাদের...' তিনি শ্যাম্পেন ঢালতে শুরু করলেন। তাঁর হাত কাঁপতে লাগলো, ফ্যানাটা কানা ছাড়িয়ে উঠে তুষারের উপর লাগলো টপটপ করে পড়তে। তিনি নিজে একটা গেলাশ নিলেন, অন্য দুটো দিলেন এলেনা আর ইনসারভকে। ইনসারভ ইতিমধ্যেই এলেনার পাশে বসে পড়েছে। 'তোমাদের ভাগ্য যেন ভালো হয়...' স্তাখভ বলতে শুরু করলেন, কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। শ্যাম্পেন পান করলেন তিনি, ওরাও পান করলো। 'মশাইরা, এবার নিন আপনারা,' শুবিন আর বেরসেনেভের দিকে ফিরে তিনি যোগ করে দিলেন। কিন্তু ঠিক তখনি গাড়োয়ান ঘোড়াগুলো চালালো। শ্লেজের পাশে পাশে স্তাখভ ছুটতে

লাগলেন। 'চিঠি লিখতে ভুলো না যেন!' ভাঙা গলায় তিনি বললেন। এলেনা বাইরে ঝুঁকে বললো, 'বিদায় বাবা, আন্দ্রেই পেত্রভিচ, পাভেল য়াকভলেভিচ, বিদায় সবাই, বিদায় রাশিয়া!' তারপর আবার পিছনে এলিয়ে পড়লো। গাড়োয়ান চাবুক হাঁকিয়ে শিস দিয়ে উঠলো। স্লেজটা ফটক থেকে ডান দিকে ঘুরলো। তার রানারগুলো উঠলো মড়মড় করে। তারপর অদৃশ্য হোলো।

৩৩

এপ্রিল মাস।

রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। ভেনিস আর লিদোর মাঝখানে- লিদো হল সমুদ্রবালুময় এক সরু জায়গা—চওড়া উপহ্রদের উপর একটা ছুঁচলো গন্ডোলা ভেসে ভেসে চলেছে। গন্ডোলা-চালক লম্বা দাঁড় টানছে। টানের তালে তালে গন্ডোলা দুলে দুলে উঠছে। নীচু ছাতওলা কেবিনে চামড়ার নরম কুশনে বসে আছে এলেনা আর ইনসারভ।

মস্কো ছাড়ার পর থেকে এলেনার চেহারাটা বিশেষ বদলায়নি। কিন্তু মুখের ভাবটা এখন অন্য রকম -- আরও কঠিন আর একাগ্র। তার চোখের মধ্যে আরও বেশী প্রত্যয়ের ভাব। তার শরীর কানায়-কানায় ভরে উঠেছে। শাদা কপাল আর স্বাস্থ্যদীপ্ত গালের পাশের চুলগুলোকে আগের চেয়েও ঘন আর সুন্দর দেখায়। যখন সে হাসে না তখনই শুধু তার ঠোঁটের উপরকার অস্পষ্ট এক রেখায় ফুটে ওঠে সদা-জাগ্রত গোপন উৎকণ্ঠা। ইনসারভের মুখের ভাবটাও আগেকার মতোই। কিন্তু তার চেহারাটা বদলে গেছে সাঙ্ঘাতিক। রোগা হয়ে গেছে সে, বুড়িয়ে উঠেছে। ফ্যাকাশে আর কুঁজো হয়ে গেছে। প্রায় সর্বদাই সে কাশে, খুকখুকে শুকনো কাশি। তার বসা চোখ দুটোয় অদ্ভুত এক দীপ্তি। রাশিয়া থেকে আসার পথে ভিয়েনার এক হাসপাতালে সে দু' মাস শুয়েছিলো। মার্চ শেষ হবার আগে তারা ভেনিসে পৌঁছতে পারেনি। আশা ছিলো ভেনিস থেকে জারার ভিতর দিয়ে সেরবিয়া ও বুলগেরিয়ায় যাবে। অন্য সব পথ তার বন্ধ। ইতিমধ্যেই ড্যানিউবে লড়াই চলছে। বৃটেন আর ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করেছে। সব স্লাভ দেশগুলো উত্তেজিত অবস্থায় বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

লিদোর ভিতরের দিকে গণ্ডোলাটা এলো। একটা সরু বালি-ঢাকা পথ দিয়ে এলেনা আর ইনসারেভ যেতে লাগলো যেখানে লিদোর বাইরের দিক সমুদ্র ছুঁয়েছে। পথের পাশে শীর্ণ ছোটো-ছোটো গাছ (প্রতি বছর তাদের পোঁতা হয়, প্রতি বছরেই তারা মরে যায়)।

বেলাভূমি ধরে তারা যাচ্ছিলো। তাদের সামনে ঘোলাটে নীল এ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের উপর ঢেউ ভাঙছে। এগিয়ে আসার সময় সেগুলো সশব্দে ফেনায়িত হয়ে উঠছে। তারপর তারা যাচ্ছে পিছিয়ে, বালির উপর ফেলে যাচ্ছে ছোটো-ছোটো ঝিনুক আর গুচ্ছ-গুচ্ছ সামুদ্রিক উদ্ভিদ।

এলেনা বললো, 'কী মনমরা জায়গা! ভয় হচ্ছে তোমার পক্ষে এখানটা হয়তো খুব বেশী ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু অনুমান করতে পারছি কেন এখানে এসেছো।'

'ঠাণ্ডা,' দ্রুত তিক্ত হেসে ইনসারভ উত্তর দিলো। 'ঠাণ্ডাকে যদি ভয় পাই তাহলে তো আমি চমৎকার যোদ্ধা হব। কিন্তু কেন এখানে এসেছি তোমায় বলছি। এখান থেকে যখন সমুদ্রের দিকে তাকাই তখন মনে হয় আমার দেশ যেন আরও কাছে এসে গেছে। জানো তো আমার দেশ ঐখানে,' পূব দিকে হাত তুলে সে যোগ করে দিলো। 'এই বাতাসটা আসছে সেখান থেকে।'

'তোমার মনে হয় না কি যে জাহাজটার জন্যে তুমি অপেক্ষা করে রয়েছো হয়তো এই বাতাস তাকে নিয়ে আসবে?' এলেনা প্রশ্ন করলো। 'ওখানকার ঐ শাদা ঝকঝকে পালটা ওটা কি সেই জাহাজটাই আসছে এমন হতে পারে না?'

সমুদ্রের দিকে ইনসারভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, এলেনা যে দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছিলো সেই দিকে।

বললো, 'রেন্দিচ কথা দিয়েছে এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সব ব্যবস্থা করে দেবে। মনে হয় তার ওপর নির্ভর করা চলে ... এলেনা, শুনেছো,' হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে সে যোগ করে দিলো, 'গরিব দালমাশীয় জেলেরা

বুলেট তৈরী করার জন্যে তাদের সীসের কাঠিগুলো দিয়ে দিয়েছে—জানো তো, এই কাঠির ভারেই জাল জলের তলায় নেমে যায়? তাদের টাকা নেই, মাছ ধরাই তাদের জীবিকা। কিন্তু সানন্দেই তারা তাদের শেষ সম্বল দিয়ে দিয়েছে। এখন তারা উপোষ করে আছে। কী আশ্চর্য মানুষ!

'Aufgepasst!'* তাদের পিছনে এক উদ্ধত স্বর শোনা গেলো। শোনা গেলো খুরের খটখট। খাটো ছাই রঙের টিউনিক আর সবুজ টুপি পরে এক অস্ট্রিয়ান অফিসার তাদের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলো... কোনো রকমে এক পাশে সরে যাবার সময় পেলো তারা।

ইনসারভ কটমট করে তাকালো তার দিকে।

এলেনা বললো, 'ওর দোষ নেই। জানো তো ঘোড়াগুলোকে ছুটতে শেখাবার অন্য জায়গা এখানে ওদের নেই।'

ইনসারভ বললো, 'ওর দোষ নেই। কিন্তু ওর চীৎকার, গোঁফ, টুপি, ওর সমস্ত চেহারা আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো। চলো, ফেরা যাক।'

'তাই চলো, দ্মিত্রি। সত্যি এখানে খুব হাওয়া। মস্কোর অসুখের পর তুমি ভালো করে নিজের যত্ন নাওনি। তাই জন্যে ভিয়েনাতে ভুগতে হয়েছিলো। এখন তোমাকে আরও বেশী সাবধান হতে হবে।'

ইনসারভ উত্তর দিলো না। কিন্তু সেই তিক্ত হাসিটা তার ঠোঁটে লেগে রইলো।

'গ্র্যান্ড ক্যান্যাল দিয়ে আমরা কি একটা গণ্ডোলা নোবো?' এলেনা বলে চললো। 'এখানে আসার পর থেকে ভালো করে আমরা ভেনিস দেখিনি। আজ রাতে আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি। আমার কাছে দুটো বক্সের টিকিট আছে। শুনেছি নতুন একটা অপেরা হচ্ছে। আজকের দিনটা কি আমরা উপভোগ করবো? ভুলে যাবো রাজনীতি, যুদ্ধ, আর সবকিছুর কথা। শুধু মনে রাখবো আমরা এক সঙ্গে বেঁচে আছি, নিশ্বাস নিচ্ছি,

---

* হুঁশিয়ার!

ভাবছি। মনে রাখবো চিরকালের জন্যে আমাদের মিলন হয়েছে... তাই চাও?'

ইনসারভ উত্তর দিলো, 'তুমি বলেই আমিও তা চাই।'

'আমি জানতাম তুমিও তাই চাইবে,' মৃদু হেসে এলেনা বললো। 'চলে এসো।'

তারা গণ্ডোলায় ফিরে গিয়ে গণ্ডোলা-চালককে বললো গ্র্যাণ্ড ক্যানাল দিয়ে ধীরে ধীরে দাঁড় টেনে তাদের নিয়ে যেতে।

এপ্রিল মাসে যে ভেনিস দেখেনি সে কখনো এই যাদুময় সহরের অনির্বচনীয় আকর্ষণ ধারণা করতে পারবে না। রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রীষ্ম ঐশ্বর্যময় জেনোয়াকে যেরকম মানায়, সোনালী আর গাঢ় লাল শরৎ যেরকম মহান প্রাচীন সহর রোমকে মানায় সেই রকমই কোমল বসন্ত মানায় ভেনিসকে। বসন্তকালের মতোই ভেনিসের সৌন্দর্য নাড়া দেয়, মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে নানা কামনা। হাতের কাছের এক সরল অথচ রহস্যময় এক সম্ভাব্য সুখের মতোই অনভিজ্ঞ হৃদয়কে দোলা দেয়, উত্তেজিত করে। ভেনিস উজ্জ্বল আর স্পষ্ট, তন্ময় প্রশান্তির নিদ্রালু কুয়াশায় ঢাকা। সবকিছুই তার নীরব, মিতালীভরা। সবকিছু মেয়েলী। এমন কি নামের দিক দিয়েও। তাই সব সহরের মধ্যে একমাত্র যে তারই নাম দেওয়া হয়েছে "পরমা সুন্দরী" সেটা শুধু দৈবক্রমে ঘটেনি। কোনো তরুণ দেবতার সুন্দর স্বপ্নের মতোই তার উঁচু উঁচু প্রাসাদ আর গির্জেগুলো হালকা আর বিস্ময়কর। খালের নির্বাক ঢেউ-এর মৃদু ছলছলানি আর সবুজ-ধুসর ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে, গণ্ডোলাদের নিঃশব্দ মসৃণ গতির মধ্যে, সহরে যে শ্রুতিকটু শব্দ শোনা যায় সেটা নেই বলে, কর্কশ ঠকঠক, ঝনঝন আর হৈচৈ নেই বলে কেমন যেন একটা রূপকথার ভাব, কেমন যেন একটা বিমোহিত করা অদ্ভুত ভাব আছে। "ভেনিস মরে যাচ্ছে, ভেনিস জনশূন্য," এর অধিবাসীরা বলে। কিন্তু সম্ভবত এই শেষ যাদুটি বাকি ছিলো তার, মহান সৌন্দর্যের চরমে মিলিয়ে যাওয়ার যাদু। যে একে দেখেনি সে একথা জানে না। নব যুগের শিল্পীদের কথা তো ছেড়েই

দেওয়া যায়, এমন কি কানালেত্তি বা গুয়ারদি কেউই বাতাসের সেই রুপোলী কোমলতা, যে দূরত্বটা কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে অথচ রয়েছে অত কাছে, সেই দূরত্ব, অতি কোমল নানা পরিলেখের বিমোহিত করা ঐক্য আর নানা রঙের সংমিশ্রণকে রূপ দিতে পারেননি। যার দিন শেষ হয়েছে কিম্বা জীবনের কাছে যে পরাজিত ভেনিসে তার আসা উচিত নয়। কারণ তার কাছে ভেনিস তিক্ত হবে যৌবনের সেই সব স্বপ্নের স্মৃতির মতো যেগুলো কখনো বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু এখনো যার শরীরে শক্তি আছে আর মনে যার আছে আনন্দ তার কাছে ভেনিস মধুর। এই যাদুময় আকাশের নীচে সে নিয়ে আসুক তার আনন্দ। সে আনন্দ যতই উজ্জ্বল হোক না কেন ভেনিস সেই উজ্জ্বল্যে যোগ করে দেবে নতুন চিরতরুণ দীপ্তি।

যে গন্ডোলায় ইনসারভ আর এলেনা যাচ্ছিলো সেটা ধীরে ধীরে Riva dei Schiavoni,* দজের প্রাসাদ, পিয়াজেত্তার পাশ দিয়ে গিয়ে পড়লো গ্র্যান্ড ক্যান্যালে। দু'পাশের মর্মর প্রাসাদ যেন ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। তাদের সৌন্দর্য বোঝা যায় না, চোখে প্রায় ধরাই পড়ে না। এলেনা গভীর আনন্দে ডুবে গেছে। তার আকাশের নীলিমার মধ্যে ছিল একটি মাত্র কালো মেঘ—এখন সেটা কেটে যাচ্ছে। সেদিন ইনসারভ অনেক ভালো বোধ করছিলো। তারা রিয়ালতোর খাড়া তোরণে পেঁছে সেখান থেকে ফিরলো। এলেনার ভয় ছিলো ঠাণ্ডা গীর্জেগুলো ইনসারভের স্বাস্থ্যহানি ঘটাবে। মনে পড়লো Academy delle Belle Arti'র** কথা। গন্ডোলা-চালককে সে বললো তাদের সেখানে নিয়ে যেতে। সেই ছোট্ট যাদুঘরের ঘরগুলো দেখতে তাদের বেশী সময় লাগলো না। বিশেষজ্ঞ বা শিল্পানুরাগী তারা নয়, তাই প্রত্যেকটি তৈলচিত্রের সামনে বেশীক্ষণ ধরে দাঁড়ালো না, জোর করে রইলো না তাকিয়ে। অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের

---

* স্কিয়াভোনি ঘাট।

** ললিত শিল্পকলার আকাদেমি।

মন ভরে উঠলো হালকা ফুর্তিতে। সবকিছুই তাদের মনে হলো ভারি মজার। এই অনুভূতিটা ছোট ছেলেমেয়েরা ভালো করে জানে। তিনতোরেত্তোর সেন্ট মার্ক ছবিটা দেখে হাসতে হাসতে এলেনার চোখে জল বেরিয়ে যাওয়ায় তিনজন ইংরেজ দর্শক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হয়ে উঠলো। ব্যাঙ যেরকম জলে লাফায় সেন্ট মার্ক সেই রকম করে আকাশ থেকে লাফ দিচ্ছেন যন্ত্রণা থেকে এক ক্রীতদাসকে উদ্ধার করার জন্যে। তিৎসিয়ানের "সশরীরে স্বর্গারোহণ" ছবির সামনের দিকে খাটো সবুজ ক্লোক পরা লম্বাচওড়া লোকটির পিঠ আর পায়ের গুল্ দেখে ইনসারভ খুব খুসি হয়ে উঠলো। লোকটি ম্যাডোনার দিকে তার হাত দুটো উঁচু করে তুলে রয়েছে। কিন্তু ইনসারভ আর এলেনাকে অবাক করে দিলো ম্যাডোনা। সুন্দরী হৃষ্টপুষ্ট এক মহিলা, শান্ত গম্ভীরভাবে চলেছেন তাঁর স্বর্গীয় পিতার কাছে। বুড়ো চিমা দা কোনেলিয়ানোর সাদাসিধে ধর্ম তৈলচিত্র দেখেও তারা মুগ্ধ হোলো। আকাদেমি থেকে বেরুবার সময় তারা ঘাড় ফিরিয়ে আবার সেই ইংরেজদের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। ওরা আসছিলো পিছন পিছন। খরগোশের মতো লম্বা দাঁত, জুলপি ঝুলছে। তারপর খাটো জ্যাকেট আর খাটো পাৎলুন পরা তাদের গন্ডোলা-চালককে দেখে আবার উঠলো হেসে। তারপর দেখলো এক পসারিনীকে। তার মাথার মাঝখানে ছোট্ট একটা পাকা চুলের ঝুঁটি। এবার আগের চেয়েও জোরে হাসি। শেষবার পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে তারা অদম্য হাসিতে পড়লো ফেটে। গন্ডোলায় বসার সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলো পরস্পরের হাত। হোটেলে ফিরে নিজেদের ঘরে ছুটে উঠে তারা দুপুরের খাবারের ফরমাশ দিলো। ফুর্তির ভাবটা খাবার টেবিলেও কাটলো না। পরস্পরের দিকে তারা দিলো খাবার এগিয়ে, তাদের মস্কোর বন্ধুদের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যপান করলো, হাততালি দিয়ে ওয়েটারকে প্রশংসা করলো মুখরোচক মাছ দেবার জন্যে আর জেদ ধরলো যেন সে তাদের জন্যে জীবন্ত frutti di mare* নিয়ে আসে। ওয়েটার হেলেদুলে পা ঘষে চলে

---

* খাবার যোগ্য সামুদ্রিক ঝিনুক।

গেলো, আর তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাথা নাড়লো, এমন কি একবার দীর্ঘশ্বাসও ফেললো, ফিসফিস করে বললো, "Poveretti!" (বেচারা!) দুপুরের খাবারের পর তারা গেলো থিয়েটারে।

অপেরাটা ভেরদির লেখা। সত্যি কথা বলতে কি এমন কিছু নয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেটা ইউরোপের সব স্টেজ ঘুরে এসেছে। আমরা, রুশীরাও তার সঙ্গে খুবই পরিচিত। তার নাম La Traviata। ভেনিসে অপেরার মরশুম শেষ হয়েছে। তাই সব গায়ক গায়িকারাই মাঝারি ধরনের। প্রত্যেকেই তারা চেঁচায় প্রাণপণে। এক অজানা গায়িকা ভায়োলেত্তার ভূমিকা অভিনয় করলো। দর্শকদের হাবভাব দেখে মনে হোলো তাকে বিশেষ কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েটির প্রতিভা আছে। মেয়েটির বয়েস কম, চোখ দুটো কালো, বিশেষ ভালো দেখতে নয়। গলার স্বর অসমান, ইতিমধ্যেই তা নষ্ট হয়ে গেছে। কম দামী, রুচিহীন পোষাক, নিতান্তই সাদাসিধে। চুলের উপর একটা লাল জাল, সাটিনের ম্লান নীল রঙের একটা ফ্রক তার বুকটাকে চেপে ধরেছে, আর একজোড়া মোটা সোয়েডের দস্তানা পেঁাছেছে তার খোঁচা খোঁচা কনুই-এর কাছে। বাস্তবিকই কী করে কোনো বেরগামো রাখালের মেয়ে জানবে প্যারিসের ক্যামেলিয়ারা কী রকম পোষাক পরে! স্টেজে কী করে দাঁড়াতে হয় তাও সে জানে না। তা সত্ত্বেও কিন্তু তার অভিনয়ের মধ্যে ছিলো খুব আন্তরিকতা আর সরলতা। এমন আবেগময় মুখের ভাব করে তালে তালে সে গাইছিলো যা কেবল ইতালিয়ানদের পক্ষেই সম্ভব। স্টেজের কাছে অন্ধকার বক্সে বসেছিলো শুধু এলেনা আর ইনসারভ। delle Belle Arti আকাদেমিতে যে হাসিখুসি ভাবটা তাদের মধ্যে এসেছিলো এখনও সেটা রয়েছে। যে হতভাগ্য যুবক সেই কুহকিনীর জালে ধরা পড়েছিলো তার বাবা যখন একটা সবুজ রঙের টেলকোট আর উস্কোখুস্কো শাদা পরচুলা পরে মুখ বেঁকিয়ে বিব্রত ও বিষণ্ণ খাদে গান ধরলেন তখন তারা হাসি চাপতে পারলো না। কিন্তু ভায়োলেত্তার অভিনয় দেখে তারা মুগ্ধ হোলো।

এলেনা বললো, 'বেচারা মেয়েটা একেবারেই হাততালি পাচ্ছে না। কিন্তু যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর, ভন্ড বিখ্যাত আত্মতৃপ্ত অভিনেত্রীর চেয়ে ওকে

আমার বেশী ভালো লাগছে। ও সব অভিনেতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য দর্শকদের মন আকর্ষণ করা। মনে হয় না এখন এ মেয়েটির ভাঁড়ামির দিকে মন আছে। দেখো, দর্শকদের ও লক্ষ্যই করছে না।'

ভায়োলেত্তাকে ভালো করে দেখার জন্যে ইনসারভ বক্সের ধারে ঝুঁকে পড়লো।

বললো, 'মেয়েটি সত্যিই ভাঁড়ামি করছে না। মৃত্যুর স্বাদ পাওয়া যায়!'

এলেনা আর কোনো কথা বললো না।

তৃতীয় অঙ্ক শুরু হোলো। পর্দা উঠলো... বিছানা, জানালায় পর্দা, ওষুধের শিশি আর আড়াল করা বাতিটা দেখে এলেনা চমকে উঠলো... মনে পড়ে গেলো তার অনতি অতীতের কথা। "আর ভবিষ্যৎ ? কী রকমই বা বর্তমান?" একটা চিন্তা খেলে গেলো তার মনে। বক্সের মধ্যে অভিনেত্রীর কৃত্রিম কাশির প্রতিধ্বনি উঠলো ইনসারভের শুকনো আসল কাশিতে। এলেনা তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ভাবটাকে অবিচলিত ও শান্ত করে তুললো। ইনসারভ সব বুঝলো। মৃদু হেসে গুনগুন করে গানটা সে লাগলো গাইতে।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে চুপ করলো। যতই এগুতে লাগলো ততই ভালো হয়ে উঠলো ভায়োলেত্তার অভিনয়, আড়ষ্টতা কেটে যেতে লাগলো। যা কিছু বাহুল্য আর অপ্রয়োজনীয় সব ঝেড়ে ফেলে অবশেষে সে "খুঁজে পেলো নিজেকে"। এরকম দুর্লভ চূড়ান্ত সৌভাগ্য শিল্পীর কপালে খুব কমই ঘটে! অকস্মাৎ যেন সেই সীমান্তরেখা সে পেরিয়ে গেলো যাকে নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু যার ওপারে রয়েছে সৌন্দর্য। শ্রোতারা অবাক ও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সাধারণ একটি মেয়ে, যার গলার স্বর খারাপ, সে মাতিয়ে তুলছে তাদের। কিন্তু তখন তার গলার স্বর খারাপ মনে হোলো না। সেই স্বরে তখন এসেছে আন্তরিকতা আর দৃঢ়তা। আলফ্রেদো এলো। ভায়োলেত্তার উল্লাসধ্বনিতে যেন জেগে উঠল এক ঝড়, যাকে বলা হয় fanatismo*। এ ঝড়ের পাশে উত্তর দেশবাসী আমাদের হৈ-হল্লাকে

* অত্যধিক উৎসাহ।

মনে হয় একেবারেই মেকি। পরের মুহূর্তে শ্রোতারা হয়ে উঠলো স্তব্ধ। কিন্তু সঙ্গীত শুদ্ধ হোলো। অপেরার মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভালো অংশ। এর মধ্যে সুরকার উন্মত্ত ও অপব্যয়িত যৌবনের সমস্ত আক্ষেপ ফুটিয়ে তুলেছেন। ফুটিয়ে তুলেছেন মরীয়া ও শক্তিহীন প্রেমের শেষ প্রচেষ্টার কথা। গায়িকার মুখে শিল্পীসুলভ আনন্দাশ্রু আর চোখে অকৃত্রিম যন্ত্রণা। যে আবেগের ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো তাতে দর্শকদের সমবেদনায় উৎসাহিত হয়ে গা ঢেলে দিলো সে। রূপান্তরিত হোলো তার মুখ। হঠাৎ এগিয়ে-আসা মৃত্যুর সেই ভয়ঙ্কর অপচ্ছায়ার সামনে "Lascia mi vivere... morir si giovane!" ("আমাকে বাঁচতে দাও... এতো অল্প বয়সে কি মরে!") কথাগুলো এমন তীব্র আকাশময় ছড়িয়ে পড়া প্রার্থনার সুরে তার গলা থেকে বেরুলো যে প্রচণ্ড করতালি আর উৎসাহিত চীৎকারে কেঁপে উঠলো প্রেক্ষাগৃহ।

এলেনার শরীর হিম হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে হাতড়ে ইনসারভের হাতটা সে জোরে চেপে ধরলো। ইনসারভও তার হাতটা ধরলো চেপে। কিন্তু কেউই পরস্পরের দিকে তাকালো না। কয়েক ঘণ্টা আগে গণ্ডোলাতে তারা যেভাবে পরস্পরের হাত চেপে ধরেছিলো এটা সেরকম নয়।

আবার গ্র্যাণ্ড ক্যান্যাল দিয়ে তারা হোটেলের দিকে যাত্রা করলো। রাত হয়ে গেছে, মধুর উজ্জ্বল রাত। সেই একই প্রাসাদগুলো এগিয়ে আসতে লাগলো তাদের দিকে। কিন্তু তাদের এখন দেখাচ্ছে অন্য রকম। যেগুলো জ্যোৎস্না প্লাবিত সেগুলোকে দেখাচ্ছে অস্পষ্ট শাদা ও সোনালী। মনে হয় তাদের কারিকুরির খুঁটিনাটি, জানালা ও বারান্দাগুলোর পরিলেখ যেন মিশে গেছে সেই শাদা রঙের মধ্যে। যেগুলো ফিকে অন্ধকারে ঢাকা সেগুলো আরো স্পষ্ট হযে উঠেছে। ছোটো-ছোটো লাল বাতি জ্বালানো গণ্ডোলাগুলো মনে হয় যেন আরও নিঃশব্দ দ্রুত গতিতে চলেছে ভেসে। অন্ধকারে তাদের ইস্পাতের ছুঁচলো প্রান্তগুলো রহস্যময়ভাবে ঝকঝক করে উঠছে। রুপোলি চুমকি-বসানো চঞ্চল স্রোতের উপর রহস্যময়ভাবে ওঠা-নামা করছে দাঁড়গুলো। মাঝেমাঝে শোনা যাচ্ছে গণ্ডোলা-চালকদের সামান্য

মৃদু চীৎকার (আজকাল তারা আর গান গায় না)। এ ছাড়া আর প্রায় কোনো শব্দই নেই।

যে হোটেলে ইনসারভ আর এলেনা উঠেছিলো সেটা Riva dei Schiavoni'তে। হোটেলে যাবার আগে গণ্ডোলা থেকে নেমে তারা বার কয়েক সেণ্ট মার্ক ময়দানের তোরণগুলোর তলা দিয়ে পায়চারি করলো। সেখানকার ছোটো-ছোটো কফির দোকানের সামনে দলে দলে নিষ্কর্মা লোকের ভীড়। অচেনা লোকদের মধ্যে বিদেশী সহরে প্রেমিকের সঙ্গে এলোমেলো ঘুড়ে বেড়াতে ভারি ভালো লাগে। সেখানকার সবকিছুকেই মনে হয় আশ্চর্য, তাৎপর্যপূর্ণ। লোকে কামনা করে প্রত্যেকে যেন আনন্দে আর শান্তিতে থাকে, যে আনন্দে তারা নিজেরা পরিপূর্ণ। এলেনা কিন্তু প্রশান্ত মনে আর নিজের আনন্দ উপভোগ করতে পারছিলো না। খানিক আগেকার অভিজ্ঞতায় তার বিক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত হতে চাইলো না। দজের প্রাসাদের নীচু খিলানগুলোর তলা দিয়ে উঁচিয়ে থাকা অস্ট্রীয় কামানগুলোর নল ইনসারভ নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখালো। টুপি টেনে নামালো ভুরু পর্যন্ত। সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো বলে তারা শেষবারের মতো সেণ্ট মার্ক গির্জে ও তার জ্যোৎস্না প্লাবিত গম্বুজগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলো। সেখানকার নীলচে সীসের উপর জ্যোৎস্নার ঝকঝকে ছোপ পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে তারা ধীরে ধীরে ফিরে গেলো হোটেলে।

Riva dei Schiavoni আর জিউদেক্কার মাঝখানের চওড়া উপহ্রদের দিকে তাদের ঘরের জানালাটা। হোটেলের প্রায় উলটো দিকে সেণ্ট গেওর্গির তীক্ষ্ণ চুড়ো উঁচিয়ে রয়েছে। ডান দিকে অনেক উঁচুতে শূন্যে ঝকঝক করছে দোগানার সোনালী গম্বুজ আর কনের সাজে দাঁড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর সুন্দরতম গির্জেগুলোর অন্যতম পাল্লাদিওর Redentore*। বাঁ দিকে জাহাজের মাস্তুল, পাল খাটাবার কাঠ আর স্টীমারের চোঙাগুলোকে কালো দেখাচ্ছে। এখানে ওখানে আধমোড়া পাল

---

* যীশু খৃষ্টের গির্জা।

ঝুলে রয়েছে বিরাট ডানার মতো। ছোটো-ছোটো পতাকাগুলো প্রায় নড়ছেই না। ইনসারভ জানালার পাশে বসলো। এলেনা কিন্তু তাকে বেশীক্ষণ সেই দৃশ্য উপভোগ করতে দিলো না। হঠাৎ ইনসারভের জ্বর এলো, ভারি দুর্বল হয়ে পড়লো সে। এলেনা তাকে বিছানায় শোয়ালো। সে ঘুমিয়ে পড়ার পর এলেনা ধীরে ধীরে ফিরে গেলো জানালার কাছে। রাতটা ভারি স্তব্ধ, ভারি সুন্দর। নীলাভ নির্মল বাতাস বইছে ভারি মৃদুভাবে। সেই স্বচ্ছ আকাশ, সেই পবিত্র নির্মল আলোয় সব দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি হবার, শান্তি হবার কথা। এলেনা ভাবতে লাগলো, "হে ভগবান! মৃত্যু, বিচ্ছেদ, অসুখ আর চোখের জল কেন? কেন তাহলে এই সৌন্দর্য, আশার এই মধুর অনুভূতি? কেন এই নিরাপদ আশ্রয়, নির্ভরযোগ্য সংরক্ষণ, শাশ্বত পৃষ্ঠপোষণের অনুভূতি? যে হাসিখুসি আকাশ আশীর্বাদ বর্ষণ করছে তার আর এই আনন্দিত নিদ্রিত পৃথিবীর মানে তাহলে কী? এ সব কি শুধুই আমাদের মনের জিনিস, বাইরের সবকিছুই কি সবসময় ঠান্ডা আর স্তব্ধ? আমরা কি একা . . কি একা আর ঐ অতলস্পর্শী গভীরতার কিছু, কিছুই আমাদের নয়? তাহলে এই প্রার্থনা করার আগ্রহ, প্রার্থনার এই আনন্দের মানে কী? ('Morir si giovane!' কথাগুলো তার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো)... একে নিবারণ করা, বাধা দেওয়া, ইনসারভকে বাঁচানো কি সত্যিই অসম্ভব? হে ভগবান, কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটবে বলে কি আমি বিশ্বাস করতে পারি না?" মুঠো করা হাতের উপর এলেনা মাথা রাখলো। ফিসফিস করে সে বলতে লাগলো, "এই কি সব? এটা কি সত্যিই সব হতে পারে? আমি সুখী হয়েছি কয়েক মিনিট, কয়েক ঘন্টা, কয়েক দিন নয়,— অনেক অনেক সপ্তাহ ধরে। কোন অধিকারে হয়েছি?" নিজের সুখ দেখে ভয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। "এ সুখ যদি আমাদের বরাদ্দ না হয় তাহলে?" ভাবলো সে। "তার জন্যে যদি আমাদের দাম দিতে হয়? কারণ এ সুখ যে স্বর্গীয় অথচ আমরা যে শুধু মানুষ – তুচ্ছ, পাপী মানুষ... Morir si giovane দূর হও অশুভ অপচ্ছায়া! ওর জীবন যে শুধু আমার একার দরকার নয়।"

"কিন্তু এটা যদি শাস্তি হয় তাহলে? এখন যদি আমাদের পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাহলে? আমার বিবেক ছিলো চুপ করে, এখনও রয়েছে চুপ করে। কিন্তু সেটা কি নির্দোষের প্রমাণ? হে ভগবান, আমরা কি বাস্তবিকই এমন অপরাধী? এই রাত, এই আকাশের সৃষ্টিকর্তা, তুমি — এ কি সম্ভব, সেই তুমি আমাদের শাস্তি দেবে পরস্পরকে আমরা ভালোবাসি বলে? তাই যদি হয়, যদি ও হয় অপরাধী, আমি হই অপরাধী," আবেগভরে সে যোগ করে দিলো, "তাহলে, হে ভগবান, আমাদের মৃত্যু যেন হয় সম্মানের, গৌরবের — আমাদের মৃত্যু যেন হয় ওর দেশের জমিতে, এখানে যেন না হয়, এই অন্ধকার ঘরে যেন না হয়।"

"কিন্তু বেচারা নিঃসঙ্গ মায়ের দুঃখের বেলায় কী?" নিজেকে সে প্রশ্ন করলো। নিজের প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেয়ে সে হয়ে উঠলো বিহ্বল। এলেনা জানতো না প্রত্যেক মানুষের সুখের মূলে রয়েছে অন্য একজনের দুঃখ। সে জানতো না মর্মর মূর্তির যেমন দরকার মঞ্চের, সে রকমই একজনের লাভ ও সুবিধের জন্যে দরকার অন্য একজনের ক্ষতি ও অসুবিধে।

"রেন্দিচ!" ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে উঠলো ইনসারভ।

এলেনা পা টিপে-টিপে তার বিছানার কাছে গিয়ে ঝুঁকে তার মুখ থেকে ঘাম মুছে দিলো। বালিশে খানিকক্ষণ মাথা নেড়ে আবার সে শান্ত হয়ে পড়লো।

এলেনা ফিরে গেলো জানালার ধারে। আবার তার মনে নতুন করে নানা অশুভ চিন্তা এলো। ভয়ের কোনো কারণ নেই বলে সে নিজেকে বোঝাতে, আশ্বাস দিতে চেষ্টা করলো। নিজের দুর্বলতার জন্যে সে লজ্জিতও হোলো। "কোনো আশঙ্কা নেই, তাই না? ও তো এখন ভালো, তাই না?" ফিসফিস করে সে বললো। "আমরা যদি আজকে থিয়েটারে না যেতাম তাহলে এ ধরনের কিছু নিশ্চয়ই আমার মাথায় ঢুকতো না।" ঠিক তখনই জলের অনেক উপরে সে দেখলো একটা শাদা সি-গাল্। কোনো জেলেকে দেখে নিশ্চয়ই সেটা ভয় পেয়ে গেছে। নিঃশব্দে এলোমেলো উড়ে চলেছে পাখীটা, যেন নামবার জায়গা খুঁজছে। "ওটা যদি

এদিক দিয়ে উড়ে যায় তাহলে শুভ লক্ষণ...” মনে মনে বললো এলেনা। সি-গালটা চক্রাকারে ঘুরে ডানা বন্ধ করে একটা কালো জাহাজ অনেকটা ছাড়িয়ে আহত পাখীর মতো করুণ আর্তনাদ করে পড়ে গেলো। এলেনা চমকে উঠলো, তারপর লজ্জা পেলো সে চমকে উঠেছে বলে। পোষাক না খুলে বিছানায় ইনসারভের পাশে সে শুয়ে পড়লো। ইনসারভ প্রায়ই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিশ্বেস নিচ্ছিলো।

৩৪

দেরি করে ইনসারভের ঘুম ভাঙলো। তার মাথায় একটা ভোঁতা যন্ত্রণা। বললো, সর্বাঙ্গে দারুণ দুর্বলতা বোধ করছে। তা সত্ত্বেও সে উঠে পড়লো।

‘রেন্দিচ কি ইতিমধ্যে এসেছিলো?’ সর্বাগ্রে সে জিগগেস করলো।

‘না, এখনো আসেনি,’ “L’Osservatore Triestino”র শেষ সংখ্যাটা তার হাতে তুলে দিয়ে এলেনা উত্তর দিলো। যুদ্ধ, স্লাভ দেশ আর রাজশাসিত রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাতে অনেক কথা রয়েছে। ইনসারভ পড়তে শুরু করলো, এলেনা তার জন্যে তৈরি করতে লাগলো কফি দরজায় টোকা পড়লো।

“রেন্দিচ,” দুজনেই তারা ভাবলো। কিন্তু যে টোকা দিয়েছিলো রুশীতে সে বললো, “আসতে পারি কি?” এলেনা আর ইনসারভ পরস্পরের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকালো। তারা উত্তর দেবার আগেই চমৎকার পোষাক পরা একটি লোক ঢুকলো ঘরে। তার মুখটা ছোটো আর ছুঁচলো ধরনের, চোখ দুটো ছোটো-ছোটো আব চঞ্চল। এমন ভাবে সে হাসছিলো যেন এইমাত্র অনেক টাকা জিতেছে কিম্বা সবচেয়ে ভালো খবর পেয়েছে।

ইনসারভ চেয়ার ছেড়ে উঠলো।

‘বুঝতে পারছি আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না,’ ইনসারভের কাছে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গিয়ে, এলেনাকে সসম্ভ্রমে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন

করে সে বললো। 'আমি ল্যপয়ারভ — মনে আছে মস্কোতে আমাদের দেখা হয়েছিলো এ... র বাড়িতে?'

'ও, হ্যাঁ, এ...র বাড়িতে,' ইনসারভ বললো।

'দয়া করে আপনার স্ত্রী'র সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিন। মাদাম, সর্বদাই আমি খুব শ্রদ্ধা করে এসেছি দ্মিত্রি ভাসিলিয়েভিচকে — মানে নিকানর ভাসিলিয়েভিচকে...' (সে নিজেকে শুধরে নিতে চেষ্টা করলো), 'অবশেষে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যের জন্যে আমি খুসি। দেখুন দেখি,' ইনসারভের দিকে ফিরে সে বলে চললো, 'গত রাতের আগে আমি জানতাম না আপনি এখানে এসেছেন। আমিও এই হোটেলে আছি। কী চমৎকার সহর ভেনিস — একেবারে যেন কবিতা! এখানকার একমাত্র যেটা আমার খারাপ লাগে সেটা হচ্ছে প্রতি পদেই ঐ অভিশপ্ত অস্ট্রীয়দের দেখতে পাওয়া! ঐ অস্ট্রীয়দের! ভালো কথা, শুনেছেন কি ড্যানিউবে চূড়ান্ত এক যুদ্ধ হয়ে গেছে? তিনশো তুর্কি অফিসার নিহত হয়েছে, সিলিস্ত্রিয়া অধিকৃত হয়েছে, সেরবিয়া ঘোষণা করেছে তার স্বাধীনতা। মনে হয় স্বদেশপ্রেমিক হিসেবে আপনি খুব খুসি হবেন। আমার নিজের স্লাভ রক্তও ফুটছে! তবে পরামর্শ দেবো সাবধান হতে। আমি নিঃসন্দেহ যে আপনার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সহরটা গুপ্তচরে ছেয়ে গেছে। একটা সন্দেহজনক লোক গতকাল আমার কাছে এসে জিগগেস করেছিলো: "আমি রুশী কিনা?" তাকে বলেছিলাম আমি ডেন... কিন্তু, নিকানর ভাসিলিয়েভিচ, আপনি নিশ্চয়ই অসুস্থ। আপনার চিকিৎসা করানো দরকার। মাদাম, আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন আপনার স্বামী যেন চিকিৎসা করান। গতকাল আমি পাগলের মতো প্রাসাদ গির্জেয় ছুটেছি, — আপনারা তো দজের প্রাসাদে গিয়েছিলেন, তাই না? সব জায়গাতে সে কী বিলাসিতা! বিশেষ করে সেই বড় হলঘরটায়! আর তারপর সেই মারিনো ফালিয়েরো'র জায়গাটা — সোজাসুজি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে: "Decapitati pro cri-

minibus"* আমি বিখ্যাত জেলখানাগুলো ঘুরে এসেছি। ও সব জায়গাতেই আমি উঠেছিলাম রেগে। আপনার মনে থাকতে পারে সামাজিক সমস্যা নিয়ে আমি সবসময়ই মাথা ঘামিয়ে এসেছি, অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সর্বদাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। অভিজাত সম্প্রদায়ের যারা পৃষ্ঠপোষক তাদের ঐ সব জেল দেখানো উচিত। বায়রন ঠিকই বলেছিলেন, "I stood in Venice on the Bridge of Sighs।" কিন্তু তিনি নিজেও ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। সবসময় আমি প্রগতির পক্ষে। তরুণ যুগের সবাই প্রগতির পক্ষে। ইংরেজ আর ফরাসীদের সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা। আমরা দেখবো কতদূর তারা এগুতে পারে: বুস্তুরাপা** আর পামারস্টোন। জানেন তো পামারস্টোন হয়েছেন প্রধান মন্ত্রী। যাই বলুন না কেন, রুশী ঘুষির সঙ্গে ইয়ার্কি নয়। ঐ বুস্তুরাপাটা দারুণ বদমাইশ! আপনাকে কি পড়তে দেবো Les Châtiments de Victor Hugo*** — বইটা আশ্চর্য! "L'avenir—le gendarme de Dieu"**** একটু বেশী বেপরোয়াভাবে লেখা, কিন্তু তার জোরটা লক্ষ্য করবেন! প্রিন্স ভিয়াজেমস্কিও খারাপ বলেননি। তিনি বলেছেন, "বাস-কাদিক-লার শুধু পুনরাবৃত্তি করে ইউরোপ। সিনোপের উপর দৃষ্টি তার নিবদ্ধ।" আমি কবিতা ভালোবাসি। প্রুধোঁর শেষ বইটা আমার কাছে আছে --- সবকিছু আমার কাছে আছে। আপনার কথা জানি না, কিন্তু এই যুদ্ধের জন্যে আমি খুসি। আশা করি রাশিয়াতে ফিরে যাবার ডাক আমার পড়বে না, কারণ এখান থেকে ফ্লোরেন্স আর রোমে আমার যাবার ইচ্ছে। আমি ফ্রান্সে যেতে পারি না, তাই ভাবছি স্পেনে যাবো — লোকে বলে স্প্যানিস মেয়েরা ভারি সুন্দর, যদিও সেখানে দারিদ্র্য খুব আর

---

* অপরাধের জন্যে মাথা কাটা গেছে।

** তৃতীয় নেপালিয়ন।(সম্পাদক।)

*** ভিক্টর হুগোর "প্রতিশোধ"।

**** ভবিষ্যৎ — নির্যাতির কর্তা।

পোকামাকড়ও প্রচুর। ক্যালিফোর্নিয়াতেও যেতাম — আমরা রুশীরা, এমন কিছু নেই যা করতে পারি না — কিন্তু এক সম্পাদককে আমি কথা দিয়েছি যে ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্যের সমস্যা সম্বন্ধে আমি খুব ভালো করে খোঁজ খবর নেবো। আপনি বলতে পারেন এটা নীরস, বিশেষ ধরনের একটা বিষয়। কিন্তু আমাদের দরকার বিশেষজ্ঞের। প্রচুর আমরা দার্শনিকতা করেছি — এখন আমাদের দরকার হাতে কলমে কাজ করা, হাতে কলমে... কিন্তু নিকানর ভার্সিলিয়েভিচ, আপনাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। হয়তো আপনাকে আমি ক্লান্ত করে ফেলছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার কাছে আরো খানিকক্ষণ থাকবো...'

একই ভাবে অনেকক্ষণ ধরে লুপয়ারভ বকবক করে গেলো। যাবার আগে কথা দিলো আবার আসবে বলে।

এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে দারুণ ক্লান্ত হয়ে ইনসারভ শুয়ে পড়লো সোফায়।

'এই তো তোমাদের তরুণরা!' এলেনার দিকে তাকিয়ে তিক্ত স্বরে সে বললো। 'কেউ বড়াই করে, চাল মারে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা সবাই ঐ ভদ্রলোকের মতোই কথার ফানুশ।'

এলেনা তর্ক করলো না। তখন তার রাশিয়ার এ যুগের সমস্ত তরুণদের চেয়েও ইনসারভের দুর্বলতার জন্যে অনেক বেশী দুর্ভাবনা। পাশে বসে এলেনা তার ছুঁচের কাজ তুলে নিলো। ইনসারভ চোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে রইলো। তাকে দেখাতে লাগলো ভারি ফ্যাকাশে আর কাহিল। তার তীক্ষ্ন হয়ে যাওয়া মুখাবয়বের দিকে, প্রসারিত হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে এলেনা হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেলো।

'দ্মিত্রি!' মৃদু স্বরে সে ডাকলো।

ইনসারভ নড়ে উঠলো।

'কি? রেন্দিচ এসেছে?'

'না, এখনো আসেনি... তোমার কি মনে হয় না জ্বর হয়েছে, সত্যি তোমার চেহারাটা খুব ভালো দেখাচ্ছে না। ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবো?'

'ঐ বাক্যবাগীশটা তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে দেখছি। আমার

ডাক্তারের দরকার নেই। খানিক বিশ্রাম নিলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। বিকেলে আমরা আবার কোথাও যাবো।'

দু'ঘণ্টা কেটে গেলো ... ইনসারভ তখনো সোফায় শুয়ে। কিন্তু চোখ না খুললেও সে ঘুমতে পারলো না। এলেনা রইলো তার পাশে। তার ছুঁচের কাজটা কোলের ওপর নাবিয়ে সে বসে রইলো স্থির হয়ে।

'কেন তুমি ঘুমতে পারছো না?' অবশেষে তাকে এলেনা প্রশ্ন করলো।

'একটু সবুর করো।' ইনসারভ এলেনার হাতটা তুলে নিয়ে নিজের মাথার উপর রাখলো। 'আহ্ ... চমৎকার হয়েছে। রেন্দিচ এলেই আমাকে জাগিয়ো। যদি সে বলে জাহাজটা যাত্রার জন্যে প্রস্তুত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলে যাবো... আমাদের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে হবে...'

'গুছিয়ে নিতে আমার বেশীক্ষণ লাগবে না,' এলেনা উত্তর দিলো।

'ঐ বোকাটা সেরবিয়া ও যুদ্ধ সম্বন্ধে কী বলেছিলো শুনেছিলে?' খানিক পরে ইনসারভ বললো। 'খুব সম্ভব সবটাই বানিয়েছে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন আমাদের যেতে হবেই। আর সময় নষ্ট করা চলবে না... তৈরি থেকো।'

ইনসারভ ঘুমিয়ে পড়লো। ঘরের ভিতরটা একেবারে চুপচাপ।

এলেনা আরাম-কেদারার পিছনে মাথা রেখে জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেছে; বাতাস বইতে শুরু করেছে। আকাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বড় বড় শাদা মেঘ। দূরে একটা সরু মাস্তুল দুলছে, আর একটা লাল ক্রশ আঁকা ছোটো লম্বা পতাকা ক্রমাগত পতপত করে উড়ছে। পুরোনো ঘড়িটার পেণ্ডুলাম বিষণ্ণ সাঁ সাঁ শব্দ করে ক্রমাগত টিকটিক করে চলেছে। এলেনা চোখ বন্ধ করলো। রাতে তার ঘুম হয়নি। ধীরে ধীরে সেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হোলো।

অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলো এলেনা। অপরিচিত লোকেদের সঙ্গে ৎসারিৎসিনোর একটা পুকুরে নৌকো চড়ে সে চলেছে। সবাই তারা চুপচাপ স্থির হয়ে বসে। কেউই দাঁড় টানছে না। নৌকোটা নিজে থেকেই চলেছে। এলেনা ভয় পায়নি কিন্তু তার একঘেয়ে লাগছে। তার জানতে

ইচ্ছে করছে ঐ লোকগুলো কারা আর কেনই বা সে রয়েছে তাদের সঙ্গে? তার চোখের সামনে পুকুরটা বড় হয়ে উঠলো, তার তীরগুলো হোলো অদৃশ্য। এখন আর সেটা পুকুর নয়, একটা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র: বিরাট নীল নীল ঢেউ নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে দোলাচ্ছে নৌকোটাকে। সমুদ্রের তলা থেকে ভয়ংকর একটা গমগম শব্দ উঠলো। তার অপরিচিত সঙ্গীরা উঠলো লাফিয়ে। চেঁচাতে লাগলো তারা, হাত নাড়াতে লাগলো... এলেনা চিনতে পারলো তাদের মুখ --- তাদের একজন তার বাবা। কিন্তু একটা শাদা ঘূর্ণি বাতাস সাঁ সাঁ করে নেমে এলো ঢেউগুলোর উপরে — সবকিছুই পাক খেয়ে তালগোল পাকিয়ে গেলো...

এলেনা চারদিকে তাকালো। এখনো তার চারদিকে সবকিছুই শাদা। কিন্তু এবার তা তুষার, শেষহীন তুষার। এখন আর সে নৌকোয় নেই, মস্কো থেকে যেমন গিয়েছিলো সেই ভাবে চলেছে এক শ্লেজে করে। সে একলা নয়, কারণ তার পাশে বসে রয়েছে জীর্ণ একটা মেয়েদের কোট জড়ানো ছোট্ট একটি প্রাণী। তার সঙ্গিনীর দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে এলেনা দেখলো সে কাতিয়া, তার সেই গরীব বন্ধু। এলেনার ভারি ভয় করলো। "ও তো মরে গিয়েছিলো, তাই না?" সে ভাবলো।

'কাতিয়া কোথায় আমরা যাচ্ছি?'

কাতিয়া উত্তর দিলো না। পুরোনো কোট নিজের শরীরের উপর সে চেপে ধরলো — তার শীত করছে। এলেনারও শীত করছে। এলেনা রাস্তা বরাবর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। গুঁড়ো গুঁড়ো তুষারের ভিতর দিয়ে দূরে সে দেখতে পেলো একটা সহর। সেখানে বড় বড় শাদা মিনার। চুড়ো রূপোর... "কাতিয়া, ওটা কি মস্কো?" "না," এলেনা ভেবে চললো, "ওটা সলভেৎস্কি মঠ। মৌচাকের মতো ওখানে আছে অনেক ছোটো-ছোটো সরু সরু কামরা; সে কামরাগুলো সরু আর গুমোট। দ্মিত্রিকে তার ভেতরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাকে আমায় মুক্ত করতে হবেই..." হঠাৎ তার পায়ের কাছে ধূসর অতলস্পর্শ একটা গহ্বর হাঁ করে উঠলো। শ্লেজটা হুড়মুড়িয়ে পড়লো নীচে। কাতিয়া উঠলো

হেসে। "এলেনা! এলেনা!" সেই অতলস্পর্শ গহ্বর থেকে একটা স্বর শোনা গেলো।

"এলেনা!" স্পষ্ট সে শুনতে পেলো। তাড়াতাড়ি মাথাটা তুলে সে মুখ ফেরালো। তার রক্ত গেলো হিম হয়ে। দেখতে পেলো ইনসারভ তুষারের মতো শাদা --- স্বপ্নে যে তুষার দেখেছিলো সেই তুষারের মতো — সোফায় বসে সে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বড় বড়, উজ্জ্বল, ভয়ঙ্কর চোখে। তার চুলগুলো এসে পড়েছে কপালের উপর, ঠোঁট দুটো অদ্ভুতভাবে ফাঁক হয়ে গেছে। হঠাৎ বদলে গেছে তার মুখটা। তার উপর ফুটে উঠেছে বিষণ্ণ কোমলতা মেশা এক আতঙ্ক।

সে বললো, 'এলেনা, আমি মরে যাচ্ছি।'

আর্তনাদ করে এলেনা নতজানু হয়ে বসে তাকে নিজের বুকে চেপে ধরলো।

'সব শেষ,' ইনসারভ বললো, 'আমি মরে যাচ্ছি ... বিদায়, ডার্লিং! বিদায় আমার মাতৃভূমি!'

সে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো।

এলেনা দৌড়ে বাইরে গেলো লোক ডাকতে। ওয়েটার ছুটলো ডাক্তার ডাকতে। এলেনা জড়িয়ে ধরে রইলো ইনসারভকে।

সেই মুহূর্তে দোরগোড়ায় দেখা দিলো একটি লোক। তার কাঁধ দুটো চওড়া, রঙটা রোদ-পোড়া, গায়ে একটা পুরু ওভারকোট, মাথায় একটা নীচু বর্ষাতির টুপি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এলেনা চেঁচিয়ে উঠলো, 'রেন্দিচ! আপনি! দোহাই আপনার, দেখুন কী হয়েছে — ও অজ্ঞান হয়ে গেছে! ওর কী হয়েছে? হা ভগবান! গতকাল আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম, আর এক মুহূর্ত আগেও আমার সঙ্গে ও কথা বলছিলো...'

রেন্দিচ কোনো কথা না বলে এক পাশে সরে গেলো। তার পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো ছোট্টখাট্ট একটি লোক। মাথায় পরচুলা, চোখে চশমা লোকটি ডাক্তার, একই হোটেলে থাকে। ইনসারভের কাছে সে গেলো।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে বললো, 'সিনোরা, বিদেশী ভদ্রলোকটি মারা গেছেন — il signore forestiere è morto — এ্যানুইরিজম আর ফুসফুসের অসুখে।

৩৫

পরের দিন সেই একই ঘরের জানালার কাছে রেন্দিচ দাঁড়িয়েছিলো। তার সামনে শাল জড়িয়ে এলেনা বসে। পাশের ঘরে কফিনের মধ্যে রয়েছে ইনসারভ। এলেনার মুখটা আতঙ্কিত আর নির্জীব। তার কপালে ভুরু দুটোর মধ্যে দুটো গভীর রেখা — তাতে তার বিস্ফারিত চোখে উত্তেজনার কঠিন ভাব এনেছে। জানালার তাকে আন্না ভাসিলিয়েভনার একটা চিঠি খোলা অবস্থায় পড়ে। তিনি তাঁর মেয়েকে মস্কোতে অন্তত একমাসের জন্যে যেতে লিখেছেন। নিঃসঙ্গতার খেদ করেছেন আর স্তাখভের বিরুদ্ধে করেছেন অভিযোগ। ইনসারভকে তিনি আশীর্বাদ জানিয়েছেন। জানতে চেয়েছেন তার স্বাস্থ্য কী রকম আছে। অনুরোধ করেছেন সে যেন তার স্ত্রীকে যেতে দেয়।

রেন্দিচ দালমাশীয় নাবিক। বুলগেরিয়ায় থাকার সময় তার সঙ্গে ইনসারভের পরিচয়। পরে সে তার খোঁজ পায় ভেনিসে। রেন্দিচ কঠোর প্রকৃতির লোক, অমার্জিত, সাহসী, স্লাভদের স্বার্থের জন্যে জীবন করেছে উৎসর্গ। তুর্কিদের সে অবজ্ঞা করে আর অস্ট্রীয়দের ঘৃণা করে।

'আপনি ভেনিসে আর কত দিন থাকবেন?' এলেনা তাকে ইতালীয় ভাষায় প্রশ্ন করলো। মুখের মতোই স্বরটা তার নিষ্প্রাণ।

'কোনো সন্দেহ না জাগিয়ে মাল বোঝাই করার জন্যে আমাদের এক দিন দরকার। তারপর আমরা সোজা যাবো জারায়। দেশবাসীর কাছে আমি খারাপ খবর নিয়ে যাবো। অনেক দিন ধরে তাঁর জন্যে তারা অপেক্ষা করে রয়েছে, তাঁর ওপর করে রয়েছে আশা।'

'তাঁর ওপর করে রয়েছে আশা,' যান্ত্রিকভাবে কথাগুলো এলেনা বললো।

'কখন এ'কে কবর দেবেন ?' রেন্দিচ প্রশ্ন করলো।

খানিক থেমে এলেনা উত্তর দিলো, 'কাল।'

'কাল? তাহলে আমি থাকবো। আমি ওঁর কবরে এক মুঠো মাটি ফেলতে চাই। তা ছাড়া আপনাকেও আমার সাহায্য করা দরকার। দুঃখের কথা স্লাভ দেশের মাটিতে উনি চির-বিশ্রাম নিতে পারলেন না।'

এলেনা তার দিকে তাকালো।

সে বললো, 'ক্যাপ্টেন, ওঁর সঙ্গে আমাকে জাহাজে নিন, আমাদের নিয়ে চলুন সমুদ্রের ওপাশে, এখান থেকে। তা কি সম্ভব?'

রেন্দিচ ভাবতে লাগলো।

'সম্ভব, কিন্তু সহজ হবে না। এখানকার হতচ্ছাড়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাকে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ধরুন সে ব্যবস্থা হোলো, ও'কে আমরা সেখানে কবর দিলাম। কিন্তু আপনাকে আমি ফিরিয়ে আনবো কী করে?'

'আপনাকে আমায় ফিরিয়ে আনতে হবে না।'

'সে কী! আপনি তাহলে থাকবেন কোথায়?'

'ভাববেন না, আমি কোনো একটা জায়গা খুঁজে নেবো। আমাদের শুধু নিয়ে চলুন, আমাকে নিয়ে চলুন আপনার সঙ্গে।'

রেন্দিচ মাথা চুলকালো।

'আপনার যা ইচ্ছে। অনেক ঝামেলা এই যা। আমি গিয়ে চেষ্টা করে দেখি। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমি ফিরবো।'

সে চলে গেলো। এলেনা পাশের ঘরে ঢুকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, যেন সে পাথর হয়ে গেছে। তারপর সে নতজানু হয়ে বসলো, কিন্তু প্রার্থনা করতে পারলো না। তার হৃদয়ে কোনো অভিযোগ নেই। ঈশ্বরকে তার প্রশ্ন করতে সাহস হোলো না কেন তিনি ইনসারভকে বাঁচিয়ে রাখলেন না, কেন করুণা করলেন না তাকে, কেন তাকে রক্ষা করলেন না, যদি তার শাস্তি প্রাপ্যই ছিলো তাহলে কেন তাকে প্রাপ্যের অনেক বেশী

শাস্তি দিলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই শুধু বেঁচে আছি বলেই এই শাস্তি প্রাপ্য। এমন কোনো মহান দার্শনিক নেই, মনুষ্য জাতির হিতকারী এমন কোনো মানুষ নেই যিনি নিজে যেসব কল্যাণ করেন তার বিনিময়ে বাঁচাবার অধিকার আছে বলে আশা করতে পারেন। কিন্তু এলেনা প্রার্থনা করতে পারলো না — সে পাথর হয়ে গেছে।

ইনসারভরা যে হোটেলে থাকতো সে হোটেল থেকে সেই রাতে একটা চওড়া নৌকো ছাড়লো। নৌকোয় রইল কালো কাপড় ঢাকা লম্বা একটা বাক্স। তার পাশে বসে এলেনা আর রেন্দিচ। তারা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চললো। অবশেষে তারা পেঁছিলো একটা ছোটো দু' মাস্তুলওলা জাহাজের কাছে। জাহাজটা বন্দরের প্রবেশ পথের কাছে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়েছিলো। এলেনা আর রেন্দিচ জাহাজে উঠলো। বাক্সটা নিয়ে খালাসীরা চললো তাদের পিছন পিছন। মাঝরাতের পরে ঝড় উঠলো। কিন্তু খুব ভোরেই জাহাজটা লিদো ছাড়িয়ে গেলো। দিনের বেলায় ঝড়টা হয়ে উঠলো দারুণ জোরালো। "লয়েডের" আপিসগুলোর অভিজ্ঞ নাবিকরা লাগলো মাথা নাড়তে, তাদের ভয় হলো সবচেয়ে খারাপ ঘটনাই ঘটবে। ভেনিস, ত্রিয়েস্ত আর দালমাশীয় উপকূলের মধ্যেকার ভূমধ্যসাগর অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এলেনা ভেনিস ছাড়ার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে মস্কোতে আন্না ভাসিলিয়েভনা নিম্নোক্ত চিঠিটি পেলেন:

"শ্রীচরণেষু, বাবা আর মা, আমি তোমাদের কাছ থেকে চির-বিদায় নিচ্ছি। আমাকে তোমরা আর কখনো দেখতে পাবে না। গতকাল দ্মিত্রি মারা গেছে। আমার জীবনের সবকিছু হয়ে গেছে শেষ। তার মৃতদেহ নিয়ে আমি আজ জারায় যাত্রা করছি। আমি তাকে কবর দেবো। আমার কী হবে তার কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু এখন দ.'র মাতৃভূমি ছাড়া আমার অন্য কোনো মাতৃভূমি নেই। সেখানে বিদ্রোহের তোড়জোড় চলছে, লোকেরা তৈরী হচ্ছে যুদ্ধের জন্যে। আমি নার্সের কাজ করবো, অসুস্থ আর আহত লোকদের করবো সেবা। আমি জানি না আমার কী হবে, কিন্তু তার মৃত্যুর পরেও দ.'র স্মৃতিই আমি বুকে করে রাখবো, তার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাস হারাবো না। আমি বুলগেরীয় ও সেরবীয় ভাষা

শিখেছি। খুব সম্ভবত এ-সবের পর আমি বাঁচবো না — সেটাই ভালো। এক খাড়া পাহাড়ের পাশে আমি এসে পড়েছি, আমাকে পড়তেই হবে। দৈবক্রমে নিয়তি আমাদের মিলন ঘটায়নি। হয়তো আমিই তাকে মেরে ফেলেছি। এখন তার পালা আমাকে টেনে নামানো। আমি আনন্দ খুঁজেছিলাম, তার বদলে হয়তো মৃত্যুকে পাবো। আমার মনে হয়, হয়তো এরই দরকার ছিলো। মনে হচ্ছে বাস্তবিকই আমি পাপ করেছি ... কিন্তু মৃত্যু সব ঢেকে দেয়, সবকিছুর মিলন ঘটায়, তাই না? তোমাদের যত দুঃখ দিয়েছি তার জন্যে ক্ষমা কোরো। আমার অন্য উপায় ছিলো না। আর রাশিয়ায় ফিরে যাবার কথা, কেন ফিরবো? রাশিয়ায় করার কী আছে?

"আমার শেষ চুম্বন আর প্রণাম গ্রহণ কোরো। আমাকে অভিশাপ দিও না।

"এ."

তারপর থেকে প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে। কিন্তু এলেনার আর খবর পাওয়া যায়নি। কোনো চিঠি আর অনুসন্ধানে ফল হয়নি। শান্তি স্থাপনের পর মিথ্যেই স্তাখভ স্বয়ং ভেনিস আর জারায় গিয়েছিলেন। পাঠক যা জানেন ভেনিসে সে-কথা তিনি জানতে পান। জারায় রেন্দিচ আর যে জাহাজটা সে ভাড়া করেছিলো সেটার সঠিক খবর কেউ দিতে পারেনি। গুজব শোনা গিয়েছিলো যে কয়েক বছর আগে সেই জোরালো ঝড়ের পর তীরে একটা কফিন ভেসে এসেছিলো। তার মধ্যে ছিলো একটি পুরুষের মৃতদেহ। অন্য আরও বেশী নির্ভরযোগ্য খবর অনুযায়ী কফিনটা মোটেই তীরে ভেসে আসেনি। এক বিদেশী মহিলা কফিনটা এনে তীরে কবর দিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন ভেনিস থেকে। এমন লোকও ছিলো যারা বলেছিলো যে তারপর সেই মহিলাকে দেখা যায় এক সৈন্যদলের সঙ্গে হেরজেগোভিনায়। সৈন্যদলটা তখন গঠিত হচ্ছিলো। তারা এমন কি তাঁর পোষাকের বর্ণনাও দেয় — মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো। যাই ঘটুক না, চিরকালের মতো এলেনার সব চিহ্ন মুছে গেলো। কেউই জানে না সে এখনো বেঁচে আছে, নাকি লুকিয়ে আছে, নাকি জীবনের সংক্ষিপ্ত খেলা, জীবনের হালকা বুদ্বুদ শেষ হয়েছে আর মৃত্যু আদায় করে নিয়েছে তার

মাশ্‌ল। মাঝেমাঝে জেগে উঠে লোকে নিজেদের আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করে, "এ কি সম্ভব ইতিমধ্যেই আমার বয়েস তিরিশ... চল্লিশ... পঞ্চাশ ? এতো তাড়াতাড়ি কী করে জীবন কেটে গেলো ? কী করে মৃত্যু এতো কাছে এগিয়ে এলো ?" মৃত্যু জেলের মতো, যে জেলে জালে মাছ ধরে জলের মধ্যে তাকে খানিক রাখে। মাছটা এখনো সাঁতার কাটছে, কিন্তু সে জালে বন্দী। যেদিন খুসি জেলে তাকে টেনে তুলবে।

এই গল্পের অন্যান্য চরিত্রদের কী হোলো ?

আন্না ভাসিলিয়েভনা এখনো বেঁচে। ঐ দুর্ঘটনার পর তিনি খুব বুড়িয়ে গেছেন। আগের চেয়ে তিনি অভিযোগ কম করেন, আগের চেয়ে ঘন-ঘন মনমরা হয়ে যান। স্তাখভও বুড়িয়েছেন, তাঁর চুল পেকে গেছে। অগুস্তিনা খৃস্তিয়ানভনার সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে... আজকাল বিদেশী সবকিছুরই তিনি নিন্দে করেন। তাঁর ঘরকন্নার পরিচালিকা বছর ত্রিশ বয়সের সুন্দরী এক রুশী মেয়ে। সে সিল্কের পোষাক পরে, আঙুলে সোনার আংটি, কানে পরে সোনার দুল। কুরনাতভস্কি মেজাজী লোক। সে প্রাণরসে ভরপুর, চুলগুলো তার কালো, তাই সুন্দরী সোনালী চুল মেয়েদের দিকে তার ঝোঁক। জোয়াকে সে বিয়ে করেছে। জোয়া এমন বাধ্য হয়ে উঠেছে যে সে এমন কি আর জার্মান ভাষাতে ভাবেও না। বেরসেনেভ আছে হেইদেলবার্গে। সরকারী খরচে তাকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। বার্লিন আর প্যারিস সে ঘুরেছে, সময় নষ্ট করেনি। সে দক্ষ অধ্যাপক হবে। শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার দুটি প্রবন্ধ: "বিচার করে শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে প্রাচীন জার্মান আইনের কতকগুলি বিশেষত্ব" এবং "সভ্যতার বিষয়ে পৌর আদর্শের গুরুত্ব"। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুটি প্রবন্ধই অত্যন্ত গুরুগম্ভীর চালে লেখা আর বহু বিদেশী শব্দে কণ্টকিত। শুবিন রোমে আছে। নিজেকে সে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছে তার শিল্পসাধনায়। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও প্রতিভাবান তরুণ ভাস্করদের অন্যতম বলে তাকে গণ্য করা হয়। গোঁড়া

লোকরা মনে করেন সে প্রাচীন ভাস্কর্য যথেষ্ট ভালো করে অধ্যয়ন করেনি আর তার "স্টাইল" নেই। তাকে তাঁরা ফরাসী ইস্কুলের শ্রেণীভুক্ত করেন। ইংরেজ আর মার্কিনদের কাছ থেকে সে কাজের প্রচুর ফরমাশ পায়। হালে তার "বাক্কান্তে"* বেশ হৈ-চৈ সৃষ্টি করেছে। প্রখ্যাত ধনী রুশী কাউণ্ট ববশ্‌কিন আর একটু হলেই ১০০০ স্কুদি দিয়ে সেটা কিনছিলেন। কিন্তু পরে অন্য ভাস্করকে (ফরাসী pur sang**) ৩০০০ স্কুদি দিতে সাব্যস্ত করেন এক ভাস্কর্যের জন্যে। তাতে দেখানো হয়েছে "বসন্ত দেবতার বুকে এক তরুণী গ্রাম্য কুমারী প্রেমের জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে"। মাঝেমাঝে উভার ইভানভিচকে শুবিন চিঠি লেখে। একমাত্র তাঁরই কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাঁকে অল্প কিছুকাল আগে শুবিন লিখেছিলো, "যে রাতে আমরা বেচারা এলেনার বিয়ের খবর পাই সে রাতে আপনি আমায় কী বলেছিলেন মনে আছে, যখন আপনার বিছানায় বসে আপনার সঙ্গে আমি গল্প করছিলাম? মনে আছে আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম রাশিয়াতে মানুষের মতো মানুষ কখনো জন্মাবে কিনা? আপনি আমাকে জবাব দিয়েছিলেন: 'আসবেন তাঁরা।' হে কালো মাটির প্রাণরস! আপনাকে এখান থেকে, আমার 'আশ্চর্য দূরত্ব' থেকে আবার প্রশ্ন করছি: 'উভার ইভানভিচ, সত্যিই কি তাঁরা আসবেন?'"

উভার ইভানভিচ আঙুলগুলো নেড়ে দূরের দিকে তাকালেন প্রহেলিকার দৃষ্টিতে।

১৮৬০

---

* সুরাপানের গ্রীক দেবতা বাক্কাসের সঙ্গিনী।

** আসল ফরাসী।